আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

মার্ক 11:23

আশিস রাইচুর

শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ, বেঙ্গালুরু, ভারতবর্ষ দ্বারা মুদ্রিত ও বণ্টিত।
বর্তমান সংস্করণ: 2024

যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

ফোন নম্বর: +91-80-25452617
ই-মেইল: bookrequest@apcwo.org
ওয়েবসাইট: apcwo.org

অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি বাংলা পুরাতন সংস্করণ, (BSI) বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা কপিরাইট © 2016। অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব
অল পিপলস চার্চের সদস্য, অংশীদার এবং বন্ধুদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই প্রকাশনার বিনামূল্যে বিতরণ সম্ভব হয়েছে। আপনি যদি এই বিনামূল্যের প্রকাশনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আপনাকে অল পিপলস চার্চ থেকে বিনামূল্যে প্রকাশনা মুদ্রণ এবং বিতরণে সহায়তা করার জন্য আর্থিকভাবে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যদি জানতে চান যে কীভাবে আপনি এই অবদান করতে পারেন, তাহলে অনুগ্রহ করে **apcwo.org/give** ওয়েবসাইটে যান অথবা এই পুস্তকের পিছনে "অল পিপলস চার্চ-এর সাথে অংশীদারিত্ব করুন" পৃষ্ঠাটি দেখুন। ধন্যবাদ!

বিনামূল্যের সম্পদ এবং সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলি
প্রচার: apcwo.org/sermons | **পুস্তক:** apcwo.org/books | **চার্চ অ্যাপ:** apcwo.org/app
বাইবেল কলেজ: apcbiblecollege.org | **ই-লার্নিং:** apcbiblecollege.org/elearn
পরামর্শ দান: chrysalislife.org | **সঙ্গীত:** apcmusic.org
পরিচর্যাকারীদের সহভাগীতা: pamfi.org | **APC ওয়ার্ল্ড মিশনস্:** apcworldmissions.org

(Bengali – Speak Your Faith)

আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

মার্ক 11:23

যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

(মার্ক 11:22,23)

নাইসিয়ান ধর্মবিশ্বাস

পবিত্র ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে খ্রীষ্ট বিশ্বাসের মহান মতবাদ সম্পর্কে সমস্ত মণ্ডলী যা বিশ্বাস করে তার একটি ঘোষণা হল নাইসিয়ান ধর্মবিশ্বাস। সর্বপ্রথম, এটি নিসিয়ার কাউন্সিলে, 325 খ্রীষ্টাব্দে, একদল বিশপের দ্বারা অভিযোজিত হয়েছিল এবং বিশ্বাসের একটি দৃঢ় স্বীকারোক্তি রূপে বিগত শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ইংরেজির 'ক্রীড' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "ক্রেডো" থেকে, যার অর্থ হল "আমি বিশ্বাস করি ও আস্থা রাখি।"

আমি একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,
সর্বশক্তিমান পিতা,
যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা
এবং প্রত্যেক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তুর নির্মাণকর্তা।

এবং একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর, যিনি ঈশ্বরের একজাত পুত্র,
যিনি সকল কিছু সৃষ্টির পূর্বেই অস্তিত্বে ছিলেন,
ঈশ্বরের ঈশ্বর, জ্যোতির জ্যোতি, সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বর,
যিনি একজাত, এবং তাঁর কোনো সৃষ্টি হয়নি,
যিনি পিতার সঙ্গে সমান, যাঁর দ্বারা সকল কিছুর সৃষ্টি হয়েছে,
যিনি আমাদের মতো মানুষের জন্য, এবং আমাদের পরিত্রাণ সাধনের জন্য,
স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন,
যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা কুমারী মরিয়মের গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন,
এবং মানুষের দেহে জন্ম নিয়েছিলেন;
এবং পন্তীয় পীলাতের অধীনে ক্রুশার্পিত হয়েছিলেন।
তিনি কষ্টভোগ করেছিলেন এবং সমাধিস্থ হয়েছিলেন।
এবং শাস্ত্র অনুযায়ী, তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, এবং স্বর্গে নীত হয়েছিলেন,

এবং পিতার দক্ষিণ হস্তে বসে আছেন।
তিনি একদিন মহিমায় ফিরে আসবেন এবং সকল জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন,
এবং তাঁর রাজ্য কখনোই শেষ হবে না।

এবং আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি প্রভু ও আমাদের জীবন দাতা,
যিনি পিতা ও পুত্র থেকে নির্গত হন,
যাঁকে পিতা ও পুত্রের সাথে একসঙ্গে আরাধনা করা হয় এবং মহিমান্বিত করা হয়,
যিনি ভাববাদীদের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন।
এবং আমি এক পবিত্র, খ্রীষ্টীয় এবং বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি, যা প্রেরিতদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল,
পাপ মোচনের জন্য একমাত্র বাপ্তিস্মে আমি স্বীকৃতি জানাই,
এবং আমি মৃতগণের পুনরুত্থানে প্রত্যাশা রাখি,
এবং এর সঙ্গে ভবিষ্যতের পৃথিবীর দিকে প্রত্যাশা সহকারে তাকিয়ে থাকি। আমেন।

আমাদের ঘোষণা

মণ্ডলীগত ভাবে আমরা সাধারণত এই কথাগুলিকে রবিবারের আরাধনার সময়ে ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষালাভ করার ঠিক আগে ঘোষণা করে থাকি।

এটা ঈশ্বরের বাক্য।

এর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলেন।

ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে যা কিছু বলেন, সেটাই আমার পরিচয়।

ঈশ্বর যা সম্ভব বলেন, আমি সেই কাজ করতে পারি।

ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমি সেই সব কিছু হব।

আমি উদ্ধারপ্রাপ্ত, আরোগ্যপ্রাপ্ত, মুক্ত, পরিত্রাণপ্রাপ্ত।

আমি আশীর্বাদযুক্ত, জয়ী, সমৃদ্ধশালী, বিজয়ী।

আমি ঈশ্বরের একজন পরিচর্যাকারী, খ্রীষ্টের একজন দাস

এবং অনেক মানুষের কাছে তাঁর আশীর্বাদের প্রবাহ।

আমি তাঁর বাক্যকে গ্রহণ করছি, আমি তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করি, এবং আমি তাঁর বাক্য দ্বারা জীবনযাপন করি।

খ্রীষ্ট আমার প্রভু, এবং তাঁর কাছেই আমি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করি।

যীশুর নামে, আমেন।

আমার জীবনের উপর ঈশ্বরের বাক্যের ঘোষণা

এইগুলি উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হয়েছে যে কীভাবে আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে পারেন। ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করুন। ঈশ্বরের বাক্য যেন আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করে। তারপর, আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

কর্তৃত্ব ও রাজত্ব

যীশু তাঁর নাম ব্যবহার করার জন্য, তিনি যা কাজ সাধন করতে চান, তাঁর হয়ে সেই কাজগুলি করার জন্য আমাকে অধিকার দিয়েছেন। তাঁর নামে আমি মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করি এবং অসুস্থদের সুস্থ করি। যীশু শত্রুপক্ষের সকল শক্তির উপর আমাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন এবং কোনো কিছুই, কোনো ভাবেই আমার ক্ষতি করতে পারবে না। যীশু খ্রীষ্টতে পিতার দক্ষিণ হস্তে আমি অবস্থিতি করি, সেই স্থান হল কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের একটি স্থান। (মার্ক 16:17,18, লূক 10:19, ইফিষীয় 2:6)।

প্রার্থনার উত্তর

প্রভু যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমি যা কিছুই তাঁর নামেতে ঈশ্বর পিতার কাছে যাচঞা করব, এবং বিশ্বাস করব, তা আমি লাভ করব। আমি যা কিছু যাচঞা করি, যখনই আমি প্রার্থনা করি, আমি বিশ্বাস করি যে আমি তা লাভ করেছি, এবং আমি তা বাস্তবে লাভ করব। আমি তাঁর মধ্যে অবস্থিতি করি, তাঁর বাক্য আমার মধ্যে অবস্থিতি করে, এবং আমি যা কিছু প্রার্থনায় যাচঞা করি, তা আমার জন্য সাধন করা হবে (যোহন 16:23,24, মথি 21:22, মার্ক 11:24, যোহন 15:7)।

অভিষেক ও ক্ষমতা

আমি শক্তি লাভ করেছি কারণ পবিত্র আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠান করেছেন এবং আমি যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষী হয়েছি। সদাপ্রভুর আত্মা আমার উপর

অধিষ্ঠান করেছেন এবং তিনি আমাকে অপরকে সুস্থ করার জন্য, উদ্ধার করার জন্য এবং বন্দিদের মুক্ত করার জন্য শক্তি প্রদান করেছেন। ঈশ্বরই আমাকে আহ্বান করেছেন ও অভিষিক্ত করেছেন। আমার জীবনে পবিত্র আত্মার অভিষেক সকল মন্দ আত্মার জোয়ালিকে ভেঙে ফেলে এবং মানুষের জীবনের উপর থেকে মন্দ আত্মার প্রভাব দূর করে (প্রেরিত 1:8, লূক 4:18,19, 2 করিন্থীয় 1:21, যিশাইয় 10:27)।

আশীর্বাদ

ঈশ্বর থেকে নেমে আসা প্রত্যেক আশীর্বাদে আমি আশীর্বাদযুক্ত হয়েছি। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যা কিছু আশীর্বাদ রেখেছেন, আমি সেই সকল আশীর্বাদের ভাগীদার ও উপভোক্তা। আমি যে সকল বিষয়ের উপর আমার হাত বিস্তার করি, সেই সকল বিষয়ে আমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত। প্রভু আমাকে সমৃদ্ধশালী হতে শিক্ষা দেন ও আমার পথ সকল পরিচালনা করেন। ঈশ্বরের প্রতি আমি বাধ্যতায় গমনাগমন করি এবং তাঁর আশীর্বাদ একটি নদীর মতো প্রবাহিত হতে থাকে যা কখনোই শুষ্ক হয় না। সমুদ্র সৈকতের উপর আছড়ে পরা ঢেউয়ের মতো বিজয় আমার কাছে আসে (ইফিষীয় 1:3, কলসীয় 1:12, দ্বিতীয় বিবরণ 28:6, যিশাইয় 48:17,18)।

সাহস ও প্রত্যয়

আমি শক্তিশালী ও সাহসী। আমি সিংহের মতো সাহসী। ঈশ্বর আমাকে ভীরুতার আত্মা প্রদান করেননি, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়েছেন। সদাপ্রভু হলেন আমার মনোবল ও নিরাপত্তা (যিহোশূয় 1:9, হিতোপদেশ 28:1, 2 তীমথিয় 1:7, হিতোপদেশ 14:26)।

কার্যসাধন

আমি আমার ঈশ্বরকে জানি, আমি শক্তিশালী এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য মহৎ কার্যসাধন করে থাকি। ঈশ্বর আমার মধ্যে ও আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর শক্তি দ্বারা সেই সকল কার্যসাধন করেন যা আমার চিন্তার ও যাচঞ্চার অতীত (দানিয়েল 11:32, ইফিষীয় 3:20)।

ভবিষ্যৎ

ঈশ্বর যে সকল পরিকল্পনা আমার জন্য করে রেখেছেন, আমার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা, আমাকে প্রত্যাশাপূর্ণ এক ভবিষ্যৎ প্রদান করার এক পরিকল্পনা, তা তিনি মনে রেখেছেন। সময়ের পূর্বেই ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রেখেছেন যা তিনি আমাকে দিয়ে সম্পন্ন করাতে চান, এবং আমি সেই পথেই গমন করছি। সকল কিছু আমার মঙ্গলের জন্য ঘটছে কারণ আমাকে তাঁরই উদ্দেশ্যে পালন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ঈশ্বর আমার জন্য সেই সকল বিষয় প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি, যা কোনো কান শোনেনি এবং কেউ কখনও কল্পনাও করেনি, কারণ আমি তাঁকে প্রেম করি (যিরমিয় 29:11, ইফিষীয় 2:10, রোমীয় 8:28, 1 করিন্থীয় 2:9)।

পরিবার, গৃহ ও সন্তানগণ

ঈশ্বর আমার গৃহকে আশীর্বাদ করেছেন। উল্লাস ও পরিত্রাণের রব আমার গৃহকে পরিপূর্ণ করে। আমার গৃহ একটি শান্তিপূর্ণ স্থান, একটি নিরাপদ স্থান, যেখানে কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা উপস্থিত নেই। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে ও আশীর্বাদ আমার সন্তানদের উপর দিয়েয়েছেন। আমার প্রত্যেক সন্তানেরা প্রভুর দ্বারা শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের অন্তরে এক মহান শান্ত রয়েছে (হিতোপদেশ 3:33, গীতসংহিতা 118:15, যিশাইয় 32:18, যিশাইয় 44:3, যিশাইয় 54:13)।

বিশ্বাস

ঈশ্বর আমাকে বিশ্বাস দিয়েছেন। আমি বিশ্বাসে জীবনযাপন করি, দৃশ্য বস্তু দ্বারা নয়। আমি বিশ্বাস করি এবং আমি ঈশ্বরের মহিমা দেখব। হৃদয়ে বিশ্বাস নিয়ে আমি পর্বতগণদের আদেশ দিই ও তারা সরে যায়, এবং কোনো কিছু আমার পক্ষে অসম্ভব নয় (রোমীয় 12:3, 2 করিন্থীয় 5:7, যোহন 11:40, মথি 17:20)।

কৃপালাভ ও সম্পর্ক

ঈশ্বর ঢালের ন্যায় আমার চারপাশে তাঁর কৃপা দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন। ঈশ্বর আমার সম্মান ও মর্যাদাকে উচ্চ স্থানে ধারণ করেন। আমি দয়া ও

সততায় গমনাগমন করি এবং আমার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে কৃপা ও ভালো বোঝাপড়া রয়েছে। ঈশ্বর আমার শত্রুদের আমার সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে সাহায্য করেন। যারা সদাপ্রভুকে প্রেম করে তারা যখন আমাকে দেখে, তখন তারা আনন্দিত হয় কারণ আমি সদাপ্রভুর সম্মান করে থাকি (গীতসংহিতা 5:12, হিতোপদেশ 22:4, হিতোপদেশ 3:3,4, হিতোপদেশ 16:7, গীতসংহিতা 119:74)।

নির্দেশনালাভ

পবিত্র আত্মা আমাকে সকল সত্যে পরিচালনা করেন। সদাপ্রভু আমাকে পরিচালনা করেন ও সেই পথে শিক্ষা প্রদান করেন, যে পথে আমার চলা উচিত। তিনি তাঁর গোচরে আমাকে রেখে আমাকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আমার পদক্ষেপ সকল তাঁর দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় কারণ তিনি আমার পথ সকলে প্রীত। যদিও আমি হোঁচট খাই, তিনি আমাকে তুলে ধরেন ও আমাকে ফিরিয়ে আনেন। ঈশ্বরের বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও আমার পথের আলো। আমি তাঁর বাক্যকে অনুসরণ করি (যোহন 16:13, গীতসংহিতা 32:8, গীতসংহিতা 37:23,24, গীতসংহিতা 119:105)।

স্বাস্থ্য ও আরোগ্যলাভ

প্রভু যীশু স্বয়ং আমার সকল অসুস্থতা ও ব্যাধি ক্রুশের উপর বহন করেছেন। ক্রুশের উপর যীশু যে ক্ষতসকল লাভ করেছিলেন, তার দ্বারা আমি আরোগ্যলাভ করেছি। আমার ঈশ্বর হলেন আমার প্রভু, আমার আরোগ্যদাতা। সদাপ্রভু আমার খাদ্যে ও পানে আশীর্বাদ করেন ও আমার থেকে সকল অসুস্থতা দূর করেন। তিনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করেন ও আমার সকল রোগ সুস্থ করেন (মথি 8:17, 1 পিতর 2:24, যাত্রাপুস্তক 15:26, যাত্রাপুস্তক 23:25, গীতসংহিতা 103:3)।

আনন্দ

সদাপ্রভুর আত্মা আমাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেন। আমি ধার্মিকতা ভালোবাসি ও দুষ্টতাকে ঘৃণা করি এবং সেই কারণে ঈশ্বর আমাকে আনন্দ ও উল্লাসে অভিষিক্ত করেছেন। সদাপ্রভুর আনন্দ আমাকে শক্তিযুক্ত করে, ও তাঁর শক্তিতে পূর্ণ করে। প্রত্যাশার ঈশ্বর আমাকে আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ করেন।

আমি পবিত্র আত্মায় ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দে গমনাগমন করি (গালাতীয় 5:22, গীতসংহিতা 45:7, নহিমিয় 8:10, রোমীয় 15:13, রোমীয় 14:17)।

ধার্মিক ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়া

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার মাধ্যমে আমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি। তাঁর দৃষ্টিতে "যেন আমি কখনোই পাপ করিনি" কারণ যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমার সকল পাপ ধুইয়ে দিয়েছে। আমি তাঁর ধার্মিকতায় ভূষিত এবং সাহস ও নিশ্চয়তা সহকারে, এবং কোনো দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই ঈশ্বরের সামনে আমি দাঁড়াই। পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে এই নিশ্চয়তা দিয়ে পূর্ণ করেন যে আমি তাঁর সন্তান, এবং আমি তাঁকে 'আব্বা পিতা' বলে ডাকতে পারি (রোমীয় 3:22, 1 যোহন 1:7, 2 করিন্থীয় 5:21, রোমীয় 8:1,15)।

প্রেম

ঈশ্বরের আত্মা আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমকে ঢেলে দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রেম সহ লোকেদের প্রেম করতে আমি শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছি। আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম আমাকে ধৈর্যশীল, দয়ালু করে তোলে এবং ঈর্ষান্বিত, অহংকার, মন্দ-আচরণ, স্বার্থপর এবং বিরক্ত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করে। আমার প্রতি কোনো অন্যায়ের কথা আমি স্মরণে রাখি না (রোমীয় 5:5, 1 করিন্থীয় 13:4,5)।

দীর্ঘায়ু

ঈশ্বর আমাকে দীর্ঘায়ু দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। সদাপ্রভু উত্তম বিষয় দিয়ে আমাকে পূর্ণ করেছেন, যাতে আমি আমার যৌবনকাল বজায় রাখতে পারি ও ঈগল পাখির ন্যায় শক্তিশালী থাকতে পারি (গীতসংহিতা 91:16, যাত্রাপুস্তক 23:26, গীতসংহিতা 103:5)।

মন ও চিন্তাভাবনা

আমার মন একটি পবিত্র স্থল। আমি শুধুমাত্র পবিত্র, আদরণীয়, ন্যায্য, সম্মানীয়—সেই সকল বিষয় নিয়ে মনের মধ্যে চিন্তাভাবনা করি। আমার সুবুদ্ধি রয়েছে, উত্তম স্মৃতিশক্তি, নিরাময় মনোযোগ ও বোধবুদ্ধি রয়েছে। আমি আমার চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য

কেন্দ্রিত করি এবং প্রত্যেক চিন্তাভাবনাকে খ্রীষ্টের অধীনে বশীভূত করি (ফিলিপীয় 4:8, 2 তীমথিয় 1:7, 2 করিন্থীয় 10:4,5)।

জগৎ ও মাংসকে অতিক্রম করা

আমি ঈশ্বরের দ্বারা জাত এবং আমি এই জগৎ ও জগতের মধ্যে সবকিছুকে অতিক্রম করেছি। আমি মাংসের পাপময় স্বভাবকে, চক্ষুর অভিলাষ ও জীবিকার দর্পকে অতিক্রম করেছি। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক স্বভাবের আমি অংশীদার এবং এই জগতের মধ্যে সকল নৈতিক অবক্ষয়ের থেকে আমি নিজেকে দূরে রাখি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমি আমার শরীরের সকল পাপময় কাজকে পরাস্ত করি। আমি আত্মায় গমনাগমন করি এবং আমার মাংসের পাপময় আকাঙ্ক্ষার অধীনে নিজেকে সমর্পিত করি না (1 যোহন 5:4, 2 পিতর 1:3,4, রোমীয় 8:13, গালাতীয় 5:16)।

শান্তি, নীরবতা ও বিশ্রাম

আমি আমার সকল চিন্তা সদাপ্রভুর সামনে রাখি এবং ঈশ্বরের শান্তি, যা মানুষের বোধগম্যের অতীত, আমার মন ও হৃদয়কে পূর্ণ করে। আমি নীরবতা ও প্রত্যয়ের সাথে গমনাগমন করাকে বেছে নিই এবং এটি আমাকে শক্তিতে পরিহিত করে। সদাপ্রভু যে বিশ্রাম আমাকে প্রদান করেন, সেই বিশ্রামে আমি গমনাগমন করি (1 পিতর 5:7, ফিলিপীয় 4:7, যিশাইয় 30:15, মথি 11:28,29)।

তাঁর রক্তের শক্তি

যীশুর রক্ত আমাকে ক্রয় করেছে ও মুক্ত করেছে, আমার সকল পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেছে, শুচিকৃত করেছে, ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আমাকে নিয়ে এসেছে, এবং ঈশ্বরের মহা পবিত্র উপস্থিতিতে প্রবেশ করার সাহস আমাকে প্রদান করেছে। যীশুর রক্তের কারণে আমি বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। যীশুর রক্তের দ্বারা আমি ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। তাঁর রক্ত আমাকে আমার পূর্বপুরুষদের সকল মন্দ পথ থেকে মুক্ত করেছে। যীশুর রক্ত দ্বারা আমি সকল শত্রুকে পরাজিত করেছি (প্রেরিত 20:28, ইফিষীয় 1:7, 1 যোহন 1:7, ইব্রীয় 13:12, যাত্রাপুস্তক 12:13, 1 পিতর 1:18-20, প্রকাশিত বাক্য 12:11)।

কৃতকার্য ও সাফল্য

আমি হলাম নদীর ধারে রোপিত গাছের মতো। আমি আমার সময়কালে ফল ধারণ করি। আমার পাতা ম্লান হয়ে যায় না এবং আমি যা কিছুই করি, তাতেই কৃতকার্য হই। আমার হাতের সকল কাজে আমি আশীর্বাদ যুক্ত। আমি প্রভুকে, তাঁর বাক্যকে ও তাঁর সকল পথকে অনুসরণ করি, এবং তিনি আমাকে সাফল্য প্রদান করেন। আমি যত ঈশ্বরের ভয়ে নতনম্রতার সঙ্গে জীবনযাপন করি, তিনি আমাকে সমৃদ্ধ, সম্মান ও দীর্ঘায়ু সহকারে আশীর্বাদ করেন (গীতসংহিতা 1:1-3, দ্বিতীয় বিবরণ 28:8, যিহোশূয় 1:8, হিতোপদেশ 22:4)।

সুরক্ষা ও উদ্ধার

আমি সদাপ্রভুকে আমার রক্ষক করেছি, সদাপ্রভু আমার রক্ষাকর্তা। কোনো বিপদ আমায় আঘাত করবে না, কোনো বিপদ আমার গৃহের সামনে আসবে না। সংকটের সময়ে ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে উত্তর দেন ও আমাকে রক্ষা করেন। ঈশ্বরের দূত আমাকে ঘিরে থাকেন ও আমাকে উদ্ধার করেন। আমার বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র আমাকে আঘাত করতে পারবে না। ঈশ্বর আমাকে প্রতিরক্ষা করেন ও আমাকে বিজয় প্রদান করেন। প্রত্যেক জিহ্বা যা আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়, তা সদাপ্রভু পতন ঘটান (গীতসংহিতা 91:10,11,15, গীতসংহিতা 34:7, যিশাইয় 54:17)।

পদোন্নতি

আমার পদোন্নতি ও বৃদ্ধি ঈশ্বর থেকে আসে। ঈশ্বর আমার পদোন্নতির জন্য স্থান প্রস্তুত করেন। আমি যখন প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পিত করি, তিনি তাঁর সময়ে আমাকে উন্নীত করেন। ঈশ্বর আমাকে নেতৃত্বের ও প্রভাব বিস্তারের স্থানে বসিয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ করেছেন (গীতসংহিতা 7:6,7, যাকোব 4:10, দ্বিতীয় বিবরণ 28:13)।

ঈশ্বরের যোগান

আমার ঈশ্বর আমার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন; যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁর ধন অনুযায়ী তিনি যোগান দেন। সদাপ্রভু আমার পালক, আমার

অভাব হবে না। সদাপ্রভু আমার ঢাল ও আমার সূর্য। তিনি কোনো মঙ্গল বিষয় আমার থেকে দূরে রাখেন না। আমার যা প্রয়োজন, ঈশ্বর তার থেকেও আমাকে বেশী প্রদান করেছেন যেন সর্বদা আমার প্রয়োজন মিটতে থাকে ও অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য পর্যাপ্ত উপলব্ধ আমার থাকে। ধন অর্জন করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে প্রদান করে থাকেন (ফিলিপীয় 4:19, গীতসংহিতা 23:1, গীতসংহিতা 84:11, 2 করিন্থীয় 9:8, দ্বিতীয় বিবরণ 8:18)।

চিহ্নকার্য ও আশ্চর্যকাজ

এই চিহ্ন আমাকে অনুসরণ করে যে তাঁর নামে আমি নতুন নতুন ভাষায় কথা বলি, আমি মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করি, অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর আমার হাত রাখি এবং তারা সুস্থ হয়। ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন এবং যে বাক্য আমি ঘোষণা করি, তা তিনি চিহ্নকাজ দ্বারা সুনিশ্চিত করেন। যীশু যা কাজ করেছিলেন, আমিও সেই কাজ করি এবং আরও অধিক করি কারণ যীশু পিতার কাছে গিয়েছেন। আমি যখন যীশুর সুসমাচার প্রচার করি, ঈশ্বর স্বয়ং চিহ্নকাজ ও আশ্চর্যকাজ এবং পবিত্র আত্মার বরদান দ্বারা সাক্ষ্য বহন করেন (মার্ক 16:17,18,20, যোহন 14:12, ইব্রীয় 2:3,4)।

নিদ্রা

সদাপ্রভু আমাকে ভালো নিদ্রা প্রদান করেন। আমি যখন শয়ন করি, তখন আমি ভয় পাই না। আমি শয়ন করি এবং আমার নিদ্রা হয় শান্তিপূর্ণ। আমি জেগে উঠি এবং সতেজ হয়ে উঠি (গীতসংহিতা 127:2, গীতসংহিতা 4:8, হিতোপদেশ 3:24, গীতসংহিতা 3:5)।

আমার জীবনে ঈশ্বরের আত্মা

আমি হলাম পবিত্র আত্মার মন্দির। ঈশ্বরের আত্মা আমার মধ্যে বসবাস করেন। তিনি আমাকে নির্দেশনা প্রদান করেন ও পরিচালনা করেন। তিনি আমাকে সকল কিছু শিক্ষা দেন। আমি যত বেশি পবিত্র আত্মায় গমন করি, তত কম আমি মাংসের আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করি। তিনি আমার উপর অধিষ্ঠান করেন, আমাকে শক্তিযুক্ত করেন। তাঁর উপস্থিতি ও শক্তি আমার মধ্যে থেকে নদীর মতো প্রবাহিত হয় এবং আশীর্বাদ করে, সুস্থ করে, ও আমার চারিপাশের মানুষদের নিস্তার করে (1 করিন্থীয় 3:16,

রোমীয় 8:14, 1 যোহন 2:27, গালাতীয় 5:16, যোহন 7:38,39)।

বিজয়লাভ

ঈশ্বর আমাকে সর্বদা সকল বিষয়ে বিজয়ী করেন। আমি জয়ের পথে চলি যা আমার প্রভু যীশু আমার হয়ে ক্রুশের উপর লাভ করেছিলেন। আমার ঈশ্বরের মধ্যে দিয়ে আমি বীরের ন্যায় হই (2 করিন্থীয় 2:14, কলসীয় 2:14, যিশাইয় 53:12, গীতসংহিতা 60:12)।

প্রজ্ঞা, বোধবুদ্ধি এবং অনুপ্রেরণা

খ্রীষ্ট হলেন আমার প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার আত্মা, বোধবুদ্ধির আত্মা ও পরামর্শদানের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠান করেন। সদাপ্রভু আমাকে সকল বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করে থাকেন। তাঁর বাক্য আমাকে তাঁর জ্যোতি ও বোধবুদ্ধিতে পূর্ণ করে। ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা আমার অন্তরে আমাকে প্রজ্ঞা প্রদান করে (1 করিন্থীয় 1:30, যিশাইয় 11:1,2, 2 তীমথিয় 2:7, গীতসংহিতা 119:130, ইয়োব 32:8)।

সাক্ষী

আমি যীশু খ্রীষ্টের একজন সাহসী সাক্ষী। আমি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার দ্বারা লজ্জিত নই। আমি যখন মানুষের সামনে তাঁকে স্বীকার করি, তখন তিনি আমাকে তাঁর স্বর্গীয় পিতার সামনে স্বীকৃতি জানান (প্রেরিত 1:8, রোমীয় 1:16, মথি 10:32)।

আমার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য

আমি ঘোষণা করি যে ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য। তাঁর বাক্য আমার জীবনে রয়েছে। তাঁর বাক্যের শক্তির দ্বারা আমার জীবন বজায় রয়েছে ও নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। আমার জগতের সবকিছু ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে সমর্পিত ও ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী চলে (যোহন 17:17, গীতসংহিতা 119:128, ইব্রীয় 1:3, ইব্রীয় 11:3)।

“খ্রীষ্টতে” আমার ঘোষণাবাক্য

খ্রীষ্টতে আমি কে, সেটাই আমার প্রকৃত পরিচয়। আমার পরিচয়, নিরাপত্তা, তাৎপর্য, এবং আত্মমূল্য সবকিছু তাঁর মধ্যে, তাঁর দ্বারা এবং তাঁর জন্য। ঈশ্বর আমাকে খ্রীষ্টতে সৃষ্টি করেছেন আর সেই বিষয়ের উপরই আমার আত্মসম্মান ও প্রত্যয় নির্ভর করে। ঈশ্বর আমার জন্য তাঁর বৃহৎ, শর্তহীন প্রেমের কারণে যা কিছু করেছেন, তার উপরই “খ্রীষ্টতে আমি কে” সেই পরিচয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে ।

আমি ঘোষণা করি যে খ্রীষ্টতে আমি যা, সেটাই আমার প্রকৃত পরিচয়।

খ্রীষ্টতে আমি এক নতুন সৃষ্টি। সকল পুরাতন বিষয় অতীত হয়েছে। আমি অন্তর থেকে একজন নতুন ব্যক্তি (2 করিন্থীয় 5:17)। আমার পুরাতন জীবন শেষ হয়েছে এবং আমার নতুন জীবন খ্রীষ্টতে সুরক্ষিত। এই নতুন জীবন যা আমি যাপন করি, তা খ্রীষ্ট থেকে আসে (কলসীয় 3:3)। যে নতুন সৃষ্টিতে আমি পরিণত হয়েছি, সেটা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি এবং ঈশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় পূর্ণ। আমি খ্রীষ্টতে একজন নতুন সৃষ্টি হয়ে জীবনযাপন করছি (ইফিষীয় 4:24)।

খ্রীষ্টতে আমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী এবং যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারী। আমি ঈশ্বরের পরিবারের ও ঈশ্বরের রাজ্যের এক অংশ (রোমীয় 8:17)। খ্রীষ্টতে, পিতা আমাকে সেইভাবে ভালোবাসেন, যেমন ভাবে তিনি তাঁর পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ভালোবাসেন। এই প্রেমের বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত (যোহন 16:27; যোহন 17:23)। কোনো কিছুই আমাকে খ্রীষ্টতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম থেকে আলাদা করতে পারবে না। আমার প্রতি তাঁর প্রেমের কারণে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমি বিজয়ী অপেক্ষা অধিক বিজয়ী (রোমীয় 8:37,39)। খ্রীষ্টতে, আমি পবিত্র আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত। ঈশ্বর তাঁর মালিকানার চিহ্ন আমার উপর বসিয়েছেন (ইফিষীয় 1:13,14)। খ্রীষ্টতে আমি ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরের একটি অংশ, ঈশ্বরের আত্মার এক বাসস্থান। ঈশ্বর আমার মধ্যে বাস করেন ও আমার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন (ইফিষীয় 2:21,22)।

আমাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করা হয়েছে, নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক করা হয়েছে এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা হয়েছে। খ্রীষ্টতে, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে রয়েছি (রোমীয় 5:1,2)। খ্রীষ্টতে, আমার বিরুদ্ধে কোনো দণ্ডাজ্ঞা নেই। স্বাধীন ভাবে, প্রত্যয়ের সঙ্গে, কোনো লজ্জা, দোষ ও দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই আমি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (রোমীয় 8:1)। খ্রীষ্টতে, আমাকে ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পরিণত করা হয়েছে। এই বিষয়টি আমাকে সাহসের সঙ্গে ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতিতে আসতে সাহায্য করে (2 করিন্থীয় 5:21)। খ্রীষ্টতে, ঈশ্বর আমাকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে আমি পবিত্র ও নির্দোষ, তাঁর প্রেম দ্বারা আচ্ছাদিত (ইফিষীয় 1:4)। খ্রীষ্টতে, আমাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আনয়ন করা হয়েছে এবং স্বয়ং পিতার কাছে তাঁর আত্মার দ্বারা আমার প্রবেশাধিকার রয়েছে (ইফিষীয় 2:13,18)।

খ্রীষ্টের সঙ্গে আমার পুরাতন পাপময় স্বভাব ক্রুশার্পিত হয়েছে, আমার জীবনের উপর থেকে পাপের শক্তিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং পাপের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। আমার উপরে পাপের আর কোনো রাজত্ব নেই (রোমীয় 6:6,14)। খ্রীষ্টতে আমি সকল অন্ধকারের শক্তি থেকে মুক্ত হয়েছি এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে আমাকে আনয়ন করা হয়েছে। আমার মধ্যে শয়তানের কোনো স্থান নেই, আমার উপর তার কোনো দাবী নেই এবং আমার উপর তার কোনো অধিকার নেই। আমি ঈশ্বরের সম্পত্তি, আমার আত্মা, প্রাণ ও শরীর সহ তাঁর সম্পত্তি (কলসীয় 1:13,14; 1 করিন্থীয় 6:20)। যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা আমাকে ক্রয় করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে ক্রয় করেছেন। আমার সমস্ত সত্ত্বা ঈশ্বরের (ইফিষীয় 1:7)। খ্রীষ্টতে আমি পাপের শক্তি থেকে মুক্ত হয়েছি। খ্রীষ্টের সঙ্গে আমি মৃত্যুবরণ করেছি এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছি। আমার পুরাতন জীবনের শক্তিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে (কলসীয় 2:11,12)।

যীশুর সঙ্গে আমি আত্মিক ভাবে যুক্ত হয়েছি। যীশু হলেন প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমি শাখা; সেই শাখা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি আমাতে এবং আমি তাঁর মধ্যে। তাঁর জীবন আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং আমার মধ্যে দিয়ে বহিঃপ্রকাশ হয়। আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রবাহিত জীবনের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি প্রদর্শন হয়ে থাকে। তাঁর মহিমার জন্য আমি অনেক ফলে ফলবান হই (1 করিন্থীয় 6:17; যোহন 15:1-7)। আমি

তাঁতে সম্পূর্ণ এবং ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় আমি পূর্ণ। তিনি নিজেকে দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ করেন (কলসীয় 2:9,10)। আমি যীশুতে রয়েছি এবং যেমন ভাবে যীশু চলাফেরা করেছিলেন, তেমন ভাবে আমিও করি। আমি তাঁর প্রেমে, তাঁর অনুগ্রহে ও তাঁর শক্তিতে চলি (1 যোহন 2:6)। আমি স্বীকার করি যে যীশুই হলেন ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমি ঈশ্বরে বসবাস করি ও ঈশ্বর আমাতে বসবাস করেন। তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে আমি আমার জীবনযাপন করে থাকি (1 যোহন 4:15)।

প্রভু যীশু স্বয়ং হলেন আমার প্রজ্ঞা। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমি সঠিক সম্পর্ক গঠন করেছি। আমি পবিত্র হয়েছি এবং আমাকে ঈশ্বরের জন্য পৃথক করে রাখা হয়েছে ও মুক্ত হয়েছি (1 করিন্থীয় 1:30)। খ্রীষ্টতে আমি হলাম তাঁর হস্তনির্মিত কাজ এবং তিনি আমাকে সৎক্রিয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন যা তিনি আমার জন্য পূর্বেই পরিকল্পনা করে রেখেছেন (ইফিষীয় 2:10)।

আমি ঈশ্বরের উপচে পড়া অনুগ্রহ ও ধার্মিকতার উপহার লাভ করেছি এবং আমি জীবনে রাজত্ব করি। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে আমি জীবনে আধিপত্য লাভ করেছি (রোমীয় 5:17)। ঈশ্বর সর্বদা, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ও প্রত্যেক স্থানে, আমাকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে জয়ী করেন। বর্তমানে জীবনের পরিস্থিত দেখে যেমনই মনে হোক না কেন, যীশুতে আমি বিজয়ী হব (2 করিন্থীয় 2:14)। আমি ঈশ্বর থেকে জাত আর সেই কারণেই বিজয়ী হয়েছি এবং জগতের উপর, অন্ধকারের কাজের উপর এবং এই জগতে উপস্থিত মন্দের উপর জয়লাভ করেছি। খ্রীষ্টতে, আমি একজন বিজয়ী (1 যোহন 5:4)। ঈশ্বর আমাকে উত্থাপিত করেছেন ও স্বর্গীয় স্থানে তাঁর দক্ষিণ হস্তে আমাকে বসিয়েছেন। অন্ধকারের সব শক্তির উপর, শয়তান ও সকল মন্দ আত্মার উপর আমি এক কর্তৃত্বের স্থানে বসে আছি (ইফিষীয় 2:4-6)।

খ্রীষ্টতে আমি স্বর্গের সকল আশীর্বাদে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছি। ঈশ্বরের সকল আশীর্বাদ এখন আমার। বিশ্বাসে আমি সেইসব গ্রহণ করি ও সেই পথে চলি (ইফিষীয় 1:3)। খ্রীষ্টতে, আমি অব্রাহামের আশীর্বাদের উত্তরাধিকার হয়েছি। আমাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আমি ঈশ্বরের বন্ধু। সকল বিষয়ে আমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত। সকল জাতির কাছে আশীর্বাদের আঁকর হওয়ার জন্য আমি আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আমার শত্রুদের উপর আমি

জয়লাভ করেছি (গালাতীয় 3:29)। ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যে "হ্যাঁ" ও আমেন। আমার জীবনের জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাকে গ্রহণ করছি (2 করিন্থীয় 1:20)।

খ্রীষ্টতে আমি কে, সেটাই হল আমার প্রকৃত পরিচয়।

সূচিপত্র

1. উভয় জগতেই আমাদের মুখের বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 1
2. আমাদের মুখের বাক্যের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার হয় 3
3. তাঁর বাক্য অনুযায়ী নিজেকে সম্বোধন করুন 5
4. আপনার মুখের বাক্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে 7
5. ঈশ্বরের বাক্য হল আপনার এক প্রতিবেদন, যা পূর্বেই লেখা হয়েছে, তাকে মুখে স্বীকার করুন! 8
6. ঈশ্বরের বাক্য আপনার কাছে—তাঁর বাক্য মুখে স্বীকার করুন 10
7. তাঁর বাক্যকে আপনার মুখের মধ্যে রাখুন 11
8. তাঁর প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী—এবং আমাদের ঘোষণাও তাই 13
9. ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার চুক্তি ঘোষণা করুন 15
10. এমন বাক্য বলুন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য 17
11. প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঈশ্বর আপনার কাছে কে, তা ঘোষণা করুন 19
12. স্বাভাবিক জগৎ সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে 21
13. তাঁর বাক্য দ্বারাই এই প্রাকৃতিক জগৎ তৈরি হয়েছে ও আকার পেয়েছে 23
14. আপনার জিহ্বা আপনার জীবনে উত্তম দিন ও দীর্ঘায়ু নিয়ে আসতে পারে 25

15. তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করার অর্থ হল তাঁর চুক্তিকে দাবী করা 27

16. আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব 29

17. স্বর্গদূতেরা তাঁর বাক্যের রব শ্রবণ করে 32

18. সদাপ্রভুতে যারা মুক্তিপ্রাপ্ত তারা এই কথা বলুক 34

19. আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি বজায় রাখুন 36

20. আপনার হৃদয় থেকেই সেই বল ও শক্তি নির্গত হয় যা আপনাকে আকার দিয়ে থাকে 37

21. ধার্মিকতার বাক্য জীবন ও শক্তিকে মুক্ত করে 39

22. আমাদের মুখের বাক্য সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারে 40

23. মনোহর বাক্যের শক্তিকে উন্মোচিত করুন 42

24. আপনার মুখের বাক্যের ফল দিয়ে আপনার জীবন পরিপূর্ণ হয় 43

25. আপনার মুখের বাক্যে জীবন ও মৃত্যুর শক্তি রয়েছে 45

26. আপনার মুখের মধ্যে তাঁর বাক্য জাতিগণকে প্রভাবিত করতে পারে 47

27. শুষ্ক অস্থির প্রতি ঘোষণা করুন যাতে সেগুলি প্রাণ ফিরে পায় 48

28. আপনার মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয় 50

29. বাক্য আত্মিক জগৎ থেকে স্বাভাবিক জগৎ পর্যন্ত প্রবাহিত হয় 51

30. দুর্বল বলুক যে আমি সবল 53

31. আপনার মুখের বাক্য দিয়ে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করবেন না 55

32. "লেখা আছে" কথাটি বলতে শিখুন—যা যীশু বলতেন 57

33. মুখের বাক্যের সাহায্যে মন্দ আত্মা দূর করুন 59

34. যখন আপনি তাঁকে এই পৃথিবীতে স্বীকার করেন, তখন তিনি আপনার নাম স্বর্গে উল্লেখ করেন 61

35. আপনার হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা আপনার মুখের বাক্য আপনার জীবনে মুক্ত করে 63

36. আপনি আপনার বাক্য দ্বারাই নির্দোষ অথবা দোষী প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন 65

37. আমাদের মুখের বাক্য কোনোকিছুকে বাঁধতে ও মুক্ত করতে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে মুক্ত করে 67

38. পর্বতকে আদেশ দিন 69

39. আপনার প্রত্যাশিত পরিণতি মুখে স্বীকার করুন 71

40. আপনি যা বলছেন, তা বিশ্বাস করুন এবং সেটা সাধিত হবে 73

41. বিশ্বাসের বাক্য প্রার্থনায় বলুন 75

42. তাঁর বাক্যের সঙ্গে সহমত হন 77

43. রোগব্যাধিকে আদেশ দিন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য 79

44. ঝড়কে আদেশ করুন 81

45. লোকেদেরকে বন্দি দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ঘোষণা করুন 83

46. অভিষিক্ত বাক্য পবিত্র আত্মার জীবন বহন করে 85

47. বিশ্বাস সহকারে আদেশ করুন 86

48. আপনার মুখের বাক্য আপনাকে আপনার উত্তরাধিকারের কাছে নিয়ে আসে 88

49. আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হয়েছে, সেইরূপই ঘটবে 89

50. অস্তিত্বহীন বস্তুর প্রতি এমন ভাবে কথা বলুন যাতে মনে হয় যেন সেসবের অস্তিত্ব আছে 91

51. তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কথা বলুন 92

52. জীবনে রাজত্ব করুন—আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বাক্য মুখে স্বীকার করুন 94

53. বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে 96

54. মুখে স্বীকার করি পরিত্রাণের জন্য 98

55. তাঁর সকল প্রতিজ্ঞার প্রতি আপনার "হ্যাঁ ও আমেন" ঘোষণা করুন 100

56. আমরা বিশ্বাস করি, আর তাই কথা বলি 102

57. মুখের বাক্য ব্যবহার করে অনুগ্রহ প্রদান করুন 104

58. পবিত্র আত্মার খড়্গ ব্যবহার করুন 105

59. ভাববাণীমূলক বাক্যের দ্বারা উত্তম যুদ্ধে লড়াই করুন 107

60. আপনার মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দিন 108

61. তাঁর বাক্য আপনার জগৎকে তুলে ধরতে পারে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 110

62. যীশু হলেন আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার মহা যাজক 112

63. আপনার ধর্ম-প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকুন 113

64. যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হয়েছে 115

65. ঈশ্বর বলেছেন, তাই আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারি 117

66. আপনার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করুন, তাহলে আপনার সমস্ত দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন 119

67. আপনার মুখের বাক্য আপনার জীবনকে পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ করে ও আশীর্বাদ করে 121

68. অনবরত ও ধারাবাহিক ভাবে আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন 123

69. দিয়াবলকে প্রতিরোধ করুন 125

70. আশীর্বাদের বাক্য উন্মোচন করুন 126

71. আপনার মুখের বাক্য বিজয়ের জন্য আপনার বিশ্বাসকে উন্মোচিত করে 128

72. আমরা ঈশ্বর থেকে জাত, তাই আমরা ঈশ্বরের কথা বলি 129

73. মেষশাবকের রক্ত ও আমাদের সাক্ষ্যের বাক্য দিয়ে আমরা জয়লাভ করেছি 131

ভূমিকা

আমি যখন যীশুতে আমার ব্যক্তিগত আত্মিক যাত্রার দিকে ফিরে তাকাই, একটি অনুশাসন অথবা অভ্যাস যা আমাকে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেছে, তা হল আমার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করা। আমার মনে পড়ে আমার কৈশোর বয়সের দিন থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার প্রত্যেক দিনের সময় অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা থেকে, 30 মিনিট বা তা থেকে একটু বেশী সময় বের করতাম আর সেই সময়ে শুধু ঈশ্বরের বাক্য আমার জীবনের উপর, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর ঘোষণা করতাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আমার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর ঈশ্বরের বাক্য মুখে স্বীকার করতাম এবং খ্রীষ্টতে আমি কে, তা আমি ঘোষণা করতাম। এটি আমার বিশ্বাসকে প্রত্যেকদিন লালনপালন করেছে। তারপর থেকে এটি প্রায় প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঈশ্বর যা কিছু বলেন সেগুলি বলা এবং আমার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করা। এটা অভ্যাস আমাকে প্রত্যেক পরিস্থিতির মাঝে উঠে দাঁড়াতে ও বিজয়ী হতে সাহায্য করেছে। তাঁর শক্তিশালী, অব্যর্থ বাক্যের উপর আমার বিশ্বাসকে ঘোষণা করেই আমি জীবনের শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাই। এই পুস্তকটি লেখা হয়েছে আপনার কাছে এমন একটি সহজ বিষয় প্রদান করার জন্য যা আমাকে অতিশয় সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে আর সেই বিষয়টি হল সবসময়ে ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করার অভ্যাস। **এই অভ্যাসকে আপনার জীবনশৈলী করে তুলুন।**

ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির রচনা করেছেন। তিনি নিয়ম ও ব্যবস্থা স্থির করেছেন যা তাঁর এই সৃষ্ট পৃথিবীকে পরিচালনা করে। আমরা এই নিয়মগুলিকে স্বাভাবিক ও শারীরিক দিক থেকে বুঝতে পারি। এর মধ্যে অনেক নিয়মকেই আমরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত করেছি, এবং সেগুলিকে ব্যবহার করে আমাদের উপকার সাধন করেছি এবং আমরা সাবধান থাকি যেন এই নিয়মকে লঙ্ঘন না করি, কারণ আমরা জানি যে এগুলিকে লঙ্ঘন করা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। একই ভাব আছে আত্মিক নিয়ম যা আত্মিক জগৎ ও পার্থিব জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপনকে পরিচালনা করে। যেহেতু পার্থিব বিষয় আত্মিক বিষয় থেকেই নির্গত হয়েছে, এই আত্মিক নিয়মগুলি আমাদের পার্থিব বা স্বাভাবিক

ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। এই আত্মিক নিয়মগুলির কয়েকটি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে আমরা সেগুলিকে বুঝতে পারি ও সেগুলি দ্বারা জীবনযাপন করতে পারি।

শাস্ত্রে উন্মোচিত অনেক আত্মিক নিয়ম অথবা আত্মিক সত্যের মধ্যে, আমরা ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা সম্পর্কে, আমাদের মুখের কথার ক্ষমতা সম্পর্কে, বিশ্বাসে আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য বলার ক্ষমতা সম্পর্কে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বলা কথার (ভাববাণীমূলক বাক্য) ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে থাকি। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে। বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য যা আমাদের কাছে লিখিত রূপে দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। আমাদের মুখের কথাতে শক্তি আছে যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। ঈশ্বরের উপর ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস সহকারে বলা কথার মধ্যে শক্তি আছে। ঈশ্বরে ও তাঁর বাক্যের উপরই হল আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বাসে যে কথা বলা হয়ে থাকে, যা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জন্মায়ে, তা পর্বত সরিয়ে দিয়ে থাকে, ঝড় থামায় এবং আমাদের এই জগতে ঐশ্বরিক বিষয়গুলিকে মুক্ত করে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় এসে বলা কথাগুলির মধ্যেও শক্তি লুকিয়ে রয়েছে। পবিত্র আত্মা আমাদের অনুপ্রেরণা দেন ও আমাদের জগতে তাঁর উদ্দেশ্যকে ঘোষণা করার নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যখন আমরা তাঁর কথা বলে থাকি, তখন আমাদের স্বাভাবিক জগতেও শক্তিশালী বিষয় ঘটে। এই সব কিছু আমাদের মুখের বাক্যের সঙ্গেই জড়িত।

সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করার জন্য তাঁর লোকেদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বাক্য যা আমরা হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে আমাদের মুখ দিয়ে বলে থাকি, তা তাঁর সৃজনশীল, অলৌকিক কার্যকারী শক্তিকে আমাদের স্বাভাবিক জগতে মুক্ত করে। তাঁর বাক্য যা আমরা আমাদের মুখ দিয়ে বলে থাকি, তা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার দ্বারা আমরা আমাদের পৃথিবীকে আকার দিতে পারি। আমরা যেন সবসময়ে ও সব পরিস্থিতিতে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বাক্য বলতে শিখি। বিশ্বাসে বাক্য বলার অর্থ পাহাড় সমান সমস্যা অথবা কোনো ভয়ানক ঝড়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নয়। বরং আমাদের বিশ্বাস পাহাড় সমান সমস্যার দিকে

লক্ষ্য করে নির্দেশ দেয়, আর আমাদের পথের সমস্যাকে পথ আটকানোর অধিকার দিতে অস্বীকার করে। বিশ্বাস, বায়ু ও ঝড়কে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেয়, আর কোনো প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করে। বরং সেসব যেন ঈশ্বর প্রদত্ত শান্তি ও প্রশান্তির জন্য পথ প্রস্তুত করে। বিশ্বাস অসুস্থতাকে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আদেশ দেয় এবং আরোগ্যতা ও সম্পূর্ণতাকে স্বাগত জানায়, যা ঈশ্বর থেকে আসে।

অনেক মানুষ আছে যারা নিম্ন আত্মমর্যাদা, মনোবলের অভাব, ভয়, উদ্বিগ্নতা, বিষাদ, এবং একগুচ্ছ আবেগগত সমস্যা ও বাঁধনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করে। ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার অভ্যাস হল পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণতার চাবিকাঠি। এটিকে অভ্যাস করুন। এটি বিনামূল্যে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য শুধু প্রয়োজন বিশ্বাস ও অনুশাসন। আপনি আর আগের মতো থাকবেন না!

আমরা অনেকগুলি প্রধান শাস্ত্রংশগুকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি যা আমাদের বাক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার শক্তি সম্পর্কে, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বাক্য বলার শক্তি সম্পর্কে এবং আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাক্য বলার শক্তি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। (অন্যান্য শাস্ত্রাংশও থাকতে পারে যা আপনি এই তালিকার সাথে যুক্ত করতে পারেন। দয়া করে তা অবশ্যই করবেন)। এইগুলিকে সংক্ষিপ্ত ভাবে, সহজে উপলব্ধ করার মতো অধ্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। আপনার ব্যক্তিগত সময়ে এই পুস্তকটিকে প্রতিদিনের ধ্যানমূলক পুস্তক রূপে ব্যবহার করুন, আপনার পারিবারিক প্রার্থনার সময়ে এবং আপনার ছোটো দলের মধ্যেও ব্যবহার করুন। প্রায়শই পুস্তকটিকে পড়ুন যাতে আপনি আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর, বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের বাক্য বলার শক্তি সম্পর্কে নিজেকে স্মরণ করাতে পারেন। যখন আপনি আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করে থাকেন সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিকে আপনার জগৎ পরিবর্তন করতে দিন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

আশিস রাইচুর

1
উভয় জগতেই আমাদের মুখের বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

আদিপুস্তক 1:1-5
[1] আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।
[2] পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।
[3] পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।
[4] তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।
[5] আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

ঈশ্বর হলেন মহান রচয়িতা, শিল্পী ও সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আমরা এখনও পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির অপার বিস্তৃতির অনেক কিছুই বুঝে ওঠার ও আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছি। ঈশ্বর অসীম এবং অনেক ভাবেই তাঁর সৃষ্টি তাঁর সীমাহীনতাকে ব্যক্ত করে। ঈশ্বর এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া অন্য ভাবেও করতে পারতেন। এমন হতেই পারত যে তিনি কল্পনা করতেন আর সেই কল্পনা করা বিষয়গুলিকে পার্থিব জগতে আকার দিতেন। বা এমনও হতে পারত যে তিনি একদল স্বর্গদূতকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্থিব জগৎকে আকার দিতে ও পরিবেষ্টন করতে আদেশ দিতেন। কিন্তু, ঈশ্বর বাক্য ব্যবহার করলেন সবকিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার জন্য। বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। *"ঈশ্বর কহিলেন...তাহাতে হইল"।*

তাঁর মনের মধ্যে যা কিছু ছিল তা তিনি বাক্যের মাধ্যমে অস্তিত্বে নিয়ে এলেন কারণ বাক্যের মধ্যেই ছিল তাঁর পরিকল্পনা ও তাঁর সৃজনশীল শক্তি। এই সত্য শাস্ত্রের মধ্যেই বর্তমান, যা বারংবার আমাদেরকে জানানো হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন। তিনি কথা বলেন এবং তিনি যা বলেন, তা সাধন হয়ে যায়। স্বাভাবিক জগতের সবকিছুই তাঁর বাক্যের অধীনে এবং তাঁর বাক্যের প্রতি সেসব কিছুই সাড়া দিয়ে থাকে।

ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং তিনি বাক্য ব্যবহার করে স্বাভাবিক জগতের বিষয়গুলিকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। তাই, বাক্য এই দুই জগতের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করে। স্বাভাবিক জগৎ আত্মিক জগতের কথায় সাড়া দিয়ে থাকে।

মানুষ সম্পর্কে বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আত্মিক প্রাণী, যার একটি প্রাণ রয়েছে (মন, ইচ্ছা, আবেগ) এবং একটি দেহের মধ্যে সেগুলিকে রাখা হয়েছে (1 থিষলনীকীয় 5:23)। আমাদের মুখের বাক্যও এই দুই জগতের মধ্যে, অর্থাৎ আত্মিক ও শারীরিক জগতের মধ্যে, যোগাযোগ স্থাপন করে। আমাদের বাক্য আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে (এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে, যেমন, মায়াবীরা তাদের মুখের বাক্য ব্যবহার করে মন্দ শক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে)। আমাদের মুখের বাক্য আমাদের স্বাভাবিক জগৎকেও প্রভাবিত করে। এবং যখন ঈশ্বর তাঁর বাক্য দিয়ে আমাদের মাধ্যমে কথা বলেন, তখন তাঁর শক্তি আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় ও আমাদের জগৎকে প্রভাবিত করে!

2
আমাদের মুখের বাক্যের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার হয়

আদিপুস্তক 1:26-28

26 পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।
27 পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।
28 পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।

আদিপুস্তক 2:19,20

19 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন। তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল।
20 আদম যাবতীয় গৃহপালিত পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারিণী পাওয়া গেল না।

ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে কার্যভার দিয়েছেন যা আমরা আদিপুস্তকের প্রথম দুটি অধ্যায়ে পড়ে থাকি। আমরা এটাকে "আদিপুস্তক কার্যভার" বলে থাকি। এই পৃথিবীর সকল প্রাণীর উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার করা হল আদিপুস্তক কার্যভারের একটি অংশ। আধিপত্য বিস্তার করার অর্থ হল রাজত্ব করা। বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো যে ঈশ্বর সব পশুদের আদমের কাছে আনলেন আর আদম তাদের নামকরণ করলেন। এই প্রকারের ক্রিয়াকলাপের পরিণতি হল যে প্রত্যেক প্রাণী বুঝতে পেরেছিল যে, কে সবকিছুর উপরে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঈশ্বর আদমকে এই পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। এই পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী আদমের কর্তৃত্বের অধীনে ছিল, তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হত না। আদমের আধিপত্য অথবা রাজত্ব ঈশ্বর থেকেই এসেছিল। আদম যখন

প্রত্যেক প্রাণীকে ডেকে তাদের নাম দিয়েছিলেন, তিনি বাক্য ব্যবহার করে তা করে ঈশ্বরদত্ত আধিপত্য ব্যক্ত করছিলেন ও অনুশীলন করছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর তাকে সমর্থন করেছিলেন।

ঈশ্বর আদিপুস্তক কার্যভারকে ফেরত নেননি। আমাদেরকে ঈশ্বর পরিকল্পিত করেছেন ও আধিপত্য বিস্তার করার জন্য কার্যভার অর্পণ করেছেন। আধিপত্য বাক্যের দ্বারাই ব্যক্ত হয় ও অভ্যাস করা হয়। আপনার মুখের কথা যেন এই জগতের উপরে ঈশ্বরদত্ত আধিপত্যকে ব্যক্ত করতে পারে।

3
তাঁর বাক্য অনুযায়ী নিজেকে সম্বোধন করুন

আদিপুস্তক 17:4,5,15,16

4 দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবে।

5 তোমার নাম অব্রাম [মহাপিতা] আর থাকিবে না, কিন্তু তোমার নাম অব্রাহাম [বহুলোকের পিতা] হইবে; কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করিলাম।

15 আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা [রাণী] হইল।

16 আর আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের [আদিমাতা] হইবে, তাহা হইতে লোকবৃন্দের রাজগণ উৎপন্ন হইবে।

নতুন নিয়মে, অব্রাহামকে বিশ্বাসের আদিপিতা বলা হয়েছে। এটি লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর যখন অব্রাম ও সারী-র সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাদের নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, যাতে তারা নিজেদেরকে সেই নামে ডাকতে পারে, যা ঈশ্বর তাদের জীবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

অব্রাম নামের অর্থ "মহাপিতা", কিন্তু অব্রাহাম নামের অর্থ "বহুলোকের পিতা"।

সারী নামের অর্থ "আধিপত্য বিস্তারকারী", কিন্তু সারা নামের অর্থ "রানী"।

প্রত্যেক বার, যখনই অব্রাহাম নিজেকে সেই নামে ডাকতেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে তার জীবনের উপরে ঘোষণা করতেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে এটাই বলতেন, "আমি অনেক জাতির পিতা", যেমন ভাবে ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন। প্রত্যেক বার সারা নিজেকে এই নামে ডাকতেন, আর তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে তার জীবনের উপর ঘোষণা করতেন। তিনি এটাই বলতেন, "আমি জাতিগণের, রাজাদের ও রাজকুমারদের মাতা", যেমন ভাবে ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন।

তখনও পর্যন্ত তাদের কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের কথা অনুযায়ী সেটাই সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। শুরু শুরুতে যখন তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন তখন হয়তো বিষয়টি তাদের কাছে মূর্খতার পরিচয় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাদের জীবনের জন্য যা ঘোষণা করেছিলেন, তারা তাই হয়েছিলেন!

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী নিজেদের সম্বোধন করার দ্বারা তারা কি কিছু ভুল করেছিলেন? অবশ্যই না! ঈশ্বর তাদের তা করতে বলেছিলেন। পৌল এই বিষয়টিকে রোমীয় পুস্তকের 4 অধ্যায়ে আরও ব্যাখ্যা করেছেন, যা আমরা পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করব। আমাদেরকে বলা হয়েছে অব্রাহামের বিশ্বাসের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে।

আমাদের কাছে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য রয়েছে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য, এবং খ্রীষ্টেতে প্রত্যেক মানুষের জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছেন। এইসব প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের প্রত্যেক লোকেদের কাছে উপলব্ধ রয়েছে। তাঁর লোকেদের অধিকারের অংশীদার হওয়ার জন্য তিনি আমাদের যোগ্য করে তুলেছেন (কলসীয় 1:12)। আপনার জীবনে ঈশ্বরের সব প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলে ঘোষণা করুন। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী নিজেকে সম্বোধন করুন। ঈশ্বর আপনাকে যা কিছু বলেন, আপনি তাই। আপনি তাই করতে পারেন যা ঈশ্বর বলেন যে আপনি করতে পারবেন। তিনি যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, আপনি সেই সবকিছু হতে পারবেন।

4
আপনার মুখের বাক্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে

গণনাপুস্তক 6:22-27
22 আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
23 তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল; তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এইরূপে আশীর্বাদ করিবে; তাহাদিগকে বলিবে,
24 সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন, ও তোমাকে রক্ষা করুন;
25 সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন;
26 সদাপ্রভু তোমার প্রতি নিজ মুখ উত্তোলন করুন, ও তোমাকে শান্তি দান করুন।
27 এইরূপে তাহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের উপরে আমার নাম স্থাপন করিবে; আর আমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিব।

আমাদের মুখের বাক্য আশীর্বাদ বহন করে নিয়ে যাওয়ার একটি উপায়। ঈশ্বরই এই উপায়টি স্থাপন করেছেন। আমরা লক্ষ্য করতে পারি, কীভাবে ঈশ্বর মহা যাজকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর লোকেদের উপর আশীর্বাদ ঘোষণা করতে, তাদের উপর ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করতে, যাতে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের আশীর্বাদ করতে পারেন। মহান যাজক "তাদেরকে বলতেন", তাদের উপর ঘোষণা করতেন ও সদাপ্রভুর নামে আশীর্বাদের বাক্য তাদের উপর ঘোষণা করতেন।

এই ভাবেই প্রাচীন কালের ঈশ্বরের লোকেরা আশীর্বাদ আনয়ন করতেন। ইস্হাক আশীর্বাদের বাক্য যাকোবের উপরে বলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন (আদিপুস্তক 27:27-29)। যাকোব তার মুখের বাক্য দ্বারা তার পুত্রদের আশীর্বাদ করেছিলেন (আদিপুস্তক 48,49)।

নতুন নিয়মের যাজক হিসেবে, আমাদের কাছেও একই ভাবে আশীর্বাদ নিয়ে আসার সুযোগ আছে। এই আশীর্বাদ আমরা আমাদের জীবনের উপর, আমাদের পরিবারের উপর এবং অন্যদের উপর সদাপ্রভুর নামে আশীর্বাদের বাক্য ঘোষণা করে করতে পারি। আপনি নিজের উপর, আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর কী প্রকারের বাক্য ঘোষণা করছেন? আপনার পরিবার ও তাদের ভবিষ্যতের উপর কী প্রকারের বাক্য ঘোষণা করছেন? আপনার আশীর্বাদের বাক্য ঈশ্বরের আশীর্বাদকে তাদের জীবনে আনতে পারে।

5

ঈশ্বরের বাক্য হল আপনার এক প্রতিবেদন, যা পূর্বেই লেখা হয়েছে, তাকে মুখে স্বীকার করুন!

গণনাপুস্তক 13:30-33

30 আর কালেব মোশির সাক্ষাতে লোকদিগকে ক্ষান্ত করণার্থে কহিলেন, আইস, আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া দেশ অধিকার করি; কেননা আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ।

31 কিন্তু যে ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে সমর্থ নহি, কেননা আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান।

32 এইরূপে তাঁহারা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করিয়া কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে স্থানে স্থানে গিয়াছিলাম, সেই দেশ আপন অধিবাসীদিগকে গ্রাস করে, এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখিয়াছি তাহারা সকলে ভীমকায়।

33 বিশেষতঃ তথায় বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায়, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ হইলাম।

গণনাপুস্তক 14:11

আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই লোকেরা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? এবং আমি ইহাদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন-কার্য করিয়াছি, তাহা দেখিয়াও ইহারা কত কাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী থকিবে?

বারোজন গুপ্তচরের ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত, তাদের মধ্যে দুইজন গুপ্তচর ছিলেন যিহোশূয় ও কালেব। যিহোশূয় ও কালেব কিছু দৈত্যদের দেখেছিলেন, কিন্তু তাদের অন্তিম মূল্যায়ন করেছিলেন ঈশ্বর কে এবং তিনি কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেটার উপর নির্ভর করে। কালেব বললেন, *"আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ"*। 45 বছর পর, সেই কালেব বলেছিলেন, *"এখন ইহা [পর্বত] আমাকে দেও...আর আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব"* (যিহোশূয় 14:12)। তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন এবং 45 বছর পরেও তার কথার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি!

ঈশ্বরের বাক্য হল পরিণাম, প্রতিবেদন এবং অন্তিম ফলাফল যা পূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলুন। অবশ্যই,

আমাদেরকে দৈত্যদের সম্মুখীন হতে হবে এবং এই দৈত্যগুলিকেই আমাদের সামনে ভয়ানক বলে মনে হবে। আমাদেরকে যুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ঈশ্বর যে পথে আমাদের চলতে বলেছেন ও অধিকার বিস্তার করতে বলেছেন, সেই পথে দৈত্য ও যুদ্ধের অভাব নেই। কিন্তু দৈত্যদের সামনে ও যুদ্ধের মাঝে, ঈশ্বর কে এবং তিনি আপনাকে কী প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে আপনি বিজয়ী হতে সক্ষম, কারণ যে কেউ ঈশ্বর হইতে জাত, সে এই জগৎকে জয় করেছে (1 যোহন 5:4)। ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর সর্বদা আপনাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন (2 করিন্থীয় 2:14)। ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর আপনাকে নোংরা গর্ত থেকে বের করেছেন, আপনার পা দুটিকে পাথরের উপর স্থাপন করেছেন এবং আপনার মুখে নতুন গীত দিয়েছেন (গীতসংহিতা 40:1-4)। ঘোষণা করুন যে আপনার সাহায্য সদাপ্রভু থেকে আসে, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা। যিনি আপনাকে রক্ষা করেন, তিনি কখনোই ঢুলে পড়েন না, কখনও নিদ্রা যান না (গীতসংহিতা 121)। আপনার ঈশ্বর কে ও তিনি আপনার জন্য যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা ঘোষণা করুন। এটাই হল আপনার পরিণতি যা পূর্বেই লেখা হয়েছে।

6
ঈশ্বরের বাক্য আপনার কাছে—তাঁর বাক্য মুখে স্বীকার করুন

দ্বিতীয় বিবরণ 30:11-14

11 কারণ আমি অদ্য তোমাকে এই যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা তোমার বোধের অগম্য নয়, এবং দূরবর্তীও নয়।

12 তাহা স্বর্গে নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের জন্য স্বর্গারোহণ করিয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে?

13 আর তাহা সমুদ্রপারেও নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের নিমিত্ত সমুদ্র পার হইয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে?

14 কিন্তু সেই বাক্য তোমার অতি নিকটবর্তী, তাহা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে, যেন তুমি তাহা পালন করিতে পার।

ঈশ্বর চান যে তাঁর লোকেরা যেন তাঁর বাক্যকে তাদের মুখে ও অন্তরে সঞ্চয় করে রাখে। তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন যে তাঁর বাক্য যেন তাদের মুখে ও হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে, যাতে তারা সেই অনুযায়ী কাজ করে ও জীবনযাপন করে। ঈশ্বরের বাক্য যেন আমাদের হৃদয়ে ও মুখে স্থান নেয়। তাঁর বাক্য যেন অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। তাঁর বাক্য যেন অবশ্যই আমাদের মুখে অবস্থিত করে। আমরা তাঁর বাক্য বলে থাকি। আমরা তাঁর বাক্য ঘোষণা করে থাকি। তাঁর মুখের বাক্য আমাদের মুখের বাক্যে পরিণত করি। তাঁর বাক্য আমাদের কাছে রহস্যময় নয় এবং আমাদের হাতের নাগালের বাইরে নয়। তাঁর বাক্য আমাদের মধ্যে রয়েছে - আমাদের হৃদয়ে ও মুখে রয়েছে। আমরা যখন এই ভাবে জীবনযাপন করি, তখন তাঁর বাক্য আমাদের জীবনশৈলী হয়ে ওঠে। আমরা তাঁর বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন করি।

এই ভাবেই ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করে এবং আমাদের মধ্যে দিয়ে মাংসে মূর্তিমান হয়। তিনি আমাদেরকে এই পদ্ধতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর বাক্য আমাদের কাছে উপলব্ধ করেছেন। আমরা যত তাঁর বাক্য আমাদের মুখে (আমাদের কথাবার্তার অংশ করি) ও আমাদের হৃদয়ে (আমাদের চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসের অংশ করি) রাখি, ততই তাঁর বাক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠবে।

7
তাঁর বাক্যকে আপনার মুখের মধ্যে রাখুন

যিহোশূয় 1:8
তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলিবে।

ঈশ্বরের লোকেদের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করানো ছিল যিহোশূয়ের সামনে এক বৃহৎ দায়িত্ব। তাকে মোশির ভূমিকায় নিজেকে রাখতে হয়েছিল ও ঈশ্বরের লোকেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিচালনা করতে হয়েছিল। ঈশ্বর যে নির্দেশ তাকে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল যে তিনি যেন ব্যবস্থা পুস্তকের কথাগুলিকে সর্বদা তাঁর কথাবার্তা ও চিন্তাভাবনার (ধ্যান) অংশ করে তোলেন। এক অর্থে, ঈশ্বর যিহোশূয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, *"ব্যবস্থা পুস্তকের কথাগুলি যেন সর্বদা তোমার মুখে থাকুক। বাক্যকে মুখে স্বীকার কর। বাক্যে নিয়ত ধ্যান করতে থাকো। এই ভাবে তুমি সাবধানে সেই সকল কাজ করবে যা বাক্য তোমাকে করতে বলে। এটি তোমার জীবনে সমৃদ্ধি ও সাফল্য নিয়ে আসবে।"*

সময় ও যুগ বদলেছে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর বাক্যের শক্তি কখনও হ্রাস পায়নি। সেই সময়ে যিহোশূয়ের জন্য ঈশ্বরের বাক্য যা করেছিল, সেই ঈশ্বরের বাক্য আজও আমাদের সময়ে ও আমাদের জন্য যে কাজ তিনি দিয়েছেন, সেখানে তা সাধন করতে পারে। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের কথাগুলিকে সর্বদা আমাদের মুখে স্থান দিই এবং আমাদের চিন্তাভাবনাকে দিন ও রাত তাঁর বাক্য দিয়ে পূর্ণ করি, তাহলে আমরা তাঁর বাক্য অনুযায়ী গমনাগমন করতে পারব। এই ভাবে আমরা আমাদের পথ সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারব এবং আমাদেরকে যা কিছু কার্যভার দেওয়া হয়েছে, সেই কাজে সফল হব।

যিহোশূয় 1:8 পদের নীতি আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন। তাঁর পুস্তকের বাক্য যেন আপনার মুখের বাক্যে পরিণত হয়। ঈশ্বর যা বলেন,

আপনি তাই বলুন। তাঁর বাক্য অনুযায়ী ধ্যান করুন ও চিন্তাভাবনা করুন। তাঁর বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন করুন। তাহলে আপনি সমৃদ্ধশালী হবেন ও আপনার কার্যভারে সাফল্য লাভ করবে।

৪
তাঁর প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী—এবং আমাদের ঘোষণাও তাই

যিহোশূয় 14:10-12

10 আর এখন, দেখ, প্রান্তরে ইস্রায়েলের ভ্রমণকালে যে সময়ে সদাপ্রভু মোশিকে সেই কথা বলিয়াছিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর আমাকে জীবিত রাখিয়াছেন; আর এখন, দেখ, অদ্য আমার বয়স পঁচাশি বৎসর।

11 মোশি যে দিন আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন আমি যেমন বলবান ছিলাম, অদ্যাপি তদ্রূপ আছি; যুদ্ধের জন্য এবং বাহিরে যাইবার ও ভিতরে আসিবার জন্য আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনও সেইরূপ শক্তি আছে।

12 অতএব সেই দিন সদাপ্রভু এই যে পর্বতের বিষয় বলিয়াছিলেন, এখন ইহা আমাকে দেও; কেননা তুমি সেই দিন শুনিয়াছিলে যে, অনাকীয়েরা সেখানে থাকে, এবং নগর সকল বৃহৎ ও প্রাচীরবেষ্টিত; হয়তো, সদাপ্রভু আমার সহবর্তী থাকিবেন, আর আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব।

45 বছর পর, কালেব, যখন তার বয়স 85, তখনও তিনি সেই অধিকার লাভ করতে উদ্যোগী ছিলেন যা ঈশ্বর তাকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেখানে তবুও কিছু দৈত্য উপস্থিত ছিল ও বেশ কিছু যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তবুও ঈশ্বরের উপর তার প্রত্যয়কে ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে, যেমন ভাবে 45 বছর আগে তিনি করেছিলেন।

কত কাল ধরে আপনি ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবনে সত্য বলে ঘোষণা করতে থাকবেন? বাস্তব এটা যে ঈশ্বর কোনো মানুষ নন যে তিনি মিথ্যা কথা বলবেন। তাঁর বাক্য হল সত্য। তাঁর বাক্য চিরস্থায়ী। তাঁর বাক্য অপরিবর্তনশীল। ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন ও তাঁর সত্য বাক্যে আপনার বিষয়ে যা ঘোষণা করেছেন, তা সবকিছুই সত্য। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে ও চিরকালের জন্য স্বর্গে স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে। আমাদের ঈশ্বর মহান "নিত্যসত্তা"। তিনি কখনও পরিবর্তিত হন না। তাই আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলে থাকি ও তিনি আমাদের জন্য যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, তার আমরা কোনো পরিবর্তন করি না। আমরা বলতে থাকি যে আমাদের ঈশ্বর

কে। তিনি আজও আমাদের উদ্ধারকর্তা, আমাদের আরোগ্যদাতা, আমাদের পরিত্রাতা, যোগানদাতা, পথ প্রস্তুতকারী, অলৌকিক কার্যকারী। তিনি আজও আমাদের স্বর্গীয় পিতা। আমরা ঘোষণা করি যে তিনি যা কিছু আমাদের প্রতি, আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা সবকিছু সত্য ও মঙ্গলজনক। সময়ের সঙ্গেও, জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে এটি সত্য ও মঙ্গলজনক হয়ে থাকবে। তাই, তিনি আমাদের প্রতি যেসব প্রতিজ্ঞা করেছেন তা আমরা দৃঢ় ভাবে ধরে আঁকড়ে থাকি।

কালেবের মতোই, ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেখানে পা রাখতে (সেটাকে অধিকার লাভ করার জন্য) আপনার হয়তো সময় লাগতে পারে। কিন্তু স্মরণে রাখবেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী। সেগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় না। তাঁর প্রতিজ্ঞার ঘোষণা করা বজায় রাখুন।

9
ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার চুক্তি ঘোষণা করুন

1 শমূয়েল 17:26,36,45

26 তখন দায়ূদ, নিকটে যে লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পলেষ্টীয়কে বধ করিয়া যে ব্যক্তি ইস্রায়েলের কলঙ্ক খণ্ডন করিবে, তাহার প্রতি কি করা যাইবে? এই অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয়টা কে যে, জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যগণকে টিট্কারি দিতেছে?
36 আপনার দাস সেই সিংহ ও সেই ভল্লুক উভয়কেই বধ করিয়াছে; আর এই অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয় সেই দুইয়ের মধ্যে একের মত হইবে, কারণ এ জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যগণকে টিট্কারি দিয়াছে।
45 তখন দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিলেন, তুমি খড়্গ, বর্শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে, তুমি যাঁহাকে টিট্কারি দিয়াছ, তাঁহারই নামে, তোমার নিকটে আসিতেছি।

দায়ূদ যখন গোলিয়াৎ-এর সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই সময়ে দায়ূদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য জানতেন। দায়ূদ ছিন্নত্বক ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি এমন একজন পুরুষ যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। তিনি গোলিয়াৎকে *"অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয়"* বলে উল্লেখ করেছিলেন, অর্থাৎ, এমন একজন ব্যক্তি যার সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো চুক্তি হয়নি। যেহেতু দায়ূদ ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি জানতেন যে জীবন্ত ঈশ্বর তার পক্ষে রয়েছেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু, স্বর্গীয় ও পৃথিবীর বাহিনীদের ঈশ্বর, দায়ূদের সঙ্গে ছিলেন। এর ফলেই তিনি জয়লাভ করেছিলেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তির উপর ভিত্তি করেই দায়ূদ গোলিয়াৎ-এর দিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন। দায়ূদ সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে তার ঈশ্বর কে, ঈশ্বর কী করেছেন, এবং ঈশ্বর তার মধ্যে দিয়ে কী কী করবেন। দায়ূদ সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন।

আপনি কী প্রকারের দৈত্যের সম্মুখীন হয়েছেন? এমন কোনো বড়ো দৈত্য নেই যা ঈশ্বরের জন্য অত্যন্ত বৃহৎ। শৌলের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষিত সৈনিকেরা নিজেদের সঙ্গে সেই দৈত্যের সাথে তুলনা করছিল। তাই তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা যুদ্ধের মধ্যে পদার্পণ করেনি। কিন্তু দায়ূদ

দৈত্যের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলেন যে এই দৈত্য তার বাহিনীগণের সদাপ্রভুর তুলনায় কিছুই নয়। আপনি যে দৈত্যেরই সম্মুখীন হন না কেন—অসুস্থতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, ঋণ, পারিবারিক সমস্যা, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, আইনত লড়াই, যাই হোক না কেন—স্মরণে রাখবেন, আপনার জীবনের দৈত্য ঈশ্বরের তুলনায় কিছুই না। আপনি এমন একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন। ঈশ্বর আপনার স্বপক্ষে। ঘোষণা করুন যে আপনি আপনার জীবনের সব দৈত্যকে পরাজিত করবেন। ঘোষণা করুন যে আপনার জীবনের দৈত্যগুলি পরাজিত হয়ে গিয়েছে এবং আপনি জয়ী হয়েছেন। যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনার জয়কে ঘোষণা করুন। ঈশ্বর আপনার স্বপক্ষে ও তিনি আপনার হয়ে যুদ্ধ করবেন।

10
এমন বাক্য বলুন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য

গীতসংহিতা 19:14
আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক, হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা।

গীতসংহিতা বইয়ের 19 গীতে, ঈশ্বরের মহানতা ও তাঁর বাক্যের পবিত্রতাকে ঘোষণা করার পর, দায়ূদ প্রার্থনা করেছেন যে তার মুখের বাক্য যেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়। "গ্রহণযোগ্য" শব্দটির ইব্রীয় ভাষায় অর্থ হল সন্তুষ্টজনক, আমোদপ্রদানকারী ও কৃপাযুক্ত।

আমরা যে কথা মুখ দিয়ে বলে থাকি, সেগুলি আমরা বেছে নিতে পারি। আমরা সেই সকল কথা বলার জন্য বেছে নিতে পারি যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক, ও প্রীতিজনক। যখন আমাদের মুখের বাক্য ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হয়, যা পবিত্র, সিদ্ধ ও নির্ভুল, তখন আমাদের মুখের বাক্যও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক ও প্রীতিজনক হয়ে ওঠে। যখন আমরা সেই কথা বলে থাকি যা তাঁর মহিমাকে ঘোষণা করে, তখন আমাদের বাক্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। যখন আমরা বলে থাকি যে ঈশ্বর কী কী করতে পারেন, তখন আমাদের মুখের কথা তাঁর দৃষ্টিতে সন্তুষ্টজনক হয়ে ওঠে। যখন আমরা আমাদের ঈশ্বরের আশ্চর্য চরিত্র সম্বন্ধে, তাঁর প্রেম, তাঁর দয়া, তাঁর করুণা সম্পর্কে বলে থাকি, তখন আমাদের মুখের কথা তাঁর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

ইব্রীয় 11:6 পদ আমাদের শেখায় যে বিশ্বাস ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। বিশ্বাসের বাক্য মুখ দিয়ে বলুন। সেই বিশ্বাসের কথা বলুন যা ঘোষণা করে যে ঈশ্বর কে এবং তিনি তাঁর লোকেদের জন্য কী করেছেন। সেই বিশ্বাসের কথা বলুন যা ঈশ্বরের প্রতি, তাঁর বাক্যের প্রতি এবং আপনার জীবনে তাঁর কার্যকারী ক্ষমতার প্রতি আপনার বিশ্বাসকে ঘোষণা করেন। বিশ্বাস ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। বিশ্বাসের বাক্য ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক ও প্রীতিজনক।

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে এমন কথা বলুন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক এবং প্রীতিজনক। বিশ্বাসের হৃদয় থেকে বিশ্বাসের কথা বলুন।

11
প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঈশ্বর আপনার কাছে কে, তা ঘোষণা করুন

গীতসংহিতা 27:1-3

[1] সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?

[2] দুরাচারেরা যখন আমার মাংস খাইতে নিকটে আসিল, তখন আমার সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরা উছোট খাইয়া পড়িল।

[3] যদ্যপি সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে, তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না; যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তথাপি তখনও আমি সাহস করিব।

কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও দায়ূদ যা ঘোষণা করছেন, তা বিবেচনা করে দেখুন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে শত্রুপক্ষ রয়েছে। কিন্তু, তিনি ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বর তার কাছে কে—সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমার জীবন-দুর্গ! তার জীবনে ঈশ্বর কে—এই উপলব্ধি তার ছিল আর সেই কারণেই দায়ূদ সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছেন: *"আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?," "আমি কাহা হইতে ভীত হইব?," "আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না," "তখনও আমি সাহস করিব।"* তিনি তার শত্রুপক্ষের পরাজয় ঘোষণা করেছেন কারণ ঈশ্বর তার সঙ্গে রয়েছেন।

দায়ূদের উদাহরণ অনুসরণ করা কি ঠিক হবে? অবশ্যই হবে। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কে, সেই সত্যের উপর যেন দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে পারি। আমরাও ঘোষণা করতে পারি, *"সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?"* প্রতিকূলতার মাঝেও, আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর হলেন আমাদের প্রতিরক্ষাকারী। অসুস্থতার মাঝেও আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর হলেন আমাদের আরোগ্যদাতা। অভাবের মাঝেও আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর হলেন আমাদের যোগানদাতা। আশাহীন পরিস্থিতির মাঝেও আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর আমার চোখের জল নৃত্যে পরিণত করেছেন। আমরা ঘোষণা করতে

পারি যে যদিও সন্ধ্যাকালে চোখের জল অতিথি রূপে আসে, কিন্তু সকালে আনন্দ উপস্থিত হয়।

আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, তা কোনোভাবেই অস্বীকার করছি না। আমরা অস্বীকার করছি না যে আমাদের চারপাশে শত্রুপক্ষ রয়েছে। কিন্তু আমরা যা কিছুরই সম্মুখীন হই না কেন, আমরা ঘোষণা করছি যে ঈশ্বর কে, এবং তাঁতে আমরা কী কী লাভ করেছি, এবং তাঁর কারণে যে সাহস আমরা লাভ করেছি। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর আপনার কাছে কে। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঘোষণা করুন যে আপনি তাঁতে কী কী লাভ করেছেন। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তাঁর কারণেই আপনার সাহস, প্রত্যয়, আনন্দ, বিজয় ঘোষণা করুন। দায়ূদ করেছিলেন, আপনিও তা করতে পারবেন!

12
স্বাভাবিক জগৎ সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে

গীতসংহিতা 29:3-9

3 জলের উপরে সদাপ্রভুর রব; গৌরবান্বিত ঈশ্বর বজ্রনাদ করিতেছেন, সদাপ্রভু জলরাশির উপরে বিদ্যমান।

4 সদাপ্রভুর রব শক্তিবিশিষ্ট; সদাপ্রভুর রব প্রতাপান্বিত।

5 সদাপ্রভুর রব এরস বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; সদাপ্রভুই লিবানোনের এরস বৃক্ষ খণ্ড বিখণ্ড করিতেছেন।

6 তিনি নাচাইতেছেন তাহাদিগকে গো বৎসের ন্যায়, লিবানোন ও শিরিয়োণকে গবয় শাবকের ন্যায়।

7 সদাপ্রভুর রব অগ্নিশিখা বিকিরণ করিতেছে।

8 সদাপ্রভুর রব প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছে; সদাপ্রভু কাদেশের প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছেন।

9 সদাপ্রভুর রব হরিণীদিগকে প্রসব করাইতেছে, বনরাজিকে পত্রহীন করিতেছে; আর তাঁহার মন্দিরে সকলই বলিতেছে, গৌরব।

এই গীতসংহিতায়, ঈশ্বরের মহানতাকে ঘোষণা করার সময়ে, দায়ূদ সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বরের মহানতা ও শক্তির ঘোষণা করেছেন। সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর তাঁর মুখের কথার মধ্য দিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর ব্যপ্ত করেন। এই শাস্ত্রাংশটি আরেকটি বার আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে স্বাভাবিক জগতের মধ্যে সব কিছুই সদাপ্রভুর রবে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর বাক্যে, সাড়া দিয়ে থাকে। ঈশ্বরের বাক্য (রব) জলধির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার অর্থ হল ঈশ্বর জলধির উপর দিয়ে গমন করেন। সদাপ্রভুর বাক্য (রব) হল তাঁর পরাক্রম ও প্রতাপের অভিব্যক্তি। সমস্ত সৃষ্টি, জীবিত বা নিষ্প্রাণ, সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে।

শাস্ত্রের মধ্যে এমন সকল ঘটনা রয়েছে, পবিত্র আত্মা যখন লোকেদের উপর দিয়ে গমন করেছেন, তখন সদাপ্রভুর রব মানুষের কণ্ঠস্বরের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। সদাপ্রভুর বাক্য (রব) তাদের মধ্যে দিয়ে এসেছিল যখন তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে সদাপ্রভুর বাক্য (রব) তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। যখন সদাপ্রভুর

রব (বাক্য) মানুষের কণ্ঠস্বর (বাক্য) দ্বারা পবিত্র আত্মার অভিষেকের কারণে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আশ্চর্য সকল ঘটনা ঘটেছিল। পাথরের মধ্যে দিয়ে জল প্রবাহিত হয়েছিল, সমুদ্র ও নদীর জল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, সূর্য স্থির হয়ে গিয়েছিল, সূর্য দশ ডিগ্রী পিছনে সরে গিয়েছিল, তেল ও ময়দা পরিমাণে বৃদ্ধি হয়েছিল, লোহার কুড়ুল জলের উপর ভেসে উঠেছিল, এবং আরও অনেক কিছু ঘটেছিল।

ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস সহকারে মুখ দিয়ে বলার সুযোগ বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের আছে। ঈশ্বর যা কিছু ইতিমধ্যে বলেছেন, সেগুলি আমরা গ্রহণ করি, সেই বাক্যকে বিশ্বাস করি এবং বর্তমানে তা আমরা ঘোষণা করে থাকি। এমনও সময় আসে যখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের উপর গমনাগমন করেন, এবং অতীতের মতোই, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বাক্য আমরা বলে থাকি। আমরা যখন সেই বাক্য আমাদের মুখ দিয়ে বলি, তখন সদাপ্রভুর রব (বাক্য) আমাদের রবের (বাক্যের) মধ্যে দিয়ে মুক্ত হয়। স্বাভাবিক জগৎ সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে। এই দুই-ই করতে শিখুন। আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের বাক্য বলুন। আর যেভাবে পবিত্র আত্মা আপনাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন সেভাবেই সদাপ্রভুর রব প্রকাশ করুন।

13
তাঁর বাক্য দ্বারাই এই প্রাকৃতিক জগৎ তৈরি হয়েছে ও আকার পেয়েছে

গীতসংহিতা 33:6,9
৬ আকাশমণ্ডল নির্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।
৯ তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল।

সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে একটি সত্য আমাদের কাছে বারবার উপস্থাপন করা হয়েছে যে ঈশ্বর সব কিছু তাঁর বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি কথা বলেছেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর শ্বাস ছেড়েছেন। তিনি তাঁর মুখের কথা ছেড়েছেন। তিনি তাঁর মুখের কথা দ্বারা দৃশ্যমান স্বাভাবিক জগৎকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। এটা উপলব্ধি করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দৃশ্যমান, স্বাভাবিক ও পার্থিব জগতের সব কিছুই ঈশ্বরের বাক্যের আজ্ঞাবহ।

ঈশ্বরের বাক্য আজও সৃষ্টি করে চলেছে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের "জগতে" (আমাদের জীবনে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জগতে) সেই সব কিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারে যা এখনও পর্যন্ত অস্তিত্বে নেই। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জগতে মুক্ত করতে শিখি তাহলে ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমরা লাভ করতে পারি।

ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্তন করে ও রূপান্তর করে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জগতের (আমাদের জীবনে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জগতে) বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুকে পরিবর্তন ও রূপান্তর করতে পারে, এবং ঈশ্বর যা কিছু আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেগুলিকে একসূত্রে সংযুক্ত করতে পারে। কিন্তু আমরা যেন আমাদের জগতে ঈশ্বরের বাক্যকে মুক্ত করতে শিখি।

তাঁর বাক্যের শক্তিকে আমাদের জগতে প্রকাশ করতে সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে যে চাবিকাঠি ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তা হল বিশ্বাসে তাঁর বাক্যকে আমাদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করা। যখন আমরা তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করি এবং আমাদের জগতে তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করি—আমাদের পরিস্থিতি, আমাদের পরিবেশ, আমাদের মনের উপরে, শরীরের উপরে, আমাদের অর্থনীতির উপরে, পরিবারের উপরে, কর্মক্ষেত্রে, ইত্যাদি স্থানের উপরে—তখন তাঁর বাক্যের শক্তি আমাদের জগতে উন্মুক্ত হয়। আমাদের জগতের সব কিছুই তাঁর বাক্যের অধীনে এবং তাঁর বাক্যের অনুরূপে নিয়ে আসা হবে। আপনার জগৎকে তাঁর বাক্য দিয়ে তৈরি করতে ও আকার দিতে দিন।

14
আপনার জিহ্বা আপনার জীবনে উত্তম দিন ও দীর্ঘায়ু নিয়ে আসতে পারে

গীতসংহিতা 34:12-14
12 কোন ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়, মঙ্গল দেখিবার জন্য দীর্ঘায়ু ভালবাসে?
13 তুমি হিংসা হইতে তোমার জিহ্বাকে, ছলনা-বাক্য হইতে তোমার ওষ্ঠকে সাবধানে রাখ।
14 মন্দ হইতে দূরে যাও, যাহা ভাল তাহাই কর; শান্তির অন্বেষণ ও অনুধাবন কর।

শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে আমাদের মুখের বাক্য আমাদের জীবনের দীর্ঘতা ও গুণকে প্রভাবিত করে। একটি উত্তম ও দীর্ঘায়ু জীবন উপভোগ করার জন্য, দায়ূদ যে বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করেছেন, তা হল নিজেকে মন্দ বিষয়, দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়, নিন্দাজনক ও নিষ্ঠুর কথা বলা থেকে বিরত রাখা। মিথ্যা ও ছলনাকারী কথা বলা থেকে এড়িয়ে চলুন। জিহ্বাকে দমন করে রাখুন। সঠিক কথা বলুন। সত্য কথা বলুন। জীবনের কথা বলুন। এটাই হল প্রথম বিষয়। এবং মন্দ কাজ করা থেকেও দূরে থাকুন। বরং, মঙ্গলজনক কাজ করুন ও শান্তির অনুধাবন করুন।

আমাদের মুখের কথা আমাদের জগৎকে প্রভাবিত করে। তারা মঙ্গলসাধন করতে পারে, জীবন ও আশীর্বাদ প্রদান করতে পারে, অথবা তারা মন্দ কাজ, মৃত্যু ও অভিশাপ নিয়ে আসতে পারে। আমাদের মুখের কথাকে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু অনেক ভাবে এইসব কথা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে গঠন করে। এইগুলি হল বীজের ন্যায় যা আমরা বপন করি, যা একদিন আমাদের জীবনে ফল উৎপন্ন করবে। ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন যে আমাদের মুখের কথা যেন আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনার মুখের কথাকে হালকা ভাবে নেবেন না। সেগুলির যত্ন নিন। আপনার মুখের বাক্য সাবধানে বেছে নিন, কারণ আপনার জীবন এই বাক্যগুলি দ্বারাই আকার পাবে।

যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করি তাহলে ভাবুন আমাদের জগৎ কত শক্তিশালী হয়ে উঠবে! আমাদের জীবন কতটা আশীর্বাদযুক্ত

হবে, যদি ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের মুখ দিয়ে বলি ও আমাদের জীবনের উপরে ঘোষণা করি! ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে কথা নির্গত হয়, সেগুলি যেন আমাদের জীবন গঠনের এক একটি একক হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে কথা নির্গত হয়, সেগুলি যেন বীজ হয়ে ওঠে যা আমাদের জীবনে বপন করা হয়ে থাকে, যেখান থেকে আগামী দিনগুলিতে আমাদের জীবনে ফল উৎপন্ন হবে। আপনার জিহ্বা যেন আপনার জীবনে উত্তম দিন ও দীর্ঘায়ু নিয়ে আসে। তাঁর বাক্যকে মুখে স্বীকার করুন।

15
তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করার অর্থ হল তাঁর চুক্তিকে দাবী করা

গীতসংহিতা 50:14-17

14 তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তববলি উৎসর্গ কর, পরাৎপরের নিকটে আপন মানত পূর্ণ কর;
15 আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে।
16 কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর কহেন, আমার বিধি প্রচার করিতে তোমার কি অধিকার? তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে আনিয়াছ?
17 তুমি ত শাসন ঘৃণা করিয়া থাক, আমার বাক্য পশ্চাতে ফেলিয়া থাক।

ঈশ্বরের বাক্য আপনার মুখ দিয়ে ঘোষণা করার অর্থ হল তাঁর চুক্তিকে আমাদের মুখের মধ্যে স্থান দেওয়া, অর্থাৎ, তাঁর চুক্তি অথবা প্রতিজ্ঞাকে আবাহন করা ও দাবী করা। ঈশ্বর অধার্মিকদের অনুযোগ করেন, কারণ তারা তাঁর বাক্য অমান্য করেছে। তারা ঈশ্বরের বাক্য সম্মান করে না। তারা ঈশ্বরের বাক্য তুচ্ছ বলে পিছনে ফেলে রাখে। সেই কারণে, এই লোকেরা, যারা ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করে, তাদের মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করা ও তাঁর চুক্তির উপকারিতাকে দাবী করার উপর তাদের কোনো অধিকার নেই।

কিন্তু, আমরা যারা তাঁর বাক্য বিশ্বাস করি ও সম্মান করি, যখন আমরা তাঁর বাক্য ঘোষণা করি, তখন ঈশ্বর দেখেন যে আমরা তাঁর সঙ্গে করা চুক্তিগুলিকে দাবী করছি। যখন আমরা তাঁর বাক্য ঘোষণা করার দ্বারা তাঁর চুক্তিগুলিকে আমাদের মুখের মধ্যে স্থান দিয়ে থাকি, তখন আমরা ঈশ্বরের চুক্তির উপকারিতাগুলি আমাদের উপর দাবী করি।

ঈশ্বর হলেন জিহোবা, অনন্তকালীন, স্বয়ং-অস্তিত্বে থাকেন, অপরিবর্তনশীল; যিনি চুক্তি রাখেন ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। তিনি কখনোই তাঁর চুক্তিকে ভাঙবেন না এবং তাঁর মুখ দিয়ে বলা কথার পরিবর্তন করবেন না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা রক্ত-চুক্তির

মধ্যে রয়েছি। আমাদের সঙ্গে তাঁর রক্ত চুক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বস্ব ভাবে আমাদের কাছে উপলব্ধ করেছেন। তাঁর চুক্তিপূর্ণ নামের মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর কিছু কিছু চিন্তাভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারি। আপনার চুক্তিপূর্ণ আশীর্বাদগুলি সম্পর্কে জানুন। যে কোনো পরিস্থিতিতে তাঁর বাক্য ঘোষণা করুন। আপনার চুক্তিপূর্ণ আশীর্বাদগুলিকে দাবী করুন ও সেই পথে চলুন।

16
আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব

গীতসংহিতা 91:1,2

[1] যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে, সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।

[2] আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব, 'তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ, আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহাতে নির্ভর করিব'।

সদাপ্রভুর বিষয়ে আপনি কী বলবেন? গীতরচক বলেছেন যে সদাপ্রভু হলেন তার আশ্রয় ও দুর্গ। সুরক্ষা লাভ করার জন্য তিনি তার আস্থা, ভরসা, সাহস ও নির্ভরতা সদাপ্রভুর উপর রেখেছেন।

সদাপ্রভুর বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

- আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাকে আমার সকল পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি আমার জীবনের উপর থেকে পাপের শক্তিকে দূর দিয়েছেন। পাপের আধিপত্য থেকে আমি মুক্ত।
- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার স্বর্গীয় পিতা। তিনি আমাকে তাঁর আপন মনে করে আমার যত্ন নেন। তাঁর প্রেম কখনোই ফুরিয়ে যায় না ও কখনোই ব্যর্থ হয় না। তিনি আমাকে তাঁর আপন বলে গ্রহণ করেছেন।
- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার আরোগ্যদাতা ও আমার উদ্ধারভ কর্তা। তিনি আমাকে সকল ব্যাধি থেকে সুস্থ করেন। তিনি আমাকে আমার সকল তাড়না ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন।
- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার ত্রাণকর্তা। তিনি আমাকে অন্ধা-কারের শক্তি থেকে উদ্ধার করেছেন ও তাঁর নিজের রাজ্যে আমাকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আমাকে ক্রয় করা হয়েছে।
- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার ধার্মিকতা। কোনো দোষ ছাড়াই,

লজ্জা ছাড়াই, হীনমন্যতা ছাড়াই অথবা কোনো প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই তাঁর ধার্মিকতা পরিধান করে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। তাঁর সান্নিধ্যে আমি পবিত্র ও নির্দোষ।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার যোগানদাতা এবং তাঁর ধন অনুযায়ী আমার সকল প্রয়োজন তিনি মেটান। তিনি আমাকে কোনো উত্তম বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন না ও তাঁর সকল অনুগ্রহ আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ করেন।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার পরিশুদ্ধকারী যিনি আমাকে তাঁর জন্য পৃথক করেছেন। আমি পবিত্র যেমন তিনি পবিত্র। তিনি আমাকে তাঁর নিজের জন্য, তাঁর নিজের প্রজা হওয়ার জন্য শুচিশুদ্ধ করেছেন।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার পালক যিনি আমাকে পরিচালনা করেন, আমার যোগান দেন, আমাকে রক্ষা করেন, আমাকে নির্দেশনা প্রদান করেন ও আমাকে পুনরুদ্ধার করেন। আমার শত্রুদের উপস্থি-তিতে আমার সামনে মেজ প্রস্তুত করেন।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার পরামর্শদাতা যিনি আমাকে পরিপ্র চালনা করেন ও আমার গতিপথ নির্ধারণ করেন। আমার চলার পথ ঈশ্বরের দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং আমি যদি হোঁচট যাই, তিনি আমাকে তুলে ধরবেন।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার সাহায্যকারী। স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা থেকে আমার সহায়তা আসে। তিনি কখনোই আমাকে নিরাশ করেন না।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার ধার্মিক বিচারক ও আমার ন্যায্য বিচারকর্তা। আমার বিষয়গুলিকে তাঁর সামনে রাখি। আমি কাউকে মন্দের পরিবর্তে মন্দ দিয়ে পরিশোধ করি না। আমি উত্তম দ্বারা মন্দকে জয় করি। আমার ঈশ্বর আমার ন্যায্য বিচার করেন।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার বিজয় পতাকা, যার নামে আমি বিজয় লাভ করি। তিনি আমাকে সর্বদা ও সকল পরিস্থিতিতে জয়ী হতে সাহায্য করেন। তাঁর দ্বারা আমি জয়ী হই কারণ তিনি আমাকে বিজয় প্রদান করেছেন।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার শান্তি। তিনি আমার জীবনকে

সিদ্ধ শান্তি দিয়ে পূর্ণ করেন, সিদ্ধ *শালোম*, সমগ্র উত্তমতা দিয়ে পূর্ণ করেন।

- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার রক্ষাকর্তা। কোনো মন্দ আমার বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। যিনি আমার উপর নজর রাখেন তিনি কখনোই নিদ্রায় যান না। আমার উপর নজর রাখার জন্য তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের দায়িত্ব দিয়েছেন।
- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার শক্তিদানকারী। তিনি আমার জীবনের বল। আমি যত তাঁর উপর অপেক্ষা করি, ততই তিনি আমাকে ঈগল পক্ষির মতো হয়ে উঠতে ক্ষমতা প্রদান করেন।
- সদাপ্রভুর বিষয়ে বলব। তিনি আমার পুরস্কারদাতা। প্রেমের যে পরিপ্র শ্রম আমি তাঁর নামে করে থাকি আমার ঈশ্বর আমার সেই পরিশ্রম ভুলে যান না। তিনি আমাকে পুরস্কৃত করেন, আমাকে বর্ধিষ্ণু করেন ও আমাকে ফল ধারণ করতে সাহায্য করেন।

এই তালিকার সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত করুন। সদাপ্রভুর বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

17
স্বর্গদূতেরা তাঁর বাক্যের রব শ্রবণ করে

গীতসংহিতা 103:20,21
20 সদাপ্রভুর দূতগণ! তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য-সাধক, তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট।
21 সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনী! তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা তাঁহার পরিচারক, তাঁহার অভিমত-সাধক।

ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা তাঁর বাক্য অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। তারা তাঁর বাক্যে কর্ণপাত করেন এবং ঈশ্বরের বাক্য যা ঘোষণা করে তারা তাই সাধন করেন।

আমরা এখানে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি যদিও বা এই বিষয়টি এই দুই শাস্ত্রাংশ থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু শাস্ত্র থেকে স্বর্গদূত ও তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে যা কিছু জানি, সেসবের সঙ্গেই সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই আনুমানিক সিদ্ধান্তে গ্রহণ করছি। আমরা যখন মুখে ঈশ্বরের বাক্য স্বীকার করি এবং ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন সেগুলিকে আমাদের বলে ঘোষণা করি, তখন স্বর্গদূতেরা আমাদের দ্বারা ঘোষিত তাঁর বাক্যের রব শোনেন এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী আমাদের প্রতি তাদের পরিচর্যার কাজ করে থাকেন। এটি একটি আনিমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র, কিন্তু বিষয়টি যুক্তিসংগত।

আমরা যারা পরিত্রাণের অধিকারী আমাদের প্রতি পরিচর্যা কাজ করার জন্যই স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে (ইব্রীয় 1:14)। ঈশ্বর তাঁর পবিত্রগণদের জন্য যা কিছু ঘোষণা করেছেন, সেই সবকিছু তারা আমাদের প্রতি পরিচর্যা করে থাকেন। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যা কিছু সাধন করতে চান, স্বর্গদূতেরা সেই কাজ-ই করে থাকেন। দানিয়েলের অভিজ্ঞতা (দানিয়েল 10 অধ্যায়) থেকে এবং প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী থেকে (প্রেরিত 12:5-7) আমরা এই আনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, আমাদের বিভিন্ন আত্মিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যুক্ত থাকার কারণেই স্বর্গদূতেরা আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং আমাদের পক্ষে কাজ করেন। প্রার্থনা

হল এমন একটি বিষয়। এটা বললে ভুল হবে না যে আমাদের আরাধনা, আমাদের দান আর ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা আমাদের পক্ষ সমর্থন করে স্বর্গদূতরা কাজ করতে বাধ্য হন। আমরা জানি যে স্বর্গদূতেরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকেন ও তাঁর বাক্য অনুযায়ী কাজ করে থাকেন, তাই এটা বলা সঠিক হবে যে যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি আমাদের প্রত্যয় ও বিশ্বাসকে ঘোষণা করি, সেসব স্বর্গদূতদের আমাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করায়। স্বর্গদূতেরা এমন কোনো কাজে নিযুক্ত হবেন না যা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে। তাই, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে কিছু বলে থাকি, তখন স্বর্গদূতেরা সেই কথাগুলি অনুযায়ী কোনো কাজ করেন না।

স্বর্গদূতেরা যেন জানতে পারেন যে আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার জীবনে পূর্ণ করার প্রত্যাশায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তাঁর বাক্য বলুন। যে কোনো পরিস্থিতিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর বাক্য ঘোষণা করুন। কোনো প্রয়োজনে, বলুন যে "আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।" বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে, ঘোষণা করুন, "এই পরিস্থিতিতে আমি সিদ্ধ শান্তি, উত্তম বোধবুদ্ধি ও সহযোগিতা লাভ করার আদেশ করছি। আমার ঈশ্বর হলেন শান্তির রচয়িতা, কোনো গোলযোগের নয়।" স্বর্গদূতেরা যেন আপনার মুখ থেকে তাঁর বাক্য শুনতে পান ও সেই বাক্য অনুযায়ী যেন কাজ করেন।

18
সদাপ্রভুতে যারা মুক্তিপ্রাপ্ত তারা এই কথা বলুক

গীতসংহিতা 107:2
সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক, যাহাদিগকে তিনি বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

আমরা হলাম সদাপ্রভুর মুক্তিপ্রাপ্ত এবং আমরা যেন অবশ্যই এই কথা বলি।

একজন বন্দি কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নিজেকে একজন বন্দি বলে সম্বোধন করতে থাকে না। সে সাহসের সাথে ও গর্বের সাথে ঘোষণা করতে থাকে যে সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি! সে একসময়ে একজন বন্দি ছিল। এটা তার অতীত। এখন সে কে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে এখন একজন স্বাধীন ব্যক্তি। সে তার স্বাধীনতাকে পূর্ণ রূপে ব্যবহার করতে পারে।

যখন আমরা বিশ্বাসী হয়েছি তখন আমাদেরকে অন্ধকারের শক্তি থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যে অধিকার রেখেছেন, সেই অধিকারে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত দ্বারা আমাদের ক্রয় করা হয়েছে (কলসীয় 1:12-14)। ক্রয় করার অর্থ হল আমাদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে আমাদের আসল মহিমাময় অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা হলাম সদাপ্রভুতে মুক্তিপ্রাপ্ত। আমাদের উপরে শয়তানের আর কোনো দাবী নেই, আমাদের উপর কোনো আধিপত্য নেই, আমাদের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমরা হলাম ঈশ্বরের দ্বারা ক্রয় করা সম্পত্তি (1 করিন্থীয় 6:20)।

- আমি হলাম সদাপ্রভুতে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং আমি এই কথাটি অবশ্যই বলি!
- শয়তান ও তার সকল মন্দ আত্মাদের শক্তি থেকে আমি মুক্ত হয়েছি (কলসীয় 1:13)। আমার উপর অন্ধকারের শক্তির আর কোনো দাবী, কোনো কর্তৃত্ব নেই।
- আমি পাপের ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়েছি (রোমীয় 6:6,14)। পাপ আমার

উপর রাজত্ব করবে না।

- আমি পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি (গালাতীয় 3:13)। এখন আমি অব্রাহামের আশীর্বাদের মধ্যে গমনাগমন করি।
- আমি বর্তমানের মন্দ জগৎ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছি (গালাতীয় 1:4)। এই বর্তমান মন্দ জগতের সকল পথ ও প্রভাব আমার উপর থেকে ক্ষমতা হারিয়েছে।
- প্রত্যেক পাপজনক কাজ থেকে আমি মুক্ত হয়েছি (তীত 2:14)। অতীতের পাপময় জীবনশৈলীর ধরণ আমার উপর কোনো ক্ষমতা ফলায় না। তাঁর জন্য ও উত্তম কাজ করতেই আমাকে শুচিকৃত করা হয়েছে।
- আমার পূর্ব প্রজন্মের লক্ষ্যহীন ও পাপময় জীবনশৈলীর ধরণ থেকে মুক্ত হয়েছি (1 পিতর 1:18,19)। আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং নতুন জীবনে গমনাগমন করি।
- মেষশাবকের রক্তের কারণে আমি মুক্ত আর আমি শত্রুকে পরাজিত করেছি (প্রকাশিত বাক্য 12:11)। শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা আমার পায়ের নিচে চূর্ণ হয়েছে (লূক 10:19; রোমীয় 16:20)।
- আমি সদাপ্রভুতে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং আমি এই কথাটি অবশ্যই বলি!

19
আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি বজায় রাখুন

গীতসংহিতা 118:15-17

15 ধার্মিকগণের তাম্বুতে আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি হইতেছে; সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।

16 সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত উন্নত, সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।

17 আমি মরিব না, কিন্তু জীবিত থাকিব, আর সদাপ্রভুর কর্ম সকল বর্ণনা করিব।

ধার্মিকগণের তাঁবুতে আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি রয়েছে। ইব্রীয় ভাষায় "পরিত্রাণ" শব্দটি আসলে হল *'ইয়েশুআহ।'* এটি বেশ ব্যপক শব্দ (ঠিক যেমন গ্রিক ভাষায় *'সোজো'*) আর এই শব্দের মধ্যে রয়েছে পরিত্রাণ, নিরাপত্তা, উদ্ধার, বিজয়, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, সাহায্য, মঙ্গল, সম্পূর্ণতার ধারণা।

এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রত্যেক গৃহেই কোনো না কোনো ভাবে প্রবেশ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু, *"সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত" ধার্মিককে জয়ী করে। "সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত"* হল ঈশ্বরের শক্তি যা সর্বদা জয়ী হয় ও অন্য যে কোনো শক্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী। সেই কারণে, ধার্মিকেরা তাদের গৃহে আনন্দ, বিজয়, উৎসব ও পরিত্রাণের উল্লাস করতে থাকে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি, *"আমি মরিব না, কিন্তু জীবিত থাকিব, আর সদাপ্রভুর কর্ম সকল বর্ণনা করিব।"*

আমরা যখন কোনো প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গমন করি তখন সাধারণত আমরা কী করি? আমরা কি আমাদের মুখের রবকে পরিবর্তন করি? না! আমরা আমাদের আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনিকে আমাদের তাঁবুতে বজায় রাখি। আমরা ঘোষণা করতে থাকি যে আমাদের ঈশ্বর পরাক্রমশালী। আমরা পরিত্রাণের ধ্বনি বজায় রাখি, কারণ ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করেন, আমাদের রক্ষা করেন, আমাদের সুস্থ করেন, আমাদের মুক্ত করেন, আমাদের সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন ও আমাদের বিজয় প্রদান করেন! সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত সর্বদা শক্তিশালী ও বিজয়ী, সব পরিস্থিতিতেও তিনি বিজয়ী। আপনার গৃহে যেন আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনি শোনা যায়। সব সময়ে ও সব পরিস্থিতিতে আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনিকে বজায় রাখুন।

20
আপনার হৃদয় থেকেই সেই বল ও শক্তি নির্গত হয় যা আপনাকে আকার দিয়ে থাকে

হিতোপদেশ 4:20-23

20 বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর, আমার কথায় কর্ণপাত কর।

21 তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক, তোমার হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ।

22 কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহা তাহাদের সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্যস্বরূপ।

23 সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্‌গম হয়।

আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পূর্ণ রাখার নির্দেশ এখানে আমাদের দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁর বাক্যে কর্ণপাত করি, তাঁর বাক্য শুনি, তাঁর বাক্যের উপর আমাদের লক্ষ্য কেন্দ্র করি, যাতে তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরের সত্ত্বার মধ্যে বাস করে। যা ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত তেমন কোনো কিছুকেই আমরা যেন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে অনুমতি না দিই। আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করি, এবং এর দ্বারা, সেই ঈশ্বরের বাক্যকে রক্ষা করি যা আমরা সেখানে সঞ্চয় করে রেখেছি।

আমাদের হৃদয়, যা হল আমাদের অন্তরের ব্যক্তি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের হৃদয় থেকেই সেই বল ও শক্তি নির্গত হয় যা আমাদের জীবনকে আকার দিয়ে থাকে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেগুলিকে আমাদের জীবনে উন্মোচিত করার একটি উপায় হল আমাদের মুখের বাক্য। যে শক্তি আমাদের জীবনকে আকার দিয়ে থাকে, যা আমাদের অন্তরের ব্যক্তি থেকে নির্গত হয়, তা আমাদের মুখের বাক্যের দ্বারা উন্মোচিত হয়।

আমাদের হৃদয়ে যদি তাঁর বাক্য পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে আমাদের মুখ থেকে যে কথা নির্গত হবে তা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হবে। আমরা তাঁর বাক্য বলে থাকি। যে শক্তি আমাদের জীবনকে আকার দিয়ে থাকে, তা তাঁর বাক্য থেকেই আসে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি তখন আমাদের জীবনে কাজ করার জন্য উন্মোচিত হয় ও আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র, আমাদের

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কেই, প্রভাবিত করে।

আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পূর্ণ করুন। তাঁর বাক্যকে মুখে স্বীকার করুন। যে শক্তি আপনার জীবনকে আকার দিয়ে থাকে তা যেন আপনার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য থেকে নির্গত হয়।

21
ধার্মিকতার বাক্য জীবন ও শক্তিকে মুক্ত করে

হিতোপদেশ 10:11,20,21,31,32
11 ধার্মিকের মুখ জীবনের উনুই; কিন্তু দুষ্টগণের মুখ উপদ্রব ঢাকিয়া রাখে।
20 ধার্মিকের জিহ্বা উৎকৃষ্ট রৌপ্যবৎ, দুষ্টদের অন্তঃকরণ স্বল্পমূল্য।
21 ধার্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে প্রতিপালন করে, কিন্তু অজ্ঞানেরা বুদ্ধির অভাবে মারা পড়ে।
31 ধার্মিকের মুখ প্রজ্ঞা-ফলে ফলবান; কিন্তু কুটিল জিহ্বা ছেদন করা যাইবে।
32 ধার্মিকের ওষ্ঠাধর সন্তোষের বিষয় জানে, কিন্তু দুষ্টদের মুখ কুটিলতামাত্র।

এই পদগুলিতে আমরা ধার্মিকদের মুখের বাক্য ও দুষ্টদের মুখের বাক্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করি। ধার্মিকদের মুখের বাক্য হল "জীবনের উনুই"। তারা জীবন, পূর্ণতা, সুস্থতা ও "জীবনের" সঙ্গে যা কিছু জড়িত আছে, সেই সব কিছু দিয়েই তারা পরিচর্যা করে। ধার্মিকদের মুখের বাক্য হল "উৎকৃষ্ট রৌপ্যবৎ", অর্থাৎ, অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও মূল্যবান। ধার্মিকদের মুখের বাক্য *"অনেককে প্রতিপালন করে"*। তারা অনেক মানুষকে পুষ্টি দিয়ে, শক্তি দিয়ে, জীবন দিয়ে, সাহায্য দিয়ে ও আশীর্বাদ দিয়ে পরিচর্যা করে। ধার্মিকদের মুখের বাক্যের দুটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় - প্রজ্ঞা ও সন্তোষ (যা প্রীতিজনক)।

আমাদের মুখের বাক্য অন্যদের প্রতি জীবন ও আশীর্বাদ দিয়ে পরিচর্যা করতে সক্ষম। যে বাক্য আমরা মুক্ত করি, সেগুলি অন্য কারও কাছে জীবনের উনুই হতে পারে। আমাদের বাক্য কারও কাছে উৎকৃষ্ট রূপোর মতো হতে পারে, এবং কারও কাছে পুষ্টি ও শক্তি হতে পারে।

আপনার মুখের বাক্য সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করার একটি উপায় হল ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলা। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমাদের মুখের বাক্য হবে প্রজ্ঞার বাক্য এবং সেই বাক্য আনন্দ, স্বাধীনতা নিয়ে আসে ও লোকেদের মুক্ত করে। ধার্মিক কথা বলা-ই বেছে নিন। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলুন।

22
আমাদের মুখের বাক্য সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারে

হিতোপদেশ 12:18
কেহ কেহ অবিবেচনার কথা বলে, খড়্গাঘাতের মত, কিন্তু জ্ঞানবানদের জিহ্বা স্বাস্থ্যস্বরূপ।

হিতোপদেশ 15:4
স্বাস্থ্যজনক জিহ্বা জীবনবৃক্ষ; কিন্তু তাহা বিগড়াইয়া গেলে আত্মা ভগ্ন হয়।

হিতোপদেশ 12:18 অংশে, আমরা শিখেছি যে বুদ্ধিমানদের জিহ্বা স্বাস্থ্যস্বরূপ। ইব্রীয় ভাষায় "স্বাস্থ্য" শব্দটি হল *'মারপে'*, অর্থাৎ "নিরাময়, ঔষধ, সুস্থতা, উদ্ধার, নিরাময় মন, সম্পূর্ণতা।" আমরা যদি সঠিক ভাবে ও প্রজ্ঞা সহকারে বাক্য ব্যবহার করি, তাহলে এটা বাস্তবে আপনার প্রতি ও আপনার কথা যারা শুনছে, তাদের প্রতি আরোগ্যতা ও পরিপূর্ণতা নিয়ে আসতে সক্ষম।

একই শব্দ *'মারপে'* আরও একবার হিতোপদেশ 15:4 অংশে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে এই শব্দকে 'স্বাস্থ্যকর' বলে অনুবাদ করা হয়েছে। এমন জিহ্বা যা 'স্বাস্থ্যকর' কথা বলে, আক্ষরিক অর্থে আরোগ্যতার ও মুক্তির কথা বলে থাকে, সেই জিহ্বা হল এক জীবনদায়ী বৃক্ষ। প্রকাশিত বাক্য 22:1,2 পদে আমরা জীবন বৃক্ষের কথা পড়ি—*"আর তিনি আমাকে "জীবন-জলের নদী" দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে; "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্যনিমিত্তক"।* জীবন বৃক্ষের পাতা আরোগ্যতা নিয়ে আসে। যখন আমরা আরোগ্যতা, পূর্ণতা, মুক্তি ও নিরাময় মনের কথা বলে থাকি, তখন আমরা প্রকৃত অর্থে আমাদের ও যাদের জীবনের উদ্দেশ্যে আমরা বলে থাকি, তাদের জীবনে সুস্থতা পরিচর্যা করে থাকি।

আমাদের মুখের বাক্য সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারে। ঈশ্বর বলেন যে তাঁর বাক্য হল আমাদের সমস্ত শরীরের প্রতি জীবন (সতেজ ও শক্তি) এবং স্বাস্থ্য

(*'মারপে'*) (হিতোপদেশ 4:22)। যখন লোকেরা তাঁর কাছে ক্রন্দন করে, তখন ঈশ্বর তাঁর বাক্য পাঠিয়ে তাদের সুস্থ করেন (*'রাফা'* অর্থাৎ সুস্থতা, সম্পূর্ণ হওয়া) (গীতসংহিতা 107:20)। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে সুস্থ করার ও একজন ব্যক্তিকে পূর্ণ করার ক্ষমতা আছে। তাই, ঈশ্বরের বাক্য মুখ দিয়ে ঘোষণা করুন এবং সেই বাক্যের আরোগ্যদানকারী শক্তি যেন আপনার মুখের বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। সুস্থতাকে উন্নীত করার বাক্য, যা উত্তম ওষুধের মতো ও জীবন বৃক্ষের মতো, আমাদের মুখ থেকে যেন সেই বাক্য প্রবাহিত হয়। ঈশ্বরের আরোগ্যদানকারী বাক্য ঘোষণা করার মাধ্যমে আপনার মুখের বাক্য আপনার নিজের প্রতি ও আপনার আশেপাশের মানুষদের প্রতি স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণতা নিয়ে আসতে ব্যবহার করুন।

23
মনোহর বাক্যের শক্তিকে উন্মোচিত করুন

হিতোপদেশ 16:21,24
[21] বিজ্ঞচিত্ত বুদ্ধিমান বলিয়া আখ্যাত হয়; এবং ওষ্ঠের মাধুরী পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি করে।
[24] মনোহর বাক্য মৌচাকের ন্যায়; তাহা প্রাণের পক্ষে মধুর, অস্থির পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

কোনো পরিস্থিতিতে যে বাক্যই আমরা বলে থাকি, তা আমরা আমাদের পছন্দ মতোই বেছে নিতে পারি। যে বাক্য দয়ালু, নম্র, মনোহর, সমৃদ্ধশালী, উৎসাহজনক, ইতিবাচক, সেই বাক্য শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। যে বাক্য আমরা নম্রতার সঙ্গে বলি, সেই বাক্য জ্ঞান বৃদ্ধি করে। নম্রতার বাক্য বলা হলে লোকেরা যে কোনো প্রকার নির্দেশ সহজেই গ্রহণ করতে পারে, বাক্য অনেক বেশি কার্যকারী ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। দয়ালু, মনোহর, ও সমৃদ্ধশালী বাক্য আমাদের অন্তরের ব্যক্তির প্রতি শক্তি ও স্বাস্থ্য যোগায়। তোষামোদের বাক্যর কথা আমরা বলছি না। সেই বাক্যকপটপূর্ণ এবং কোনো সততা ছাড়াই একজন মানুষের মনে ভালো বোধ এনে দেয়। আমরা সত্য ও নির্ভেজাল বাক্য বলার বিষয়ে বলছি যা আমরা যত্ন, দয়া ও নম্রতার সঙ্গে বলে থাকি।

যখন আমরা ঈশ্বরের শক্তিশালী বাক্যকে আমাদের মুখের বাক্য করে তুলি, তখন আমরা সত্যিই বিশ্বাস, প্রত্যাশা, শক্তি, সাহস, আরোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও পরামর্শ দিয়ে পরিচর্যা করতে পারি। মিষ্টতার সঙ্গে কথা বলুন। মনোহর ভাবে কথা বলুন। এমন কথা বলুন যা অন্যদেরকে গেঁথে তোলে। এমন কথা বলুন যা লোকেদের সমৃদ্ধশালী করে ও সুস্থ করে। ঈশ্বর কী করতে পারেন ও কী প্রতিজ্ঞা করেছেন, যখন এই বিষয়ে কথা বলছেন তখন তাঁর লোকেদের কাছে পরিচর্যা করুন। মনোহর বাক্যের শক্তি উন্মোচন করুন।

24
আপনার মুখের বাক্যের ফল দিয়ে আপনার জীবন পরিপূর্ণ হয়

হিতোপদেশ 12:14
মনুষ্য আপন মুখের ফল দ্বারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়, মনুষ্যের হস্তকৃত কর্মের ফল তাহারই প্রতি বর্তে।

হিতোপদেশ 18:20
মানুষের অন্তর তাহার মুখের ফলে পূরিয়া যায়, সে আপন ওষ্ঠে কৃত উপার্জনে পূর্ণ হয়।

আমাদের মুখের বাক্য আমাদের জীবনকে সব ভাবে প্রভাবিত করে। তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষকে প্রভাবিত করে। একজন মানুষের উদর তাঁর অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি আমাদের বাক্য, উত্তম বস্তু দ্বারা পূর্ণ হতে পারে, পরিতৃপ্ত হতে পারে, পুষ্টি লাভ করতে পারে, আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, ঠিক যেমন ভাবে খাবার আমাদের উদরের প্রতি করে। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, তা আমাদের মুখের বাক্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের মুখের বাক্যের ফলাফল দিয়ে আমাদের জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু মুখ দিয়ে বলি সেই বাক্য যে ফল প্রদান করে আর সেই ফল নিয়েই আমরা আমাদের জীবন কাটাই।

আপনার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে কী দিয়ে পূর্ণ করতে চাইবেন? সাহস, প্রত্যয়, বিশ্বাস, প্রত্যাশা, ধার্মিকতা, শান্তি, আনন্দ, নীরবতা, প্রজ্ঞা, শক্তি এবং সকল উত্তম বিষয় দিয়ে অন্তর পূর্ণ করার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত আপনার? ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা রূপে তা করা আমাদের কাছে উপলব্ধ আছে। অবশ্যই আপনি তা-ই চাইবেন! তারপর আমাদেরকে সেই সকল বাক্য বলতে হবে যা আমাদের জীবনকে ঈশ্বর থেকে নির্গত হওয়া গুণ দিয়ে পূর্ণ করে যা কেবলমাত্র তাঁর বাক্যের ও আত্মার শক্তির দ্বারাই সম্ভব। ঈশ্বরের বাক্য মুখে ঘোষণা করুন। খ্রীষ্টতে যা কিছু আপনার, তা ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে আপনি হলেন তাঁর রাজ্যের একটি অংশ এবং সেই কারণে আপনার

কাছে পবিত্র আত্মা থেকে আসা ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ রয়েছে। ঘোষণা করুন যে, যীশু যে শান্তি প্রদান করেন সেই শান্তি আপনার কাছে আছে, আর তা এমন এক শান্তি যা জগৎ আপনাকে দিতে পারে না, যা আমাদের বোধগম্যের বাইরে, এবং যা আপনার হৃদয় ও মনকে রক্ষা করে। ঘোষণা করুন যে আপনার কাছে প্রেম, শক্তি ও সুস্থ মন রয়েছে। ঘোষণা করুন যে সদাপ্রভু হলেন আপনার সাহস। আপনি সিংহের ন্যায় সাহসী। আপনি শক্তিশালী ও সাহসী কারণ আপনি যেখানেই যান, সদাপ্রভু আপনার সঙ্গে আছেন। এমন বাক্য বলুন যা আপনার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে উত্তম বিষয় দিয়ে পূর্ণ করে।

আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা কী বিষয় দিয়ে পূর্ণ হবে বলে আপনি চাইবেন? আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতকে কী বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে চাইবেন? আপনার জীবনের উপর, আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করুন। আপনার মুখের বাক্যের ফল দিয়ে আপনার জীবন পরিপূর্ণ হোক।

25
আপনার মুখের বাক্যে জীবন ও মৃত্যুর শক্তি রয়েছে

হিতোপদেশ 18:21
মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন; যাহারা তাহা ভালবাসে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিবে।

ঈশ্বর জীবন ও মৃত্যুর বিষয়গুলিকে আপনার জিহ্বার শক্তির অধীনে রেখেছেন, অর্থাৎ, যে বাক্য আমরা বলি, তার মধ্যেই রেখেছেন। আমাদের বাক্য জীবন অথবা মৃত্যু নিয়ে আসতে পারে। আমাদের মুখ দিয়ে বলা বাক্যের পরিণতি ভোগ করতে অবশ্যই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদেরকে আমাদের বাক্যের ফলের সাথেই জীবনযাপন করতে হবে।

"মৃত্যু" বলতে "শারীরিক মৃত্যুকে" বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও এই শব্দের মাধ্যমে এখানে প্রতীকী রূপে মহামারী, রোগ, ও ধ্বংসকে বোঝানো হয়েছে। জীবনের মধ্যে সেই সব কিছু রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে ইতিবাচক ভাবে জীবিত থাকতে সাহায্য করে। জীবন শব্দটির মধ্যে সতেজতা ও শক্তি এই দুই ধারণাও অন্তর্ভুক্ত।

যে বাক্য আমরা বলে থাকি, তা আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে, অথবা আশীর্বাদও করতে পারে। যে বাক্য আমরা বলি তা আমাদেরকে সজীব করে, আমাদের মধ্যে জীবন ও শক্তি নিয়ে আসে। অথবা আমাদের মুখের বাক্য আমাদের জীবন চুরমার ফেলতে পারে, এবং আমাদেরকে দুর্বল ও নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে। ঈশ্বর আমাদের বাক্যকে এমন ভাবে পরিকল্পিত করেছেন যাতে এইগুলি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আপনি যা কিছু বলেন তা আপনাকে গেঁথে তুলতে পারে, অথবা ধ্বংস করতে পারে।

সুতরাং, আমরা যেন মুখে বলার জন্য এমন বাক্য বেছে নিই যার মধ্য দিয়ে জীবন প্রবাহিত হয়, এবং আমাদের উপরে ও অন্যান্য লোকেদের উপর আশীর্বাদের দুয়ার খুলে দেয়। ঈশ্বরের বাক্য বলার থেকে আর কিছু

উত্তম হতে পারে না। আপনার জীবনের উপরে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বলুন। খ্রীষ্টতে নতুন সৃষ্টি রূপে ঈশ্বর আপনার সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা ঘোষণা করুন। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী আপনার জীবনে আশীর্বাদ, সমৃদ্ধি, সাফল্য, প্রাচুর্য ও উত্তমতাকে ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে আপনি অনেকের জীবনে আশীর্বাদের কারণ হবেন। ঘোষণা করুন যে আপনি অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য আশীর্বাদ লাভ করবেন। ঘোষণা করুন যে আপনি ঈশ্বরের সকল উদ্দেশ্য ও কার্যভার সম্পন্ন করবেন। ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে মহিমান্বিত হবেন। আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর জীবন ও আশীর্বাদ মুক্ত করার জন্য আপনার মুখের বাক্যকে ব্যবহার করুন।

26
আপনার মুখের মধ্যে তাঁর বাক্য জাতিগণকে প্রভাবিত করতে পারে

যিরমিয় 1:9,10

[9] পরে সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আমার মুখ স্পর্শ করিলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি আমার বাক্য তোমার মুখে দিলাম;

[10] দেখ, উৎপাটন, ভঙ্গ, বিনাশ ও নিপাত করিবার নিমিত্ত, পত্তন ও রোপণ করিবার নিমিত্ত, আমি জাতিগণের উপরে ও রাজ্য সকলের উপরে অদ্য তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

এই দুটি পদে আমরা লক্ষ্য করি ভাববাণীমূলক বাক্যের শক্তি। যিরমিয় যখন ঈশ্বর দত্ত বাক্য ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য ও জাতিগণের উপরে, তখন সেখানে উৎপাটন, ভাঙচুর ও বিনাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ঈশ্বর যে দেশগুলির পতন আনতে চেয়েছিলেন, সেই দেশ ও জাতিগণের পতন হয়েছিল যখন যিরমিয় ঈশ্বরের দেওয়া বাক্য ঘোষণা করেছিলেন। এবং যিরমিয় যখন ভাববাণীমূলক বাক্য বলেছিলেন, তখন বিষয়সকল গেঁথে উঠেছিল, স্থাপিত হয়েছিল।

একটি ভাববণীমূলক বাক্য হল এমন এক বাক্য যা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লোকেদের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা আজও ঈশ্বরের লোকেদের জীবনে কার্যকারী আছেন। তিনি আজও আমাদের দিয়ে ভাববাণী বলান ও তাঁর অনুপ্রাণিত বাক্য প্রকাশ করেন, অথবা লোক ও জাতিগণের উপর ভাববাণীমূলক বাক্য উন্মোচিত করেন। ঈশ্বর যখন তাঁর বাক্য আমাদের মুখে দেন এবং আমরা সেগুলি ঘোষণা করে থাকি, তখন আমরা জাতিগণ ও রাজ্যের আত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ইত্যাদি বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে থাকি। তাঁর বাক্য যা আমাদের মুখ থেকে নির্গত হয়, তা জাতিগণকে প্রভাবিত করতে পারে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে সফল করতে জাগ্রত আছেন (যিরমিয় 1:12)।

27
শুষ্ক অস্থির প্রতি ঘোষণা করুন যাতে সেগুলি প্রাণ ফিরে পায়

যিহিষ্কেল 37:1-7

1 সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত হইল, এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মায় আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে রাখিলেন; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল।

2 পরে তিনি চারিদিকে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন করাইলেন; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে বিস্তর অস্থি ছিল; এবং দেখ, সেই সকল অতিশয় শুষ্ক।

3 পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি কি জীবিত হইবে? আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন।

4 তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল, সদাপ্রভুর বাক্য শুন।

5 প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে।

6 আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব, তোমাদের উপরে মাংস উৎপন্ন করিব, চর্ম দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে, আর তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

7 তখন আমি যেমন আজ্ঞা পাইলাম, তদনুসারে ভাববাণী বলিলাম; আর আমার ভাববাণী বলিবার সময়ে শব্দ হইল, আর দেখ, মড় মড় ধ্বনি হইল, এবং সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন আপন অস্থির সহিত সংযুক্ত হইল।

এই শাস্ত্রাংশটি যিহিষ্কেলের একটি ভাববাণীমূলক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই শুষ্ক অস্থিগুলি ইস্রায়েল জাতির পরিস্থিতি প্রকাশ করার একটি চিত্র ছিল, যারা তাদের নিজস্ব দেশ থেকে ছিন্নবিন্ন হয়ে গিয়েছিল ও নিজেদের আশাহীন বোধ করেছিল (যিহিষ্কেল 37:11,12)। ঈশ্বর যিহিষ্কেলের মধ্যে দিয়ে ভাববাণীমূলক বাক্য দিলেন - ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া বাক্য - এই শুষ্ক অস্থিগুলির প্রতি। তখন এই অস্থিগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত হল, তাদের উপর মাংস উৎপন্ন হল, তাদের মধ্যে জীবন প্রবেশ করল ও তারা এক মহান সৈন্যদলে পরিণত হল (যিহিষ্কেল 37:10)। ভাববাণীমূলক বাক্যের দ্বারা একটি সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ প্রভাবিত হয়েছিল। ভাববাণীমূলক বাক্য ছিল একটি বাহন, যার দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের

শক্তি এই পৃথিবীর উপর উন্মুক্ত করা হয়েছিল।

এমনকি বর্তমানেও, পবিত্র আত্মা আমাদের অনুপ্রাণিত করেন ও আমাদের মধ্যে ভাববাণীমূলক বাক্য প্রদান করেন। সেই বাক্য আমাদের নিজেদের জীবন, অন্যান্য মানুষ, শহর, অঞ্চল ও জাতির প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে। আমরা যখন তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া বাক্যকে ঘোষণা করে থাকি, তখন শুষ্ক অস্থিগুলি জীবিত হয়ে ওঠে! অর্থাৎ যা মৃত, তা জীবন্ত হয়ে ওঠে! মানুষজন ও জাতিগণ প্রত্যাশা ও জীবন সহকারে উত্থাপিত হয়। মনে রাখবেন, যেমন ভাবে পবিত্র আত্মা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেন, এই শুষ্ক অস্থির প্রতি ঘোষণা করুন, সেগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে!

28
আপনার মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয়

দানিয়েল 10:12
তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে দানিয়েল, ভয় করিও না, কেননা যে প্রথম দিন তুমি বুঝিবার জন্য ও তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে বিনীত করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিয়াছিলে, সেই দিন হইতে তোমার বাক্য শুনা হইয়াছে; এবং তোমার বাক্য প্রযুক্ত আমি আসিয়াছি।

যে বাক্য আমরা এই পৃথিবীতে বলে থাকি, সেগুলি স্বর্গে শোনা হয়ে থাকে। আমাদের মুখের বাক্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া রূপে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের কাজ করতে প্রেরণ করেন।

আমরা প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে বাক্য ঘোষণা করি। আমাদের বিশ্বাসকে ব্যবহার করার জন্য বাক্য বলে থাকি। অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আত্মার খড়্গ রূপী বাক্যকে আমরা বলে থাকি। মানুষকে আশীর্বাদ করার জন্য আমরা বাক্য বলে থাকি। আমরা সুস্থতা, উদ্ধার ও লোকেদের জীবনে অলৌকিক কাজ সাধন করার জন্য বাক্য ঘোষণা করে থাকি। পর্বত সরানোর জন্য ও ঝড় শান্ত করার জন্য আমরা বাক্য বলে থাকি। এই পৃথিবীর উপর আমাদের কর্তৃত্বকে দৃঢ় করতে ও হালকা করতে আমরা বাক্য বলে থাকি। আমাদের মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয়ে থাকে! আমাদের বাক্যের প্রত্যুত্তরে স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

আপনি যখন জানেন যে স্বর্গে আপনার বাক্য শোনা হয়ে থাকে, তখন আপনি কী প্রকারের বাক্য বলবেন? স্বর্গে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই আছে। *"অনন্তকালের নিমিত্ত, হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত"* (গীতসংহিতা 119:89)। যে বাক্য আমরা প্রার্থনার দ্বারা বলে থাকি, বিশ্বাসে, যুদ্ধের সময়ে, পরিচর্যাতে, কর্তৃত্ব ব্যবহার করার সময়ে বলে থাকি - সকল পরিস্থিতিতে যা বলে থাকি - সেগুলি যেন ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হয়ে থাকে, যা ইতিমধ্যে স্বর্গে সংস্থাপিত হয়েছে। মনে রাখবেন, আপনার মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয়ে থাকে। সর্বদা স্বর্গের অনুযায়ী কথা বলুন। দেখেবন স্বর্গ আপনার হয়ে কাজ করবে।

29
বাক্য আত্মিক জগৎ থেকে স্বাভাবিক জগৎ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়

দানিয়েল 10:17-19

17 কারণ আমার এই প্রভুর দাস কি প্রকারে আমার এই প্রভুর সহিত কথা বলিতে পারে? এক্ষণে আমার কিছুমাত্র বল নাই, আমার মধ্যে শ্বাসও নাই।

18 তখন সেই যে ব্যক্তি দেখিতে মানুষের ন্যায়, তিনি পুনর্বার স্পর্শ করিয়া আমাকে সবল করিলেন।

19 আর তিনি কহিলেন, হে মহাপ্রীতি-পাত্র, ভয় করিও না, তোমার শান্তি হউক, সবল হও, সবল হও। তিনি আমার সহিত আলাপ করিলে আমি সবল হইলাম, আর বলিলাম, আমার প্রভু বলুন, কেননা আপনি আমাকে সবল করিয়াছেন।

দানিয়েলের সঙ্গে যখন স্বর্গদূত দেখা করতে এসেছিলেন, তখন তিনি বিহ্বল, দুর্বল, শক্তিহীন এবং ভীত হয়ে পড়েছিলেন। স্বর্গদূত তাকে স্পর্শ করেছিলেন ও তাকে এই কথাটি বলেছিলেন, *"ভয় করিও না, তোমার শান্তি হউক, সবল হও"*। এবং দানিয়েল শক্তি পেয়েছিলেন। স্বর্গদূত যে বাক্য দানিয়েলকে বলেছিলেন, তা দানিয়েলের জীবনে শান্তি ও শক্তি প্রদান করেছিল। বাক্য আত্মিক জগতের সঙ্গে স্বাভাবিক ও শারীরিক জগতের যোগসূত্র স্থাপন করে।

মানুষ হিসেবে, ঈশ্বর আমাদের এমন ভাবে নির্মাণ করেছেন যাতে আমরা স্বাভাবিক ও আত্মিক উভয় জগতের মধ্যেই কাজ করতে পারি। বিশ্বাসী হিসেবে, আত্মিক জগতে যীশু খ্রীষ্টতে আমরা ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে বসেছি। আমরা খ্রীষ্টতে রয়েছি। আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকার ও খ্রীষ্টের সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকার। আত্মিক জগতে এটাই আমাদের পরিচয়। আত্মিক জগতে ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করতে আমাদের বাক্য আমাদের সাহায্য করে এবং এই স্বাভাবিক জগতে তা ব্যবহার করে কারও জীবনে পরিচর্যা করতে সাহায্য করে।

উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা অসুস্থ ব্যক্তিদের জীবনে পরিচর্যা করি ও তাদের জীবনে সুস্থতা নেমে আসার আদেশ দিই, তখন কি এই স্বাভাবিক

জগতে আমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা সেই অলৌকিক আরোগ্যতা নিয়ে আসতে পারে? কিছুই না। আমরা যা করছি, তা হল খ্রীষ্টের পূর্ণ করা কাজকে গ্রহণ করছি, আত্মিক জগতে আমাদের অভিষেক ও কর্তৃত্বকে সঙ্গে রাখছি এবং লোকেদের শারীরিক দেহের উপর তা পরিচর্যা করছি। আমাদের বাক্য আত্মিক জগৎকে শারীরিক জগতের সাথে যোগসূত্র করে। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে কথা বলি, তখন আত্মিক জগতে আমাদের জন্য যা কিছু রাখা আছে, সেগুলি স্বাভাবিক জগতে মুক্ত করি। যেমন স্বর্গে তেমনই এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে চাই তাঁর রাজ্য আসবে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে, আর এই কারণেই আমরা বেঁচে আছি। এটা করার একটি উপায় হল তাঁর বাক্য অনুযায়ী কথা বলা যাতে তিনি আমাদেরকে আত্মিক জগতে যা কিছু দিয়েছেন, সেগুলি স্বাভাবিক জগতে মুক্ত করতে পারি।

30
দুর্বল বলুক যে আমি সবল

যোয়েল 3:9,10

৯ তোমরা জাতিগণের মধ্যে এই কথা প্রচার কর, যুদ্ধ নিরূপণ কর, বীরগণকে জাগাইয়া তুল, যোদ্ধা সকল নিকটবর্তী হউক, উঠিয়া আইসুক।

১০ তোমরা আপন আপন লাঙ্গলের ফাল ভাঙ্গিয়া খড়্গ গড়, আপন আপন কাস্তে ভাঙ্গিয়া বর্শা প্রস্তুত কর; দুর্বল বলুক, আমি বীর।

যোয়েল 3 অধ্যায়ে যিহোশাফতের উপত্যকায় হরমাগিদোনের যুদ্ধ ও সদাপ্রভুর দিনের কথা ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে। জাতিগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেবে। যোয়েল বর্ণনা করেন যে শান্তিপূর্ণ বস্তুগুলিকেও (লাঙ্গল, কাস্তে) যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে (খড়্গ ও বর্শা)। এই প্রক্রিয়ায় একটি আকর্ষণীয় কথা বলা হয়েছে, *"দুর্বল বলুক, আমি বীর"*। দুর্বল যেন না বলে "আমি দুর্বল"। বরং দুর্বল যেন বলে যে "আমি বীর" এবং যুদ্ধে অগ্রসর হয়।

যখন আমাদের অনুরূপ ইচ্ছা নাও হয়, তখনও কি ঈশ্বরের বাক্যে তিনি যা ঘোষণা করেছেন, সেটাকে স্বীকার করা আমাদের জন্য সঠিক হবে?

যারা পাপের সাথে লড়াই করছে, তাদের জন্য এটা বলা কি সঠিক হবে যে "পাপ আর আমার উপর কর্তৃত্ব করবে না", যাতে তারা পাপের উপর বিজয়লাভ করতে পারে? অবশ্যই!

যারা পাপের প্রলোভনের মুখে পড়ছে (অর্থাৎ আমরা সবাই), তারা যেন বলে, "আমার পুরাতন পাপময় স্বভাব খ্রীষ্টের সাথে ক্রুশার্পিত হয়েছে এবং আমার জীবনের উপর পাপের শক্তি ভেঙে গিয়েছে। পাপ আর আমার উপর রাজত্ব করবে না"।

যারা অসুস্থ, তাদের পক্ষে এটা বলা কি সঠিক হবে যে "আমি যীশুর ক্ষতসকল দ্বারা সুস্থতা লাভ করেছি" যাতে তারা সুস্থ হতে পারে? অবশ্যই!

অসুস্থ ব্যক্তি যেন বলে "যীশু নিজে আমার অসুস্থতাকে ও আমার

সকল যন্ত্রণাকে বহন করেছিলেন এবং তাঁর ক্ষতসকল দ্বারা আমি আরোগ্য হয়েছি"।

যারা অভাবে রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা বলা কি সঠিক হবে যে "আমার ঈশ্বর আমার সকল প্রয়োজন মেটাবেন" যাতে তাদের প্রয়োজন মিটতে পারে? অবশ্যই!

যারা অভাবে রয়েছে তারা যেন বলে "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হবে না। আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন"।

যারা শক্তিহীন অনুভব করছে, তাদের পক্ষে এটা বলা কি সঠিক হবে যে "সত্যিই আমি শক্তিতে পরিহত কারণ পবিত্র আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠান করেন" যাতে তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে এগিয়ে যেতে পারে? অবশ্যই!

আসুন, আমরা বলি "আমার উপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করার পর আমি শক্তি লাভ করেছি এবং আমি দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, ভগ্ন হৃদয়কে যুক্ত করার জন্য, বন্দিদের মুক্ত করার জন্য অভিষিক্ত হয়েছি"।

আপনার সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্য যা কিছু বলে তা সত্য, আর সেই সত্য দৃঢ়তা সহকারে বারবার মুখ দিয়ে বলুন। যদি করতে মন না-ও চায় তখনও তা করুন। ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য। বাস্তবের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের সত্য অনন্তকালীন ও কখনোই পরিবর্তন হবে না। আপনি যা কিছুর সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই বাস্তবকে ঈশ্বরের বাক্যের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে বুঝবেন যে সেই বাস্তব বিষয়েরও পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। দুর্বল বলুক "আমি বীর", আর সেই আশ্বাসে সবল হয়ে উঠুক।

31
আপনার মুখের বাক্য দিয়ে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করবেন না

মালাখি 3:13-16

13 তোমরা আমার বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত কথা বলিয়াছ, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কিসে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছি? তোমরা বলিয়াছ, ঈশ্বরের সেবা করা অনর্থক;

14 এবং তাঁহার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা করাতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শোকবেশে গমনাগমন করাতে আমাদের লাভ কি হইল?

15 আমরা এখন দর্পী লোকদিগকে ধন্য বলি; হাঁ, দুষ্টাচারীরা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়াও রক্ষা পায়।

16 তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন; আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হইল।

কল্পনা করুন যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মুখের কথা ও করা কাজের দ্বারা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। ঈশ্বর আপনার মুখের কথা শোনেন। ষোলো পদটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে যারা ঈশ্বরকে ভয় পায়, তাঁর প্রতি ভক্তি সহকারে কথা বলে ও তাঁর নামের ধ্যান করে থাকে, সেই লোকেদের উদ্দেশে একটি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হয়েছে।

আমরা যে কথাগুলি বলে থাকি, তা ঈশ্বর শোনেন। তিনি যখন আপনার মুখের কথা শোনেন তখন তাঁর কী রকমের অনুভূতি হবে বলে আপনি চাইবেন? অবশ্যই আপনি ঈশ্বরকে আপনার কথার মাধ্যমে আঘাত দিতে চাইবেন না অথবা অসন্তুষ্ট করতে চাইবেন না।

আমরা যা কিছু মুখ দিয়ে বলে থাকি তা যেন ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে ও তাঁর হৃদয়কে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু তা আমরা কীভাবে সুনিশ্চিত করতে পারি? সেটা তখনই সম্ভব যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলে থাকি ও তাঁর দৃষ্টিতে সঠিক কথা বলে থাকি।

আপনার মুখের বাক্য যেন ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট না করে। ঈশ্বর যা বলেছেন, আপনি তাই বলুন। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তাঁর বাক্য ঘোষণা করুন। তাঁকে জানান যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আপনি তাঁর ও তাঁর বাক্যের সম্মান করেন।

32
“লেখা আছে” কথাটি বলতে শিখুন—যা যীশু বলতেন

মথি 4:1-4

1 তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।
2 আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন।
3 তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলি রুটি হইয়া যায়।
4 কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, লেখা আছে, “মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে।”

প্রভু যীশু হলেন সকল বিষয়ে আমাদের সিদ্ধ উদাহরণ, যাঁকে আমরা অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকি। প্রান্তরে যীশু যে তিনটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই ঘটনাটি আমাদের জন্য বাইবেলে লিখিত আছে। এগুলি ছাড়াও তিনি আরও অনেক পরীক্ষা অথবা প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সকল দিক থেকেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন (প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সমস্ত ভাবে), ঠিক যেমন আমরা পরীক্ষিত হয়ে থাকি, আর সেই সবকিছুর মধ্যেও তিনি কোনো পাপ করেননি (ইব্রীয় 4:15)। এই সকল পরীক্ষার বিষয় আমাদের কাছে লিখিত অবস্থায় নেই। কিন্তু, মথি 4 অধ্যায়ে লেখা তিনটি পরীক্ষার কথায়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যেকবারই প্রভু যীশু ঈশ্বরের বাক্য বলার মাধ্যমে সেইসব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক বার-ই বলেছিলেন “লেখা আছে”। সুতরাং, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে তিনি প্রত্যেক পরীক্ষা একই ভাবে মোকাবিলা করেছিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য বলার মাধ্যমে।

প্রত্যেক প্রলোভনের মুখে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে “লেখা আছে” কথাটি বলতে শিখুন। ঈশ্বর যা বলেছেন, তাই বলুন। প্রলোভনকে ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য বলুন। যখন কোনো প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছেন, তখন বলুন “লেখা আছে যে আমার দেহ হল পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি আমার মধ্যে বাস করেন। লেখা আছে

যে পাপ আমার উপর কর্তৃত্ব করবে না। আমি আমার দেহকে ধার্মিকতার উপকরণরূপে সমর্পণ করছি"। যখন এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে অনতিক্রম্য প্রতিকূলতা রয়েছে, তখন বলুন "লেখা আছে, আমি ঈশ্বর হতে জাত এবং আমি এই জগৎকে জয় করেছি। এই বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। ঈশ্বর সর্বদা আমাকে জয়ী করেন। এই পরিস্থিতিতেও আমি জয়ী হব"। "লেখা আছে" কথাটি বলতে শিখুন কারণ যীশু তাই করেছিলেন। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের বাক্য বলুন।

33
মুখের বাক্যের সাহায্যে মন্দ আত্মা দূর করুন

মথি 8:16

আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন।

আমরা যখন বাইবেলে লেখা চারটি সুসমাচারের মধ্যে যীশুর পরিচর্যা লক্ষ্য করি, তখন দেখতে পাই যে তিনি কীভাবে মন্দ আত্মাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতেন। তিনি আদেশ সহকারে কথা বলার দ্বারা মন্দ আত্মাদের উপরে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মথি এখানে লিখেছেন যে তিনি মুখের বাক্য দ্বারা মন্দ আত্মাদের দূর করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র আদেশ করেছিলেন।

আসুন, আমরা যীশুর উদাহরণকে অনুসরণ করি। আমাদের মুখের বাক্য হল আমাদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের একটি অভিব্যক্তি, যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়েছে। তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকারের মধ্যে দিয়ে এই কর্তৃত্বকে বহন করে থাকি। আমরা তাঁর কর্তৃত্বে গমনাগমন করি। যখন আমাদেরকে মন্দ আত্মার মোকাবিলা করতে হয়, তখন যেন আমরা এই কর্তৃত্বপূর্ণ কথা বলার দ্বারাই তা করি। আমরা আদেশ করি ও মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করি।

কর্তৃত্বপূর্ণ কথা বলতে শিখুন। এ আপনি নিজের জন্য করুন এবং যখন অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করছেন, তখনও করুন। যখন আপনি ভয়ের চিন্তাভাবনার সম্মুখীন হচ্ছেন, এইরূপ কথা বলতে শিখুন, "যীশুর নামে, আমি ভয়ের আত্মাকে এই মুহূর্তে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিই। যীশুর নামে আমি ভয়ের চিন্তাভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করি"। সাধারণত আপনি মন্দ আত্মাকে সেই নামেই ডাকেন, যা সেই পরিস্থিতিকে বর্ণনা করে। আপনি যদি অনুভব করেন যে একটি অস্বাভাবিক বা অব্যক্ত "বিষয়" বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, তাহলে সেই বিভ্রান্তির উপর কর্তৃত্ব ফলান। এইরূপ বলতে শিখুন, "যদিও বা এই মুহূর্তে বিভ্রান্তির আত্মা কাজ করছে, যীশুর নামে আমি সেই বিভ্রান্তির আত্মার উপরই ক্ষমতা রাখি। আমি তাদের কার্যক্ষমতাকে বেঁধে

ফেলছি। যীশুর নামে আমি তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ করছি"। যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি পরিচর্যা করছেন এবং আপনি জানেন যে সেই অবস্থাটি কোনো মন্দ আত্মার কারণে তৈরি হয়েছে, তখন বলুন, "যীশুর নামে, আমি এই রোগের আত্মার উপর কর্তৃত্ব ভার নিই ও তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিই"।

আদেশ করুন ও মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করুন। যীশু তাই করেছিলেন, এবং আমরাও যেন তা করি।

34
যখন আপনি তাঁকে এই পৃথিবীতে স্বীকার করেন, তখন তিনি আপনার নাম স্বর্গে উল্লেখ করেন

মথি 10:32,33

32 অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।

33 কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।

যীশুর এই কথাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা যদি তাঁকে মানুষের সামনে স্বীকার করি, তাহলে তিনি স্বর্গে পিতার সামনে আমাদেরকেও স্বীকৃতি জানাবেন।

গ্রিক ভাষায় "স্বীকার" কথাটি *'হোমোলোগিয়া'* শব্দ থেকে এসেছে। এই শব্দটি দুটি শব্দের মিশ্রনে তৈরি হয়েছে। সেই দুটি শব্দ – *'হোমো'* অর্থাৎ "সমান", এবং *'লোগোস'* অর্থাৎ "কোনো কথিত বাক্য"। তাই, স্বীকার করার অর্থ হল একই বিষয় বলা, সহমত হওয়া, স্বীকৃতি দেওয়া, প্রকাশ্যে ঘোষণা করা।

স্বীকার করার অর্থ হল অপর ব্যক্তির মতোই একই বিষয় বলা। বাইবেল ভিত্তিক স্বীকারোক্তি হল ঈশ্বর তাঁর বাক্যে যা কিছু বলেছেন, সেই সবকিছুর সঙ্গে সহমত হওয়া। ঈশ্বর যা বলেছেন, সেই একই বিষয় বলা। আমরা সেটাই বলি যা তিনি বলেছেন। আপনি নিজের ইচ্ছামতো কোনো কিছু বলে সেটাকে স্বীকারোক্তি বলতে পারেন না যদি সেটা ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত হয়।

যীশু নিজের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, আমরা যেন সেটাই স্বীকার করি। যীশুর সম্বন্ধে আমাদের স্বীকারোক্তি যেন সেই বিষয়ে সহমত হয় যা যীশু নিজের সম্বন্ধে বলেছেন। যীশু হলেন খ্রীষ্ট (মশীহ), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। তিনি হলেন পথ, সত্য, ও জীবন, তাঁকে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না। যখন আমরা তাঁকে মানুষের সামনে স্বীকার করি -

অর্থাৎ সেই বিষয়গুলি বলি যা তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন - তখন তিনি আমাদের স্বর্গে পিতার সামনে স্বীকার করবেন (তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে আমরা নিজেদের বিষয়ে যা কিছু বলি, সেগুলির সঙ্গে তিনি সহমত হন)। তখন আপনি বলতে পারেন "আমি ঈশ্বরের সন্তান, যীশুর রক্ত দ্বারা ধৌত, পাপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত, ঈশ্বরের রাজ্যে আনিত"...এবং আরও অনেক কিছু...এবং এসবই যীশু স্বর্গে পিতার সামনে আপনার বিষয়ে স্বীকার করবেন!

যীশু নিজের সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন ও শাস্ত্র তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু প্রকাশ করেছে, তাই স্বীকার করুন। তিনি হলেন উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা। তিনি হলেন শান্তিরাজ। লোকেদের সামনে তাঁকে স্বীকার করুন। তিনি আপনাকে ঈশ্বর পিতার সামনে স্বীকার করবেন।

35
আপনার হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা আপনার মুখের বাক্য আপনার জীবনে মুক্ত করে

মথি 12:33-35

33 হয় গাছকে ভাল বল, এবং তাহার ফলকেও ভাল বল; নয় গাছকে মন্দ বল, এবং তাহার ফলকেও মন্দ বল;

34 কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়। হে সর্পের বংশেরা, তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে পার? কেননা হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া উঠে, মুখ তাহাই বলে।

35 ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে।

একটি গাছকে তার ফল দ্বারা আমরা চিনতে পারি। গাছটি কী ফল ধারণ করবে সেটা নির্ভর করে গাছটি কী প্রকারের। যীশু এই বিষয়টিকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করলেন। আমাদের হৃদয় যদি মন্দ হয়, তাহলে আমাদের মুখ মন্দ বিষয় বলবে কারণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেটাই আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

35 পদে, আমরা শিখেছি যে আমরা আমাদের জীবনে যা কিছু ধারণ করি (অর্থাৎ ফল) তা নির্ভর করে আমাদের হৃদয়ে কী রয়েছে। আপনার হৃদয়ে যদি উত্তম বিষয় সঞ্চিত থাকে (উত্তম ধন), তাহলে আপনি উত্তম ফল ধারণ করবেন। আর মানে আপনার জীবনে উত্তম বিষয়গুলিই উৎপন্ন হবে।

আমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে (উত্তম ধন) সেটাকে আমাদের জীবনের বাইরে বের করে আনার (ফল) পিছনে আমাদের মুখের বাক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ হৃদয় থেকে যা উপচে পড়ে (উত্তম ধন) মুখ সেকথাই ব্যক্ত করে।

মুখের বাক্য আমাদের হৃদয়ের বিষয়গুলিকে আমাদের জীবনে মুক্ত করে। যে কথাগুলি আমরা বলে থাকি, সেগুলির দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত বিষয়গুলি আমাদের জীবনে মুক্তি পায়।

উত্তম বিষয় সঞ্চয় করে রাখুন। আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে খ্রীষ্টের বাক্য যেন প্রচুর পরিমাণে আমাদের মধ্যে বাস করে (কলসীয় 3:16)। ঈশ্বরের বাক্য প্রচুর পরিমাণে আপনার মধ্যে সঞ্চয় করে রাখুন। তখন আপনি যে কথাগুলি বলবেন, সেগুলি আপনার ভিতরে ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হবে। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলা ছাড়া আপনি আর কিছু করতে পারবেন না, কারণ সেটাই আপনার ভিতরে সঞ্চিত আছে। আপনি উত্তম বিষয়ও উৎপন্ন করবেন, কারণ আপনার হৃদয় থেকেই সেই শক্তি নির্গত হয় যা আপনার জীবনকে আকার দিয়ে থাকে (হিতোপদেশ 4:22)। মুখের বাক্য আপনার হৃদয়ের বিষয়গুলিকে আপনার জীবনে মুক্ত করে। ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পূর্ণ হন। ঈশ্বরের বাক্য বলুন।

36
আপনি আপনার বাক্য দ্বারাই নির্দোষ অথবা দোষী প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন

মথি 12:36,37
[36] আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে।
[37] কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী বলিয়া গণিত হইবে।

আমাদের মুখের বাক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ? যীশু বলেছেন যে আমাদের অনর্থক কথাগুলির জন্য একদিন আমাদের হিসেব দিতে হবে। হিতোপদেশ 18:21 পদে আমরা লক্ষ্য করেছি যে জীবন ও মৃত্যুর শক্তি আমাদের মুখের বাক্যে রয়েছে। মথি 12:36,37 পদগুলিতে যীশু আমাদের মুখের কথার অনন্তকালীন পরিণতির বিষয় প্রকাশ করেছেন। আমাদের কুখের বাক্য অনুযায়ীই আমাদেরকে নির্দোষ অথবা দোষী প্রতিপন্ন করা হবে। ইহকালে ও পরকালে মুখের বাক্য যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের মুখের কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

গ্রিক ভাষায় "অনর্থক" শব্দটি হল *'আর্গস'*, অর্থাৎ, "নিষ্ক্রিয়, যাকে নিযুক্ত করা হয়নি, যা লাভজনক নয়, বেকার, ধীর, অনুর্বর"। যীশু বলেছেন যে আমাদের মুখের অনর্থক কথাগুলির জন্যও আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। সেইসব কথা যা আমরা মুখ দিয়ে বলে থাকি ঠিকই কিন্তু যা অনর্থক, অর্থাৎ, সেই কথাগুলিকে আমরা সক্রিয় ভাবে কাজে লাগাই না। আমাদের জানা নেই যে কীভাবে সেই বিচার করা হবে, কিন্তু আসুন, আমরা যেন তাঁর এই সতর্কবার্তাটিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি।

অনর্থক কথা বলার পরিবর্তে, এমন কথা বলুন যা আপনার জন্য ও আপনার আশেপাশের মানুষদের জন্য উপকারী, ফল উৎপন্নকারী ও লাভজনক। এমন কথা বলুন যা আপনার জীবনে ও অন্যান্য মানুষের জীবনে অনন্ত জীবন, আশীর্বাদ, শক্তি ও ক্ষমতা মুক্ত করবে। এমন কথা

বলুন যা আপনাকে ও আপনার আশেপাশের মানুষদের ন্যায্য প্রতিপন্ন করবে, উত্তীর্ণ করবে, উন্নীত করবে ও তুলে ধরবে। ঈশ্বরের বাক্য বলুন।

37
আমাদের মুখের বাক্য কোনোকিছুকে বাঁধতে ও মুক্ত করতে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে মুক্ত করে

মথি 16:18,19

18 আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।

19 আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

যীশু খ্রীষ্ট রূপী পাথরের উপর (মশীহ), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্রের উপর মণ্ডলী গেঁথে তোলা হয়েছে। এই ছিল পিতরের সেই মহান স্বীকারোক্তি যা পিতার প্রত্যাদেশ দ্বারা এসেছিল। যীশু যে মণ্ডলীকে গড়ে তুলছেন সেটি একটি শক্তিশালী মণ্ডলী, যার বিরুদ্ধে নরকের পুরদ্ধার জয়ী হতে পারবে না অথবা প্রতিরোধ করতে পারবে না। প্রভু যীশু এই মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্ব (চাবি) প্রদান করেছেন। ঈশ্বরের রাজ্যকে এই জগতে প্রকাশ করার জন্যই এই পৃথিবীর উপর মণ্ডলী স্থাপন করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে।

কীভাবে এই পার্থিব জগতে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে অনুশীলন করা যেতে পারে? যীশু বলেছেন যে আমরা এই পৃথিবীতে "বাঁধব" ও "মুক্ত" করব। বাঁধা শব্দটির অর্থ হল কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করা, অনুমতি না দেওয়া, এবং বেয়াইনি বলে ঘোষণা করা। "মুক্ত" করা শব্দটির অর্থ হল ধ্বংস করা, বন্ধ করা, মুক্ত করা, পরাজিত করা, এবং নষ্ট করা। কীভাবে আমরা বাঁধি ও মুক্ত করি? আমরা লক্ষ্য করি যে যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজে দুটি বিষয়ই করেছেন। তাঁর মুখের বাক্যের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্ব ব্যবহার করার দ্বারাই তিনি তা করেছেন। বোবা ও বধিরকে তিনি বলেছিলেন, *"খুলে যাক"* এবং তাদের কান ও জিহ্বা মুক্ত হয়েছিল (মার্ক 7:33-35)। তিনি সেই মহিলাকে বলেছিলেন, *"তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হইলে"* (লূক 13:12)। যীশু কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলেছিলেন যা লোকেদের মুক্ত করেছিল ও দিয়াবলের কাজকে রুদ্ধ করেছিল।

আমরা তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করি। যীশুর নামে আমরা কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলে থাকি। যে কর্তৃত্ব আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেই কর্তৃত্বের সাহায্যে মুখের কথা দ্বারা আমরা বাঁধি ও মুক্ত করি। একজন বিশ্বাসী রূপে ঈশ্বরের রাজ্যের যে কর্তৃত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা আপনি আপনার মুখের বাক্যের সাহায্যে ব্যবহার করুন। আপনার মুখের বাক্য কোনোকিছুকে বাঁধতে ও মুক্ত করতে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে মুক্ত করে! কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলুন।

38
পর্বতকে আদেশ দিন

মথি 17:20
তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,'

সুসমাচারের মধ্যে বিশ্বাস নিয়ে যীশু যা শিক্ষা দিয়েছেন তা যদি আমরা অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা দেখব যে তিনি আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করার উপর অনেকটাই গুরুত্ব দিয়েছেন। মথি 17 অধ্যায়ে, শিষ্যেরা যখন মন্দ আত্মাদের দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং যখন তারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন তারা এই কাজটি করতে পারলেন না, তখন যীশু তাদেরকে তাদের অবিশ্বাস অথবা অল্প-বিশ্বাসের দিকে দৃষ্টি দিতে শেখালেন। তারপর তিনি তাদের (এবং আমাদের) বিশ্বাসের বিভিন্ন সম্ভাবনার উপর শিক্ষা দিতে লাগলেন, আমরা কী করতে পারি এবং কীভাবে আমাদের বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে পারি ইত্যাদি।

সারাংশে, বিশ্বাস শুধুমাত্র মন্দ আত্মা ও তাদের কাজ ধ্বংস করে না, বরং স্বাভাবিক পৃথিবীতেও পরিবর্তন সাধন করে (যেমন, পর্বতকে এই স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যেতে বলা)। যীশু বলেছেন যে বিশ্বাসের দ্বারা "কোনো কিছুই আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়"। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে, তার দ্বারাই আমরা এই কাজ সম্পন্ন করতে পারি। তিনি বলেছেন যে আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস এতটাই কার্যকারী যে একটি সর্ষে দানার মতো বিশ্বাসও পর্বতকে সরাতে পারে। বিশ্বাস ব্যবহার করার উপায় হল মুখ দিয়ে বলা! আপনার বিশ্বাসকে মুখ দিয়ে স্বীকার করুন। আপনার হৃদয়ের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসের সাহায্যে এমন বাক্য ব্যক্ত করুন যা আপনার বিশ্বাসকে বর্ণনা করে।

তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমরা যেন অবশ্যই পর্বতের উদ্দেশে কথা বলি। যখন আমরা পর্বতকে অর্থাৎ কোনো প্রকারের বাধাবিপত্তি সরাতে চাই, তখন আমাদের উচিত পর্বতকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা। তা না

করে প্রায়ই আমরা পর্বতের কথা অন্যদের বলার ভুল করে থাকি। অনেক সময়ে, আমরা এই পর্বতের বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে নালিশ করি, যেন তিনি জানেন না যে পর্বতটি সেখানে উপস্থিত আছে। যীশু স্পষ্ট ভাবে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে আমরা যেন পর্বতের প্রতি কথা বলি। মন্দ আত্মাদের আদেশ করি। অসুস্থতাকে আদেশ করি। ঝড়কে আদেশ করি। পরিস্থিতির মধ্যে ঘোষণা করি। অভাবের মধ্যে ঘোষণা করি। বন্ধ দরজাকে আদেশ করি। আমাদের স্বাভাবিক জগতের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি আদেশ করি। আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী আদেশ করুন। তিনি বলেছেন, *"কোনো কিছুই তোমাদের জন্য অসম্ভব নয়"*। আসুন, বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা যীশুর নির্দেশকে অনুসরণ করি। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

39
আপনার প্রত্যাশিত পরিণতি মুখে স্বীকার করুন

মার্ক 5:25-34

25 আর একজন স্ত্রীলোক বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হইয়াছিল,

26 অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, এবং সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু উপশম পায় নাই, বরং আরও পীড়িত হইয়াছিল।

27 সে যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল।

28 কেননা সে কহিল, আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব।

29 আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রোত শুকাইয়া গেল; আর আপনি যে ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শরীরে টের পাইল।

30 যীশু তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহা হইতে শক্তি বাহির হইয়াছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিল?

31 তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি দেখিতেছেন, লোকেরা আপনার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছে, তবু বলিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল?

32 কিন্তু কে ইহা করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

33 তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাহার প্রতি কি করা হইয়াছে জানাতে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত করিল, আর সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল।

34 তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক।

এই মহিলা হয়তো নিজের মধ্যেই এই কথাটি চিন্তাভাবনা করেছিলেন, "আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব"। অবশেষে তিনি এই কথাটি মুখে স্বীকার করে উঠলেন, "আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব"। এই ভাবেই অন্যেরা জানতে পেরেছিল যে তিনি কী বলেছিলেন এবং সেটা আমাদের জন্য লিখে রাখা হয়েছে। যীশু এই মহিলার প্রতি সাড়া দিলেন এবং বললেন যে তার বিশ্বাসই তাকে সুস্থ করেছে। সেই মহিলাটির কথা এবং কাজের সঙ্গে তার বিশ্বাসের সামঞ্জস্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, আর সেই অনুযায়ী তিনি কাজ করেছিলেন।

তিনি তার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করেছিলেন ও তার প্রত্যাশিত

পরিণতি মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যদি তিনি যীশুর পোশাকের একটি অংশও স্পর্শ করতে পারেন তাহলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। প্রভু যীশু তার বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিলেন আর সেই বিশ্বাসই তার জীবনে সুস্থতার অলৌকিক কার্য সাধন করেছিল।

সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কিত বাইবেলে যে নীতিবাক্য লেখা আছে, তা আজও দৃঢ় রয়েছে। ঈশ্বর আজও আমাদের হৃদয়ে যে বিশ্বাস আছে তার প্রতি সাড়া দিয়ে থাকেন। আমাদের বিশ্বাস আমাদের কথা ও কাজের দ্বারা ব্যক্ত হয়। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরের কাছে যে পরিণতি প্রত্যাশা করছেন, সেটাকেই মুখে স্বীকার করুন।

40
আপনি যা বলছেন, তা বিশ্বাস করুন এবং সেটা সাধিত হবে

মার্ক 11:22,23
22 যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ।
23 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

অনেক শাস্ত্রাংশের মার্ক 11:22,23 হল এমন একটি অংশ যেখানে যীশু স্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন যে কীভাবে ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসকে কার্যকারী করে তুলতে হয়। যীশু সবেমাত্র একটি ডুমুর গাছকে আদেশ দিয়ে দেখিয়েছেন যে কীভাবে বিশ্বাসকে কার্যকারী করে তুলতে হয়। শিষ্যেরা তাঁর এই আদেশের পরিণতি দেখতে পেয়েছিলেন। যীশু তারপর তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে কীভাবে তারাও ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে কার্যকারী করে তুলতে পারেন।

যীশু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস সহকারে পর্বতকে নিজের স্থান থেকে সরে যাওয়ার আদেশ দিই। আপনি কী বলছেন, সেই বিষয়ে আপনার হৃদয়ে সন্দেহ করবেন না। বিশ্বাস করুন যে আপনি যেটা বলেছেন, সেটাই সাধন হবে। ঈশ্বরের উপরই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একই সময়ে, আমরা স্বাভাবিক জগতের উপরেও কিছু করে থাকি। আমরা বিশ্বাসের বাক্য মুখে ঘোষণা করে থাকি। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা মুখে যা বলি তাই সাধিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা হলাম ঈশ্বরের সহকর্মী। যখন আমরা বিশ্বাসের বাক্য বলে থাকি, তখন যে ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের পক্ষেই কাজ করেন, এবং সেই বিশ্বাসের বাক্য সম্পন্ন করেন। ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসের কারণে, আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে আমরা যা কিছু বলব, তাই সম্পন্ন হবে, কারণ ঈশ্বর তা সাধন করতে সক্ষম।

ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন যে আপনি যা কিছু বলবেন, তাই সাধিত হবে, কারণ ঈশ্বর তা সাধন করবেন। বিশ্বাস করুন যে আপনি যা কিছু বলবেন, তাই ঘটবে।

41
বিশ্বাসের বাক্য প্রার্থনায় বলুন

মার্ক 11:22-24

22 যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ।

23 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

24 এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

একই শাস্ত্রাংশে যেখানে প্রভু যীশু আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদেরকে প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। *"এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর..."*। *"এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলি..." কথাটির অর্থ হল যে, "এই কারণে, আমি তোমাদেরকে বলি..."*। মার্ক 11:24 পদে প্রার্থনা সম্পর্কে যীশু যে প্রতিজ্ঞা আমাদের দিয়েছেন, সেটা মার্ক 11:22,23 পদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

যীশু বলেছেন যে, যখন আপনি প্রার্থনা করেন, আপনি যাই যাচ্ঞা করেন না কেন, যেন আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে আপনি সেটা পেয়েছেন, এবং তাহলে আপনি তাই পাবেন। যখন আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যাচ্ঞা করি, তখন আমরা যেন মেনে নিই যে যা আমরা ঈশ্বর পিতার কাছে যাচ্ঞা করেছি, আমরা তাই লাভ করেছি (1 যোহন 5:14,15)। তাই, আমরা প্রার্থনা করার মুহূর্তেই বিশ্বাস করি যে আমরা পেয়েছি। এটি একটি জটিল বিষয়। আত্মায় তা সাধিত হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা সেটাই অভ্যাস করি যা তিনি আমাদেরকে মার্ক 11:23 পদে শিখিয়েছেন। আমরা প্রয়োজনের প্রতি, পরিস্থিতির প্রতি, সমস্যার প্রতি, পর্বতের প্রতি বাক্য বলে থাকি ও ঘোষণা করি যে আমরা তা প্রার্থনায় লাভ করেছি। পর্বত সরে গিয়েছে—এটাই আমরা মুখ দিয়ে ঘোষণা করি। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে ব্যক্ত হয়। প্রথমত, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা যা প্রার্থনা করেছি তা ইতিমধ্যেই লাভ করেছি। আর দ্বিতীয়ত, যা

প্রার্থনা করেছি তা লাভ করেছি বলে সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রতি সেই মতো বাক্য ঘোষণা করে। প্রার্থনায় বিশ্বাসের বাক্য বলুন। প্রার্থনা হল বিশ্বাসের কথা যা আমরা ঈশ্বরকে বলে থাকি, এবং তারপর যে বিষয় নিয়ে আমরা প্রার্থনা করেছি সেই বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের বাক্য বলে থাকি।

42
তাঁর বাক্যের সঙ্গে সহমত হন

লূক 1:37,38,45
37 কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না।
38 তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।
45 আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে।

লূক 1:37
কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না।

যে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন যে তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভবতী হতে চলেছেন, সেই দূত এই কথা বলে তার বার্তা শেষ করলেন, *"কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না"*। ইংরেজিতে "নাথিং" শব্দটি বাস্তবে তিনটি গ্রিক শব্দের সমষ্টিতে তৈরি একটি জটিল শব্দ *"পাস"* (সকল, প্রত্যেক), "রেমা" (বাক্য, কথিত বাক্য), *"আউ"* (না)। ঈশ্বর থেকে নির্গত প্রতিটি বাক্য শক্তিশালী এবং তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

ঈশ্বর তাঁর বাক্য বলেছেন। স্বর্গদূতেরা এই কাজে সাহায্য করেছিলেন। ঈশ্বরের সেই বাক্যের সঙ্গে সহমত হওয়ার মাধ্যমেই মরিয়ম ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *"আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক"*। বাক্যের সঙ্গে তার একমত হওয়ার অর্থ এই ছিল যে সেই মুহূর্ত থেকে তিনি সেই সকল কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যা তাকে করতে বলা হয়েছিল। পরে, পবিত্র আত্মা ইলিশাবেৎ-এর দ্বারা মরিয়মকে উৎসাহিত করেছিলেন যে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরিয়ম সেই বাক্যের পূর্ণতা দেখবেন যা তাকে বলা হয়েছিল আর যা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

লিখিত শাস্ত্রে ঈশ্বরের কোনো বাক্যই শক্তিহীন নয়। শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্য যা আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা শক্তিশালী এবং অবশ্যই পূর্ণ হবে। তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করার অর্থ হল যে আমরা তাঁর বাক্যের সঙ্গে একমত

হই। মরিয়ম যেমন করেছিলেন, আমরাও একমত হই ও বলি, *"আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক"*। আমাদের চিন্তাভাবনা, কথা বলা ও কাজ করার ধরণ, এই সবটাই তাঁর বাক্যের সঙ্গে আমাদের একমত হওয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। আমরা যদি তাঁর বাক্যের বিপরীতে কথা বলি তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে আমরা তাঁর বাক্যের সঙ্গে একমত নই। আমরা যদি ঈশ্বরের সাথে ও ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত হই, তাহলে আমাদের মুখের বাক্যও যেন তাঁর বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। যখন আমরা আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি, তাঁর বাক্যের সাথে একমত হই, তখন প্রভু আমাদেরকে যে কথাগুলি বলেছেন, সেগুলি সাধিত হবে।

43
রোগব্যাধিকে আদেশ দিন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য

লূক 4:38,39
38 পরে তিনি সমাজ-গৃহ হইতে উঠিয়া শিমোনের বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তখন শিমোনের শাশুড়ী ভারী জ্বরে পীড়িত ছিলেন, তাই তাঁহারা তাঁহার নিমিত্তে তাঁহাকে বিনতি করিলেন।
39 তখন তিনি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল; আর তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

আমরা আমাদের জীবন ও পরিচর্যাতে প্রভু যীশুকে অনুসরণ করে থাকি। কীভাবে যীশু লোকেদের মাঝে পরিচর্যা করে তাদেরকে অসুস্থতা ও রোগব্যাধি থেকে সুস্থ করেছিলেন? যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন অসুস্থতা ও রোগব্যাধিকে দূর করার জন্য এমনটা আমরা কোথাও লক্ষ্য করি না। হ্যাঁ, যীশু অনেকটা সময় পিতার কাছে প্রার্থনায় অতিবাহিত করতেন। কিন্তু অসুস্থতা ও রোগব্যাধির সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে, যীশু কর্তৃত্ব সহকারে ব্যাধির প্রতি আদেশ করতেন যাতে সেই ব্যাধি সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যায়। লূক 4:38,39 পদদুটি এমনই একটি উদাহরণ। প্রভু যীশু জ্বরকে ধমক দিলেন। তিনি জ্বরকে আদেশ করলেন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য, এবং সেই জ্বর সেই মুহূর্তে শিমোনের শাশুড়ীর দেহ থেকে ছেড়ে চলে গেল।

যীশু সর্বদা সঠিক। তিনি হলেন অনন্তকালীন বাক্য। আমাদের ঈশতত্ত্ব মতবাদ যদি এখনও পর্যন্ত রোগব্যাধিকে আদেশ করার মতো শিক্ষা না দেয়, যেমন যীশু করেছিলেন, তাহলে আমাদের ঈশতত্ত্ব মতবাদকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে। যীশু যা বলেছিলেন ও করেছিলেন, সেই বিষয়ের সঙ্গে ঈশতত্ত্বের সামঞ্জস্য নিয়ে আসার প্রয়োজন আছে।

যীশু যে সব কাজ করেছিলেন, আপনাকে ও আমাকে সেসব কাজই করতে হবে। বরং তার থেকেও মহৎ কাজ করতে হবে (যোহন 14:12)। এবং অবশ্যই, আমাদেরকে সেই ভাবেই করতে হবে যেমন ভাবে তিনি

করেছিলেন। যীশু রোগব্যাধির প্রতি বাক্য বলেছিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তাই, আপনি ও আমি, আমরাও যেন একইভাবে বলি। আমরা রোগব্যাধিকে আদেশ দিই যেন তা সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যায়। আমাদের শরীরের প্রতি এবং যাদের প্রতি আমরা পরিচর্যা করছি তাদের প্রতিও আমরা সেই কাজ করতে পারি। যীশুকে অনুসরণ করুন। তিনি যা করেছিলেন তাই করুন। আপনার মুখের বাক্য হল তাঁর দেওয়া কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি। রোগব্যাধিকে আদেশ করুন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

44
ঝড়কে আদেশ করুন

লূক 8:22-25

22 একদিন তিনি স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্যগণ একখানি নৌকায় উঠিলেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আইস, আমরা হ্রদের ওপারে যাই; তাহাতে তাঁহারা নৌকা খুলিয়া দিলেন।

23 কিন্তু তাঁহারা নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি নিদ্রা গেলেন, আর হ্রদে ঝড় আসিয়া পড়িল, তাহাতে নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল, ও তাঁহারা সঙ্কটে পড়িলেন।

24 পরে তাঁহারা নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, নাথ, নাথ, আমরা মারা পড়িলাম। তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলের তরঙ্গকে ধমক্ দিলেন, আর উভয়ই থামিয়া গেল, ও শান্তি হইল।

25 পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তখন তাঁহারা ভীত হইয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন, পরস্পর কহিলেন, ইনি তবে কে যে বায়ুকে ও জলকেও আজ্ঞা দেন, আর তাহারা ইহাঁর আজ্ঞা মানে?

যীশু বায়ুকে ও ঢেউকে আদেশ করেছিলেন শান্ত হওয়ার জন্য এবং তারা তাঁর কথা মান্য করেছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের দিকে ফিরে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?" এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা তাদের বিশ্বাসের সাহায্যে সেই পরিস্থিতিকে সামলে নিতে পারত। তিনি যা করেছিলেন, সেটা তারাও তাদের বিশ্বাসের সাহায্যে করতে পারত।

প্রভু একজন আদর্শ হয়ে আমাদের কাছে দেখিয়েছেন যে কীভাবে জীবনযাপন করতে হয় ও পিতার সঙ্গে গমনাগমন করতে হয়। তিনি আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে দেখিয়েছেন যে পবিত্র আত্মার আবেশে গমনাগমন করা ও পরিচর্যা করার অর্থ কী। তিনি আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে দেখিয়েছিলেন যে বিশ্বাস কী কী কাজ সাধন করতে পারে। তিনি জড়বস্তুর প্রতি কথা বলেছিলেন—ডুমুর গাছ, অসুস্থতা, রোগব্যাধি, বায়ু ও ঢেউ। তিনি তাদের আদেশ দিয়েছিলেন ও তারা তাঁর কথা মান্য করেছিল। আমাদেরকেও কি যীশুর উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত না? অবশ্যই!

পরে আপনি কোনো ঝড়ের সম্মুখীন হলে—সেটা আক্ষরিক অর্থে

কোনো ঝড় ও ঢেউ যাই হোক, অথবা জীবনের অন্য কোনো 'ঝড়'-ই হোক না কেন, যীশু যা করেছিলেন, তাই করুন। ঝড়কে আদেশ করুন। তাকে শান্ত হওয়ার জন্য আদেশ দিন। ব্যাঘাত পিছিয়ে যাওয়ার জন্য, থেমে যাওয়ার জন্য আদেশ করুন। বিভ্রান্তির ঝড়, মন্দ সঙ্কল্পের ঝড়, পরনিন্দার ঝড়, ঝগড়া, এবং যা কিছু মন্দ, সেই সবকিছুকে থেমে যাওয়ার জন্য আদেশ করুন।

45
লোকেদেরকে বন্দি দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ঘোষণা করুন

লূক 13:10-16
10 তিনি বিশ্রামবারে কোন সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতেছিলেন।
11 আর দেখ, একজন স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠার বৎসর ধরিয়া দুর্বলতার আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুব্জা, কোন মতে সোজা হইতে পারিত না।
12 তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি, তোমার দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইলে।
13 পরে তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন; তাহাতে সে তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আর ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।
14 কিন্তু বিশ্রামবারে যীশু সুস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজাধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইল, সে উত্তর করিয়া লোকদিগকে বলিল, ছয় দিন আছে, সেই সকল দিনে কর্ম করা উচিত; অতএব ঐ সকল দিনে আসিয়া সুস্থ হইও, বিশ্রামবারে নয়।
15 কিন্তু প্রভু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, কপটীরা, তোমাদের প্রত্যেক জন কি বিশ্রামবারে আপন আপন বলদ কিম্বা গর্দভ যাবপাত্র হইতে খুলিয়া জল খাওয়াইতে লইয়া যায় না?
16 তবে এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা, যাহাকে শয়তান, দেখ, আজ আঠার বৎসর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইহার এই বন্ধন হইতে বিশ্রাম বারে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়?

এই শাস্ত্রাংশে যে মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার পিঠে আঠার বছর ধরে একটা সমস্যা ছিল। সে কুঁজো ছিল ও কোনো ভাবেই সোজা হতে পারত না। শয়তান তাকে বেঁধে রেখেছিল ও তাকে বন্দি করে রেখেছিল। দুর্বলতার এক আত্মা তার এই সমস্যার মূল কারণ ছিল। যীশু কীভাবে তার প্রতি পরিচর্যা করলেন? তাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে যীশু নিজের মুখে কথা বললেন। তিনি বললেন, *"হে নারি, তোমার দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইলে।"* 18 বছর ধরে শয়তান সেই মহিলার প্রতি যা করেছিল তা তিনি তাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নস্যাৎ করে দিলেন।

যীশুতে বিশ্বাসী হিসেবে আমাদেরকে অধিকার দেওয়া হয়েছে সাপ, কাঁকড়াবিছে এবং শত্রুর সকল শক্তিকে পদতলে দলিত করার জন্য (লূক

10:19)। যীশুর কর্তৃত্ব তাঁর দেহ, অর্থাৎ মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই মণ্ডলী আপনার ও আমার মতো বিশ্বাসীদের দিয়ে গঠিত। আমরা যে বাক্য মুখ দিয়ে বলে থাকি, তার দ্বারাই কর্তৃত্ব ফলিয়ে থাকি। কর্তৃত্ব সহকারে আমরা লোকেদের বন্দি দশা থেকে মুক্ত ঘোষণা করি। যারা নেশার মধ্যে বন্দি আছে, তাদেরকে বলি, "যীশুর নামে নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আদেশ করি"। যারা ভয়ের মধ্যে বন্দি, তাদেরকে "যীশুর নামে ভয়ের যাতনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আদেশ করি"। একইভাবে, আমরা লোকেদের অন্যান্য বন্দি দশা থেকেও মুক্ত করে থাকি। কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলুন। লোকেদের বন্দি দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ঘোষণা করুন।

46
অভিষিক্ত বাক্য পবিত্র আত্মার জীবন বহন করে

যোহন 6:63
আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন।

যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁতে অবস্থিতি করার বিষয়ে, তাঁর মাংস খাওয়া ও তাঁর রক্ত পান করার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তাদেরকে এটা বুঝিয়েছেন যে তিনি এই সব শিক্ষা আক্ষরিক অর্থে তা বলেননি। তিনি স্পষ্ট করে বললেন যে পবিত্র আত্মাই হল জীবনদায়ক (ঈশ্বরের মতো এক জীবন)। মাংস (স্বাভাবিক) জীবন দান করতে পারে না। তারপর তিনি তাঁর বাক্যের দিকে তাদের দৃষ্টি দিতে বললেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছেন, তা হল আত্মা, আত্মিক অথবা পবিত্র আত্মা দ্বারা, এবং তাঁর বাক্য ঈশ্বরের আত্মার জীবন নিয়ে আসে। যীশু পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তাঁর মুখের বাক্যের মাধ্যমে আত্মার জীবন তাঁর শ্রোতাদের পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত (2 করিন্থীয় 1:21)। আমাদের মধ্যে তাঁর যে অভিষেক কাজ করছে, সেটার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মুখের বাক্য ব্যবহার করেন। আর এর ফলে তাঁর আত্মার জীবন আমরা বহন করি। সেই কারণে, যখন আমরা পবিত্র আত্মার অভিষেকের অধীনে কথা বলি, তখন সেই বাক্য অলৌকিক বিষয় সাধন করে। সেগুলি ঈশ্বরের জীবনকে লোকেদের কাছে মুক্ত করে। সেগুলি ঈশ্বরের শক্তিকে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর মুক্ত করে। এই বাক্যগুলি সেই বিষয়গুলিকে বহন করে নিয়ে যায় যা ঈশ্বর আমাদের জগতে মুক্ত করতে চান। পবিত্র আত্মা যখন আপনাকে অনুপ্রাণিত করবেন, সাহসের সঙ্গে বাক্য বলুন, এবং জানুন যে আপনার অভিষিক্ত মুখের বাক্য পবিত্র আত্মার জীবনকে বহন করে।

47
বিশ্বাস সহকারে আদেশ করুন

যোহন 11:40-43

40 যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন তাহারা পাথরখানি সরাইয়া ফেলিল।

41 পরে যীশু উপরের দিকে চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ।

42 আর আমি জানিতাম, তুমি সর্বদা আমার কথা শুনিয়া থাক; কিন্তু এই যে সকল লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের নিমিত্তে এই কথা কহিলাম, যেন ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

43 ইহা বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস।

যার চারদিন আগেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছে সেই লাসারের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রভু যীশু মার্থাকে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন যে, সে যদি বিশ্বাস করে তবে সে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে । তিনি ঈশ্বর পিতাকে ধন্যবাদ দিলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। এবং তারপর যীশু আদেশ করে বললেন, *"লাসার, বাহিরে আইস"*।

যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর অনুরোধ গ্রাহ্য করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এখানে স্বাভাবিক জগতে সেই প্রত্যাশিত পরিণাম দেখার জন্য আদেশ করলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখব, ঈশ্বরের আশ্চর্য ও পরাক্রমশালী কাজ যা তিনি আমাদের সামনে প্রদর্শন করেন। যীশুর মতোই আমরা বিশ্বাসে প্রার্থনা করি। এবং যীশুর মতোই আমরা যেন বিশ্বাস সহকারে আদেশ করি।

আপনি কোন কোন বিষয়ের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? অনেক সময়ে লাসারের মতো, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যা প্রত্যাশা করি, সেটা কবরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। মনে হয় যেন সময় পেরিয়ে গিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট। আমরা যদি বিশ্বাস করি তাহলে ঈশ্বরের মহিমা দেখব। আমরা ঈশ্বরের পরাক্রমশালী কাজ দেখতে পাব। আমরা যেন বিশ্বাস

সহকারে প্রার্থনা করি। এবং আমরা যেন বিশ্বাসে আদেশ দিই। আপনার বিশ্বাসকে সাহসের সঙ্গে মুখ দিয়ে স্বীকার করুন। আপনার "লাসার"-কে কবর থেকে বেরিয়ে আসার আদেশ দিন।

48
আপনার মুখের বাক্য আপনাকে আপনার উত্তরাধিকারের কাছে নিয়ে আসে

প্রেরিত 20:32

আর এখন প্রভুর নিকটে, ও তাঁহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তিনি তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াধিকার দিতে সমর্থ।

প্রেরিত পৌল স্পষ্ট করে বলেছেন যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে গেঁথে তোলে। সেই বাক্য যীশু খ্রীষ্টতে পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে উত্তরাধিকার দিতে সমর্থ। অবশ্যই আমাদের সবাই আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে। আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছেন, সেগুলি আমরা তাঁর উদ্ধারপ্রাপ্ত পুত্র ও কন্যা রূপে উপভোগ করতে পছন্দ করি। কিন্তু আমরা যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকি যাতে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমরা যেন ঈশ্বর প্রদত্ত যোগান ও সুবিধাগুলিতে চলতে পারি।

বাক্যের সঙ্গে নিযুক্ত হওয়ার অনেকগুলি উপায় রয়েছে। আমরা যেন অবশ্যই তাঁর বাক্য পড়ি, তাঁর বাক্যের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করি, তাঁর বাক্যের উপর ধ্যান করি, তাঁর বাক্যকে আমাদের মধ্যে বাস করতে দিই, এবং তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য থাকি। তাঁর বাক্য আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস তৈরি করে, যেমন ভাবে রোমীয় 10:17 পদ আমাদের শিক্ষা দেয়। এবং, যেমন আমরা এই পুস্তকের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি। আমরা যখন তা করি, তখন ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করি। আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করার একটি চাবিকাঠি হল আমাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করা। অবশ্যই আমরা তা অনর্থক পুনরাবৃত্তির মতো করে করি না। ঈশ্বরের উপর ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস সহকারে আমরা তাঁর বাক্য বলে থাকি। এবং যখন আমরা তা করি, তখন আমরা তাঁর বাক্য দ্বারা গেঁথে উঠি। আর সঠিক সময়ে আমরা আমাদের উত্তরাধিকার করি। ঈশ্বরে ও তাঁর বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

49
আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হয়েছে, সেইরূপই ঘটবে

প্রেরিত 27:23-25

23 কারণ আমি যে ঈশ্বরের লোক এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন,

24 পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। আর দেখ, যাহারা তোমার সঙ্গে যাইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের সকলকেই তোমায় দান করিয়াছেন।

25 অতএব মহাশয়েরা সাহস করুন, কেননা ঈশ্বরে আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই ঘটিবে।

এক স্বর্গদূত ঈশ্বরের কাছ থেকে এক বিশেষ বার্তা পৌলের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এবং ঈশ্বরের উপর তার বিশ্বাসকে পৌল সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে স্বর্গদূত তার কাছে যেরূপ উক্ত করেছেন, সেইরূপ ঘটবে।

আমাদের কাছে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য রয়েছে, সেই বাক্য হল পবিত্র শাস্ত্র, যা স্বর্গদূতদের থেকেও বেশি সুনিশ্চিত বাক্য। ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্যে আমাদের উদ্দেশে যা কিছু বলেছেন, তা আমরা গ্রহণ করতে পারি, সেসব কিছু যা তিনি ইতিমধ্যে খ্রীষ্টেতে আমাদের জন্য সাধন করেছেন, যা তিনি আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে সাধন করার প্রতিজ্ঞা করেছেন, এবং তিনি যা কিছু বলেছেন, এই সবকিছুর উপর আপনার বিশ্বাস ঘোষণা করুন। সাহসের সাথে ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে যা কিছু বলেছেন, তাই ঘটবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন। আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা কথিত বাক্য অনুযায়ী হবে।

এবং এমনও সময় আছে যখন ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মা দ্বারা কথা বলেন, আমাদের অন্তরে হোক, ভাববাণীর দ্বারা হোক, স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে হোক। যখন আমরা পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত হয়ে যাই যে পবিত্র আত্মা বাস্তবেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন আমরা সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারি যে আমরা তা বিশ্বাস করি এবং যেমন আমাদের

উদ্দেশে উক্ত করা হয়েছে, তেমনই ঘটবে।

সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করুন "আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি"।

আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমার বিষয়ে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তা সাধিত হবে।

50
অস্তিত্বহীন বস্তুর প্রতি এমন ভাবে কথা বলুন যাতে মনে হয় যেন সেসবের অস্তিত্ব আছে

রোমীয় 4:17
(যেমন লিখিত আছে, "আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করিলাম,") সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতেই পিতা, যাঁহাকে তিনি বিশ্বাস করিলেন, যিনি মৃতগণকে জীবন দেন, এবং যাহা নাই, তাহা আছে বলেন।

পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ও সহায়তা নিয়ে অব্রাহাম যেভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করেছেন সেই বিষয়ে প্রেরিত পৌল অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন। অব্রাহাম বিশ্বাসে ঈশ্বরের সঙ্গে অংশীদার হয়েছিলেন যেন তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে এই পৃথিবীতে মুক্ত করতে পারেন। ঈশ্বর, যাকে অব্রাহাম বিশ্বাস করতেন ও তাঁর অংশীদার হয়েছিলেন, তিনি হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মৃতকে জীবন দান করেন ও যা নেই, তা-ই আছে বলেন। অব্রাহামকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে যা মৃত বলে মনে হয়, তা-ই জীবিত হবে; বিশেষ করে তাদের বয়স্ক দেহ ও সারার অনুর্বর জঠর। এবং অব্রাহামকে শিখতে হয়েছিল যে যা নেই, তাকে আছে বলতে। ঈশ্বর তা প্রথম করেছিলেন। এমনকি যখন অব্রাহামের কোনো সন্তান ছিল না, ঈশ্বর অব্রাহামের উপর ঘোষণা করেছিলেন ও বলেছিলেন যে তিনি অব্রাহামকে এক মহান জাতির পিতা করেছেন। এবং তখন ঈশ্বর অব্রামের নাম পরিবর্তন করে অব্রাহাম এবং সারির নাম পরিবর্তন করে সারা রেখেছিলেন, এবং যা নেই, তাকে তারা আছে বলেছিল।

বিশ্বাস হল আমাদের দলিল, প্রত্যাশিত বস্তুর মালিকানার প্রমাণ। বিশ্বাস হল দৃঢ় প্রত্যয়। যে বিষয়গুলি এখনও পর্যন্ত জাগতিক পৃথিবীতে প্রকাশ করেনি সেই অদেখা বস্তুর নিশ্চয়জ্ঞানই হল বিশ্বাস। এই প্রকারের বিশ্বাস যখন মুখে স্বীকার করা হয়ে থাকে, তখন তা স্বাভাবিক জগতে সেই বিষয়গুলিকে আহ্বান জানায় যা আত্মিক জগতে রয়েছে। এই ধরণের বিশ্বাস অস্তিত্বে না থাকা বস্তুদের অস্তিত্বে নিয়ে আসে। বিশ্বাস হল সুনিশ্চিত হওয়া যে ঈশ্বর যখন একবার বলেছেন, তখন সেটা সাধিত হয়ে গিয়েছে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। যা এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক জগতে অস্তিত্বে নেই, সেটাকে আহ্বান জানান, কারণ ঈশ্বর তা ইতিমধ্যেই বলেছেন।

51
তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কথা বলুন

রোমীয় 4:18-21

18 অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,' এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হন।

19 আর বিশ্বাসে দুর্বল না হইয়া, তাঁহার বয়স প্রায় শত বৎসর হইলেও, তিনি আপনার মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ভের মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে,

20 তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইলেন,

21 ঈশ্বরের গৌরব করিলেন এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।

প্রেরিত পৌলের মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেছেন যে ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই সবকিছু লাভ করার জন্য কীভাবে অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে জীবনযাপন করেছিলেন। যখন আশা ধরে রাখার কোনো কারণই ছিল না, তখনও অব্রাহাম আশা করেছিলেন ও প্রত্যাশার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি কী বিশ্বাস করেছিলেন? তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ঠিক সেই ব্যক্তিতে পরিণত হবেন যা ঈশ্বর তার সম্বন্ধে বলেছিলেন। যদিও বাস্তব ছিল অন্য কিছু, তার ও সারার শারীরিক অবস্থার বাস্তবিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবুও তিনি বাস্তবকে তার বিশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে দেননি। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বাক্য লাভ করেছিলেন। ঈশ্বর তার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলেন এবং তার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য ছিল অন্তিম কর্তৃত্ব ও অধিকার। ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই বিষয়ের উপর অব্রাহামের বিশ্বাস নোঙ্গর করেছিল এবং তিনি জানতেন যে ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করতে সক্ষম ছিলেন। তার জীবনের সবকিছুই—যা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এমনকি যা তিনি করেছিলেন ও বলেছিলেন—ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বিশ্বাসের বাক্য ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ীই হয়, অর্থাৎ বিশ্বাস সবসময় ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

এটা আমাদের জীবনে প্রায়শই ঘটে থাকে যে আমাদের বর্তমান

পরিস্থিতি আর আমাদের জন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে যা প্রতিজ্ঞা করেছে আর আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ রূপে বিপরীত বলে মনে হতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে যে ঈশ্বর হলেন যিহোবা রাফা, কিন্তু আমাদের শরীরে অসুস্থতা রাজত্ব করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে যে আপনি যা কিছু করবেন, সেখানেই কৃতকার্য হবেন, কিন্তু সাম্প্রতিককালে আপনার অভিজ্ঞতা একের পর এক ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাও হতে পারে। তাহলে আমাদের কী করা উচিত? আমাদের কি এইসব অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নেওয়া উচিত নাকি আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের বাক্যই তাঁর ইচ্ছা বলে মেনে নেওয়া উচিত?

আমাদেরকে অব্রাহামের বিশ্বাসের পথে জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে। এমনকি যখন কোনো প্রকার আশার গড়ে ওঠার কারণই থাকে না, তখনও আমরা যেন আশা ধরে রাখি এবং ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস করি। বাস্তব যেন আপনার বিশ্বাসকে দুর্বল না করে দেয়। ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে স্থাপনা করুন। তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ীই বিশ্বাস কথা বলে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

52
জীবনে রাজত্ব করুন—আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বাক্য মুখে স্বীকার করুন

রোমীয় 5:17
কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি অর্থাৎ, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা দানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চিতরূপে জীবনে রাজত্ব করিবে।

আদম আমাদের যা কিছুর অধীনে রেখেছিলেন প্রভু যীশু আমাদেরকে সেই সব কিছু থেকে বের করে এনেছেন। আমরা প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ ও ধার্মিকতার উপহার লাভ করেছি। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে ঢেলে দিয়েছেন। খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের ফলে তিনি আমাদের উপর তাঁর ধার্মিকতাকে বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। অতীতে আমরা পাপী ছিলাম। কিন্তু এখন সব কিছু বদলে গিয়েছে। আমরা হলাম ঈশ্বরের ধার্মিকতা। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণে লাভ করেছি। অনুগ্রহ হল ঈশ্বর থেকে সেই সব কিছু লাভ করা যা পাওয়ার যোগ্য আমরা ছিলাম না অথবা সেটাকে আমরা কখনও অর্জনও করতেও পারতাম না। ঈশ্বর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের যা দিয়েছেন, সেটাই প্রকৃত আমাদের। আমরা সেই সবকিছু পেয়েছি। ঈশ্বর আমাদের তা উপভোগ করতে দিয়েছেন, সেটা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে দিয়েছেন, আর সেই অনুগ্রহকে আমাদের জীবনে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে বলেছেন কারণ সেই আমাদেরই।

ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা স্বাধীন ভাবে আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হল যে তিনি আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে রাজার মতো জীবনে রাজত্ব করতে দিয়েছেন। যীশুর মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর কারণে এবং তিনি যে কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন সেটার দ্বারা, আমরা জীবনে রাজত্ব করতে সক্ষম। এই সত্যকে উপলব্ধি করুন। আপনি এমন একজন ব্যক্তি যাকে আত্মিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যদি আপনি সেটাকে ব্যবহার না করেন তাহলে বিষয়টি কার্যকারী হবে না। রাজারা কী করেন? রাজারা তাদের মুখের বাক্যের সাহায্যে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার

করে। তারা মুখ দিয়ে বলেন, তারা আদেশ দেন যাতে তারা যা আদেশ দেন, সেটা যেন তাদের প্রভাব বিস্তারের জগতে স্থাপিত হয়।

আদম আমাদেরকে পাপের অধীনে, শয়তান ও তার মন্দ আত্মার অধীনে এবং যা কিছু পতনের পরিণামে এসেছে—অসুস্থতা, দরিদ্রতা, মন্দ আত্মার প্রভাব, ইত্যাদি—এই সব কিছুর অধীনে আমাদের নিয়ে এসেছেন। আদম আমাদেরকে যে সকল বিষয়ের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন, প্রভু যীশু আমাদেরকে সেই সবকিছুর অধীন থেকে বের করে এনেছেন এবং জীবনের উপর রাজত্ব করার জন্য আমাদের স্থাপনা করেছেন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের আধিপত্যকে ব্যবহার না করি তাহলে এর অভিজ্ঞতা আমরা কখনোই লাভ করতে পারব না। আধিপত্যের বাক্য স্বীকার করুন। আদেশ করুন। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন এবং সবকিছুকে ঈশ্বরের রাজ্যের সত্য দ্বারা পরিচালনা করার জন্য আপনার প্রভাবের অধীনে নিয়ে আসুন।

53
বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে

রোমীয় 10:6-8

৬ কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, 'কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?'- অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য- অথবা 'কে মৃত্যুলোকে নামিবে?'-
৭ অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে ঊর্ধ্বে আনিবার জন্য।
৮ কিন্তু ইহা কি বলে? 'সেই বার্তা তোমার নিকটবর্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,' অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্তা, যাহা আমরা প্রচার করি।

প্রেরিত পৌল রোমীয় 4 অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই কারণে ঈশ্বর তাকে ধার্মিক গণিত করেছিলেন। তিনি এটাও বলেছেন যে খ্রীষ্টতে আমরা প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের অমূল্য ধার্মিকতা লাভ করেছি, যা আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এখন যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক যুক্ত হয়েছি, কীভাবে ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাস ব্যক্ত করা সম্ভব হয়? আমরা যারা বিশ্বাস ও ধার্মিকতার ব্যক্তি কীভাবে আমরা কথা বলা উচিত?

আমরা নিরাশা ও আশাহীনতার কথা বলি না। আমরা এমন ভাবে কথা বলি না যে ঈশ্বর স্বর্গে অনেক দূরে বসে আছেন এবং আমাদের সাহায্য করতে পারেন না। আমরা এমন ভাবে কথা বলি না যে ঈশ্বর হয়তো গত হয়েছেন বা আমাদের সাহায্য করতে শক্তিহীন। বরং, প্রেরিত পৌল একটি পুরাতন নিয়মের সত্যকে নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের উপর প্রয়োগ করেছেন। তিনি আমাদের সেটাই বলেছেন যা মোশি ঈশ্বরের লোকেদের দ্বিতীয় বিবরণ 30:11-14 পদে বলেছেন। ঈশ্বরের বাক্য আপনার কাছেই আছে। ঈশ্বর যা বাক্য বলেছেন তা আপনার মুখে ও হৃদয়ে রয়েছে। এখান থেকে যে বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তা হল বিশ্বাস করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে রয়েছে ও স্বীকার করার জন্য আমাদের মুখে রয়েছে। তারপর তিনি বিশ্বাসের বাক্যের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করেন, আর সেই বিশ্বাসের বাক্য হল যীশুর সুসমাচারের বার্তা যা আমরা প্রচার করে থাকি।

আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সত্য হল যে বিশ্বাস কথা বলে। বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য কথা বলে যা আমাদের নিরন্তন হৃদয়ে ও মুখের মধ্যে রাখা উচিত। কখনও আশাহীনতার কথা বলবেন না। নিরাশার বাক্য উচ্চারণ করবেন না। ঈশ্বরের বাক্য আপনার হৃদয়ে রয়েছে বিশ্বাস করার জন্য ও আপনার মুখে রয়েছে স্বীকার করার জন্য। ঈশ্বরের বাক্য মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

54
মুখে স্বীকার করি পরিত্রাণের জন্য

রোমীয় 10:6-10

[6] কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, 'কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?'- অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য- অথবা 'কে মৃত্যুলোকে নামিবে?'-
[7] অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে ঊর্ধ্বে আনিবার জন্য।
[8] কিন্তু ইহা কি বলে? 'সেই বার্তা তোমার নিকটবর্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,' অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্তা, যাহা আমরা প্রচার করি।
[9] কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।
[10] কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য, এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।

আরেকটি সত্য যা আমরা এই শাস্ত্রাংশ থেকে উল্লেখ করতে চাই, সেটা হল বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করার গুরুত্ব। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করে থাকা ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করার দ্বারা আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক সঠিক ও মজবুত হয় ("কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য")। ঈশ্বর থেকে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার জন্য আমরা সঠিক অবস্থানেই রয়েছি। তারপর শাস্ত্র আমাদের এক ধাপ এগিয়ে যেতে বলে। আমাদেরকে বলা হয়েছে মুখে স্বীকার করার জন্য যার পরিণামে আমরা পরিত্রাণকে গ্রহণ করে থাকি ("মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য")।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যু ও মৃতগণের মধ্যে থেকে পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে ধার্মিকতা ও পরিত্রাণ আমাদের কাছে বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। সবাই যেন গ্রহণ করতে পারে সেই কারণেই এই ধার্মিকতা ও পরিত্রাণ দেওয়া হয়েছে। পরিত্রাণ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সেটাকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে। স্বীকার করার গুরুত্বকে এখানে লক্ষ্য করুন। আমরা যখন বিশ্বাস করি তখন আমরা গ্রহণ করার অবস্থায় পৌঁছাই। কিন্তু স্বীকারোক্তি পরিত্রাণকে আমাদের অধিকারে নিয়ে আসে।

নতুন নিয়মের শিক্ষা অনুসারে যদি আমরা পরিত্রাণকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে এটি একটি ব্যপক শব্দ। এর মধ্যে যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা হল অনন্তকালীন পরিত্রাণ, পাপের ক্ষমা, পাপের উপর বিজয়লাভ, অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভ, লড়াইয়ের মধ্যে জয়, শত্রুপক্ষের সকল কাজ থেকে উদ্ধারলাভ করা, অনিষ্ট হওয়া থেকে উদ্ধার পাওয়া, বিপদের মুখে রক্ষা পাওয়া এবং সম্পূর্ণতা ফিরে পাওয়া। অর্থাৎ উদ্ধার পাওয়া, সুস্থ হওয়া, মুক্ত হওয়া, বিজয় লাভ করা, রক্ষা পাওয়া, সুরক্ষিত থাকা এবং সম্পূর্ণ হওয়া। ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করা এবং ঈশ্বরের বাক্যকে স্বীকার করা এই বিষয়গুলিকে আমাদের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন, কারণ পরিত্রাণের জন্যই আমরা মুখ দিয়ে বাক্য স্বীকার করি।

55
তাঁর সকল প্রতিজ্ঞার প্রতি আপনার "হ্যাঁ ও আমেন" ঘোষণা করুন

2 করিন্থীয় 1:19,20

19 ফলতঃ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ আমার ও সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা তোমাদের নিকটে প্রচারিত হইয়াছেন, তিনি 'হাঁ' আবার 'না' হন নাই, কিন্তু তাঁহাতেই 'হাঁ' হইয়াছে;

20 কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, তাঁহাতেই সেই সকলের 'হাঁ' হয়, সেই জন্য তাঁহার দ্বারা 'আমেন'ও হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়।

আমরা লোকেদের কতবার বলতে শুনেছি যে কখনও কখনও ঈশ্বর জয়ী হন এবং কখনও কখনও তিনি হন না। আমরা কিন্তু নিশ্চিত ভাবে জানি না। লোকেরা বলে যে কখনও কখনও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কাজ করে আর কখনও কখনও কাজ করে না। এমন অনেকেই আছে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছে কিন্তু তবুও ব্যর্থ হয়েছে, অথবা মারা গিয়েছে, অথবা কোনো ধ্বংসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। যদিও এই বিষয়গুলি বাস্তব ও সত্য, তবুও মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের পরিচয় ও তাঁর লিখিত বাক্য পরিবর্তন করার কোনো অধিকার কি আমাদের আছে? ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের থেকেও কি আমাদের অভিজ্ঞতা বেশী নির্ভরযোগ্য? আমরা কি আমাদের ঈশতত্ত্ব মতবাদ লোকেদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলে নাকি ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলি?

প্রেরিত পৌল স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে ঈশ্বর পরিবর্তনশীল নন, যদিও অনেকে তাঁকে সেইরূপ মনে করে থাকে। যীশুতে, "হ্যাঁ" ও "না" নেই, কিন্তু সর্বদা সুনিশ্চিত রূপে "হ্যাঁ" রয়েছে। *ঈশ্বরের মধ্যে কোনো ছলনা নেই, তিনি দুইপ্রকারের রূপ ধারণ করেন না, তিনি পরিবর্তনশীল নন, তাঁর কখনও পরিবর্তন হয় না* (যাকোব 1:17)। প্রেরিত পৌল সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা 'হ্যাঁ'। ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা সত্য, বিশ্বস্ত ও যীশুতেই সেসব পূর্ণতা লাভ করে থাকে। এবং তারপর রয়েছে 'আমেন' যা আমরা ঈশ্বরের মহিমার জন্য প্রকাশ

করে থাকি।

যীশুতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি "হ্যাঁ ও আমেন" রয়েছে। আমরা সবাই যেন এই প্রত্যাশাই করি। যীশুতে আমরা ঈশ্বরের সব প্রতিজ্ঞারই পূর্ণতা লাভ হতে দেখব, যাতে আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর মহিমান্বিত হন। এই সত্যে স্থির থাকুন, যে, খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা সফল হয়। সেগুলি হল 'হ্যাঁ'। ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার উপর আপনার বিশ্বাস মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরের সব প্রতিজ্ঞার উপর আপনার হ্যাঁ ও আমেন ঘোষণা করুন। এর মাধ্যমে আপনি এটাই প্রমাণ করবেন যে আপনি সেসবের পূর্ণতা প্রত্যাশা করেন।

56
আমরা বিশ্বাস করি, আর তাই কথা বলি

2 করিন্থীয় 4:13,14
13 পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের আছে, যেরূপ লেখা আছে, "আমি বিশ্বাস করিলাম, তাই কথা কহিলাম;" তেমনি আমরাও বিশ্বাস করিতেছি, তাই কথাও কহিতেছি;
14 কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উঠাইয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমাদিগকেও উঠাইবেন, এবং তোমাদের সহিত উপস্থিত করিবেন।

প্রেরিত পৌল এখানে গীতসংহিতা 116:10 পদ থেকে উক্তি করেছেন। বাস্তবে, প্রেরিত পৌল, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়, এই পদের একটি অংশটি উক্তি করেন। তিনি হয়তো তা করেছিলেন কোনো একটি নির্দিষ্ট সত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য যা তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যাশা করেন। আমরা যা বিশ্বাস করি, সেই অনুযায়ী কথা বলি। আমরা যেন অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি। বিশ্বাস কথা বলে। পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়ম পর্যন্ত "বিশ্বাসের আত্মা"-র কোনো পরিবর্তন হয়নি। পুরাতন নিয়মে হোক অথবা নতুন নিয়মে হোক, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের নির্যাস একই আছে। বিশ্বাসের নীতি সেই একই আছে এবং তা হল—আমার বিশ্বাস আছে এবং আমি সেটাকে মুখে স্বীকার করি। সহজ সরল ভাবে বলা হয় যে, বিশ্বাস কথা বলে।

আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই কারণে যা বিশ্বাস করি তাই মুখে স্বীকার করি। আমাদের বিশ্বাস আছে এবং তাই আমরা আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি। সমস্ত বাইবেল জুড়ে এটাই হল বিশ্বাসের ভিত্তি বা নীতি। আমরা যা বিশ্বাস করি তা যেন আমরা অবশ্যই মুখে স্বীকার করি। বিশ্বাসকে যেন অবশ্যই মুখে স্বীকার করি। আমরা ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস করি। তারপর আমরা যেন অবশ্যই সেই অনুযায়ী কথা বলি। ঈশ্বর কে, এবং তিনি আমাদের জন্য যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই বিষয়ের উপর আমাদের বিশ্বাসকে ঘোষণা করি।

আমরা যীশুতে বিশ্বাস করি আর বিশ্বাস করি ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ

করে তিনি আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছেন—তাঁর পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও তাঁর মহিমান্বিত হওয়াতে বিশ্বাস করি। সুতরাং, আমরা মুখে বলি ও ঘোষণা করি। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

57
মুখের বাক্য ব্যবহার করে অনুগ্রহ প্রদান করুন

ইফিষীয় 4:29
তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজন মতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ বাহির হউক, যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করা হয়।

আমাদের মুখের বাক্য শ্রোতাদের নিশ্চয়ই কিছু না কিছু প্রদান করে থাকে। মন্দ (খারাপ, জঘন্য) কথা দুরাচার প্রদান করে (যা কোনো বিষয়ের কোনো উপকারই সাধন করে না)। উত্তম কথা শক্তি, অনুগ্রহ ও সম্পূর্ণতা প্রদান করে।

আমাদের মুখের বাক্য হল পাত্র। মুখের বাক্য হল বাহক। মুখের বাক্য হল প্রেরক। মুখের বাক্য পরিচর্যা করে থাকে। সেগুলি শ্রোতার উপর নিশ্চিতভাবে অনেকটাই প্রভাব ফেলে। সেগুলি আশীর্বাদ করতে পারে, গেঁথে তুলতে পারে ও শক্তি নিয়ে আসতে পারে। আবার সেই বাক্য ভেঙে ফেলতে পারে, দুর্বল করে তুলতে পারে, আঘাত করতে পারে ও এমনকি ধ্বংস করতেও পারে।

বিশ্বাসী রূপে আমরা অবশ্যই যেন সেসব কথা বলি যা বিশ্বাস বহন করে আর উত্তম কিছু শ্রোতাকে প্রদান করে। বিশ্বাসে পূর্ণ কথা বলুন, যাতে তা আমাদের শ্রোতাদের জীবনে বিশ্বাসকে স্থাপন করতে পারে ও জাগ্রত করতে পারে। আমরা যেন প্রজ্ঞার বাক্য বলি। আমরা যেন এমন বাক্য বলি যা সাহায্য করে, লালনপালন করে, পরিচালনা করে ও আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আপনার মুখের বাক্য বুদ্ধি সহকারে ব্যবহার করুন। মানুষকে আশীর্বাদ করার জন্য আপনার মুখের বাক্য ব্যবহার করুন। অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

58
পবিত্র আত্মার খড়্গ ব্যবহার করুন

ইফিষীয় 6:17
এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর।

যেমন ভাবে প্রেরিত পৌল ইফিষীয় 6:12 পদে আমাদের দেখিয়েছেন আমরা সেরকমই এক আত্মিক সংগ্রামে লিপ্ত। আমাদের শত্রু পরাজিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবুও বাকি যে সময়টি রয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে সে তার কৌশল ব্যবহার করে ক্রমাগত আক্রমণ করে থাকে। বিশ্বাসী হিসেবে, ঈশ্বর আমাদেরকে আত্মিক যুদ্ধের জন্য অস্ত্র যোগান দিয়েছেন যার সাহায্যে আমরা বিজয়ী ভাবে জীবনযাপন করতে পারি ও পরাক্রম সহকারে পরিচর্যা করতে পারি। পবিত্র আত্মার খড়্গ হল এই যুদ্ধ সজ্জার একটি অংশ যা আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি এমন এক প্রকারের খড়্গ যা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে প্রদান করেছেন। এটি স্বয়ং শক্তিশালী পবিত্র আত্মা থেকে শক্তি লাভ করে থাকে। আর, আমাদেরকে এই খড়্গ তুলে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে যখন আমরা এই খড়্গ ব্যবহার করে থাকি, তখন পবিত্র আত্মা স্বয়ং আমাদের হয়ে কাজ করেন, কারণ এটি তাঁর দেওয়া খড়্গ।

এই খড়্গটি হল ঈশ্বরের বাক্য যা শত্রুকে ধ্বংস করার ও আক্রমণ করার এক অনবদ্য অস্ত্র। কীভাবে আমরা এই খড়্গটিকে ব্যবহার করি? আমরা মুখের বাক্যের সঙ্গে কী করি? আমরা সেগুলি উচ্চারণ করে কথা বলি। প্রকাশিত বাক্যে আমরা একটি চিত্র স্পষ্ট দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বাক্য, যীশুর "মুখ হইতে এক তীক্ষ্ণ তরবারি নির্গত হয়" (প্রকাশিত বাক্য 19:13,15)। তাই, বাক্যের তীক্ষ্ণ খড়্গটি হল ঈশ্বরের বাক্য যা আমরা আমাদের মুখ দিয়ে বলে থাকি।

আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে মুখ দিয়ে বলার দ্বারা আত্মার এই খড়্গ ব্যবহার করে থাকি। প্রত্যেক বার, যখনই আপনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করেন, এবং ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করে থাকেন, তখন আপনি শত্রুর উপর আঘাত করে থাকেন। শত্রু অনেক

ভাবেই আপনার বিরুদ্ধে উদ্যত হতে পারে। আপনার মনের মধ্যে একটি খারাপ চিন্তার মাধ্যমে অথবা আপনার জীবনে কোনো প্রকার ব্যাঘাত আনার মাধ্যমে। সে যখনই এরকম কিছু করুক না কেন, আপনি তার বিরুদ্ধে আত্মার খড়্গ ব্যবহার করুন। পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে তার জয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। ঈশ্বরের বাক্য বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

59
ভাববাণীমূলক বাক্যের দ্বারা উত্তম যুদ্ধে লড়াই করুন

1 তীমথিয় 1:18
বৎস তীমথিয়, তোমার বিষয়ে পূর্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পার।

ভাববাণীমূলক বাক্য হল সেই বাক্য যা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অথবা প্ররোচনায় আমরা লাভ করে থাকি। ভাববাণীর বরদান ও ভাববাণীমূলক পরিচর্যা বর্তমানেও খ্রীষ্টের দেহে কার্যকারী রয়েছে। যখন আমাদের ভাববাণী দেওয়া হয়, তখন যেন আমরা উপলব্ধি করি, আত্মিক যুদ্ধে আমাদের শক্তিযুক্ত করার জন্যই এই বাক্য আমাদের প্রতি দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা যেন শত্রুর বিরুদ্ধে একটি উত্তম যুদ্ধে লড়াই করার জন্য অবশ্যই এই ভাববাণীগুলি ব্যবহার করি।

আমাদের শত্রু, শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা, চুরি করতে, হত্যা করতে ও বিনাশ করতে আসে। তারা ভাঙতে ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এবং কোনো না কোনো ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য আসে। আমরা সেই ভাববাণীগুলি দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকি যা আমাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, প্রতিজ্ঞা ও শক্তি রূপে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এই ভাববাণীগুলির সঙ্গে আমরা এক উত্তম যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকি। আমরা যেন অবশ্যই এই ভাববাণীমুলক বাক্যগুলিকে আত্মিক যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। মনে রাখবেন, আমরা যেন অবশ্যই মুখ দিয়ে বাক্য বলি। সেই ভাববাণীমূলক বাক্য ঘোষণা করুন যা আপনার জীবনের উপরে বলা হয়েছিল (যা আপনি অবশ্যই পরীক্ষা করে জেনেছেন ও নিশ্চিত হয়েছেন যে সেই বাক্য পবিত্র আত্মা থেকে এসেছে)। ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা আপনার উপর যা ঘোষণা করেছেন, তা ঘোষণা করুন। ঈশ্বর বলেছেন যে সেই বাক্য হল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অস্ত্রের একটি অংশ। সেই ভাববাণীমূলক বাক্য বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

60
আপনার মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দিন

ফিলীমন 1:6
আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়ের জ্ঞানে যেন তোমার বিশ্বাসের সহভাগিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে কার্যসাধক হয়, এই প্রার্থনা করিতেছি।

ফিলীমনের উদ্দেশে লেখা পৌলের এই চিঠিটির প্রেক্ষাপট অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পৌল একজন পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস যার নাম ওনীষিম, তাকে ফিলীমনের কাছে পাঠানোর জন্য এই চিঠি লিখেছেন। সেই ওনীষিম পালিয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালে পৌলের পরিচর্যার কারণে একজন বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। পৌল এই ছোটো চিঠির মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। যখন আমরা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়কে (সমস্ত ধন ও আশীর্বাদ) স্বীকার করি তখন আমাদের বিশ্বাসের সহভাগিতা আরও কার্যকারী (ফলপ্রসূ, শক্তিশালী, বলযুক্ত) হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যে সকল উত্তম বিষয় প্রদান করেছেন আমরা যেন সেই বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি জানাই, সেই বিষয় নিয়ে কথোপকথন করি এবং সেই বিষয়গুলিকে ঈশ্বর প্রদত্ত করে চিহ্নিত করি। আমরা যেন খ্রীষ্টতে আমাদের পরিচয়কে অবশ্যই স্বীকার করি ও চিহ্নিত করি। আপনার নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য এই কাজ করুন। ঈশ্বর খ্রীষ্টতে আমাদের জন্য যা কিছু করেছেন, আমরা সেই বিষয়গুলি ঘিরেই সহভাগিতায় যুক্ত হই। এটাই আমাদের সহভাগিতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। আমরা কতটা দুর্ভাগা ও অসহায়, কতটা পাপী ও জঘন্য এরকম বিভিন্ন দুর্বলতা সম্বন্ধে আলোচনা করার পরিবর্তে, আসুন, আমরা যেন সেই সকল উত্তম বিষয়গুলিকে স্বীকার করি যা আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টতে যুক্ত থাকার ফলে এসেছে।

বি:দ্র: আমরা এখানে এই বিষয়টি বলতে চাইছি না যে আমরা পাপের সঙ্গে

মোকাবিলা করব না, অথবা যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, সেটাকে আমরা উপেক্ষা করব ও সেটাকে সংশোধন করব না। আমরা যেন অবশ্যই ভুল-ত্রুটির সম্মুখীন হই এবং যেখানে সংশোধনের প্রয়োজন আছে সেখানে সংশোধন নিয়ে আসি। কিন্তু আমরা এটা এই ভাবে করি, যে সংশোধন করার পর ও গ্রহণ করার পর আমরা জানি যে আমরা আমাদের অতীতকে পিছনে ফেলে খ্রীষ্টতে যে উত্তম বিষয়গুলি আমরা লাভ করেছি, সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি।

61
তাঁর বাক্য আপনার জগৎটিকে তুলে ধরতে পারে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

ইব্রীয় 1:3
ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

পুরাতন নিয়মের বেশ কয়েকটি উদাহরণে আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, এবং এখানে ইব্রীয় পুস্তকে আরেকবার শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সকল বিষয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর বাক্যের শক্তিতে বজায় রয়েছে ও নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।

সেই একই পরাক্রমী ঈশ্বর এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করার জন্য আমাদেরকে তাঁর বাক্য প্রদান করেছেন। তাঁর বাক্য, যা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন, নিশ্চিতভাবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে, টিকিয়ে রাখতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও আমাদের "ক্ষুদ্র জগৎটিকে" সুশৃঙ্খল রাখতে পারে।

তাঁর বাক্য, যা আমাদের কাছে লিখিত রূপে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে গ্রহণ করে আমাদের এই জগতে নিয়ে আনাটাই হল চাবিকাঠি। যেমন ভাবে শাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, এটা করার একটি উপায় হল তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করা এবং আমাদের জগতে তাঁর বাক্যকে স্বীকার করা।

এই বিষয়টি মনে রাখুন যে আপনার জগৎকে টিকিয়ে রাখার জন্য ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি আছে। এমন সময়ও আসতে পারে যখন মনে হবে যে সবকিছু ছিন্নবিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিতে বিশ্বাস করুন। আপনার জীবনের উপরে তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করুন, আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর, পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর। তাঁর প্রতিশ্রুতি মুখে স্বীকার করুন। ঘোষণা করুন যে

আপনার জগতের সবকিছু ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে এবং তাঁর বাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য কার্যকারী হতে দেখবেন।

62
যীশু হলেন আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার মহা যাজক

ইব্রীয় 3:1
অতএব, হে পবিত্র ভ্রাতৃগণ, স্বর্গীয় আহ্বানের অংশিগণ, তোমরা আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার প্রেরিত ও মহাযাজকের প্রতি, যীশুর প্রতি, দৃষ্টি রাখ।

আগের একটি অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে "স্বীকারোক্তি" শব্দটির অর্থ হল (গ্রিক ভাষায় *"হোমোলোগিয়া"*) "একই বিষয় বলা" অথবা "বাক্যে একমত হওয়া"। নতুন নিয়মের প্রেক্ষাপটে স্বীকারোক্তির অর্থ হল ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যে লেখা সব বিষয়ের সঙ্গে সহমত হওয়া। যখন আমরা ঈশ্বরের কথার মতো একই কথা বলে থাকি, অথবা যখন আমাদের মুখের বাক্যে ঈশ্বরের সঙ্গে সহমত হই, তখন আমরা স্বীকারোক্তি করছি।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আমাদেরকে যীশুর দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন এবং বলেন যে তিনি হলেন প্রেরিত (যিনি আমাদের আগে আগে চলেন) এবং আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার (স্বীকারোক্তি) মহাযাজক (যিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন)। যীশু সেই বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেন যা আমরা স্বর্গে স্বীকার করে থাকি। এর অর্থ, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সমঞ্জস্য রেখে ও ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন, সেটার সঙ্গে একমত হয়ে কথা বলি, তখন যীশু আমাদের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বর পিতার কাছে প্রতিস্থাপন করেন।

মনে রাখবেন, যীশু হলেন আপনার স্বীকারোক্তির মহাযাজক। তাঁর বাক্যের সঙ্গে একমত হয়ে কথা বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

63
আপনার ধর্ম-প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকুন

ইব্রীয় 4:14
ভাল, আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি।

ইব্রীয় 10:23
আইস, আমাদের প্রত্যাশার অঙ্গীকার দৃঢ় করিয়া ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

যীশু হলেন আমাদের একমাত্র মহাযাজক। যখন আমরা এই সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা যেন আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞা (স্বীকারোক্তিকে) দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকি (শক্তি সহকারে ধরে থাকা, হাত থেকে ছেড়ে না দেওয়া) অর্থাৎ আমাদের পরিচয়কে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে একমত হয়ে ঘোষণা করি। আমরা এও জানি যে যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি বিশ্বস্ত। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হবেন না। সুতরাং, আমরা আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকি ও তাতে অনড় থাকি।

যখন পার্থিব বিষয় ও পরিস্থিতি ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করে, তখন আমরা যেন অনড় ভাবে আমাদের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকি। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে থাকুন, ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের সঙ্গে সহমত হয়ে থাকুন।

যখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ঈশ্বরের বাক্য পরিপূর্ণ হতে দেরি হচ্ছে তখনও যেন আমরা অনড় ভাবে আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকি। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে থাকুন, ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের সঙ্গে একমত হয়ে থাকুন।

যখন বিষয় সকল মন্দ থেকে মন্দতর অবস্থার দিকে এগিয়ে যায়, তখনও যেন আমরা অনড় ভাবে আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে

আঁকড়ে থাকি। স্বর্গে আমাদের একজন মহাযাজক আছেন, যিনি আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে থাকুন, ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের সঙ্গে একমত হয়ে থাকুন।

64
যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হয়েছে

ইব্রীয় 11:3
বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই।

বিশ্বাসে আমরা জানি যে এই পৃথিবী ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা রচিত (সৃষ্টি হয়েছে, গড়ে উঠেছে ও আকার পেয়েছে) হয়েছে। দৃশ্যমান, স্বাভাবিক জগৎ অদৃশ্য আত্মিক জগৎ থেকেই নির্গত হয়েছে। ঈশ্বর সব কিছু তাঁর বাক্যের দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন এবং যা অস্তিত্বে ছিল না, সেই সবকিছুকে তিনি অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিক, দৃশ্যমান জগতে সবকিছুই ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে সমর্পিত।

তাই, আসুন বিষয়টিকে আমরা এই ভাবে দেখি। আমাদের প্রত্যেকের একটি জগৎ রয়েছে যেখানে আমরা বসবাস করি। "আমাদের জগৎ" বলতে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও যেখানে ও প্রভাবের ক্ষেত্রকে বোঝাই—আমাদের গৃহ, পরিবার, পেশা, ব্যবসা, পরিচর্যার ক্ষেত্র, ইত্যাদি। এমনও বিষয় আছে যা আমাদের পৃথিবীতে অস্তিত্বে নেই। আমাদের জগতের মধ্যে যা কিছু অস্তিত্বে নেই, তা ঈশ্বর তাঁর বাক্যের শক্তিতে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারেন। তাঁর বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, গঠন করতে পারে, ও আমাদের জগৎকে আকার দিতে পারে। বর্তমানে যদি আপনি আপনার জগতের দিকে তাকান, হয়তো মনে হতে পারে যে এই জগৎ "নিরাকার ও শূন্য", অন্ধকার ও ছিন্নভিন্ন। এমন অনেক কিছুই আছে যা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রতিশ্রুত আছে বলে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেসব এখনও পর্যন্ত আপনার জগতে অস্তিত্বে আসেনি। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে সেই মধ্যে শক্তি আছে যা দিয়ে আপনার জগতের মধ্যে নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের বাক্য সেই সব বিষয়কে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারে যা আপনার জগতে এখনও অস্তিত্বে নেই? ঈশ্বরের বাক্যকে আঁকড়ে থাকুন। তাঁর বাক্য হল সত্য। তাঁর বাক্য জীবন্ত ও শক্তিতে পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য বিশ্বাস

করুন। আপনার জগতের মধ্যে তাঁর বাক্যকে স্বীকার করুন। তাঁর বাক্য যেন আপনার জগৎকে নতুন করে সৃষ্টি করে, গঠন করে, ও আকার দেয়। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

65
ঈশ্বর বলেছেন, তাই আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারি

ইব্রীয় 13:5,6

5 তোমাদের আচার-ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

6 অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?"

আমাদের কীভাবে কথা বলা উচিত, সেই বিষয়ে ইব্রীয় পুস্তকের লেখক একটি সরল যুক্তি প্রদান করেছেন: কারণ তিনি বলেছেন, অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলতে পারি। আমরা সাহসের সাথে স্বীকৃতি জানাই ও ঈশ্বর স্বয়ং যা কিছু বলেছেন, সেগুলির সঙ্গে একমত হয়ে কথা বলি।

ঈশ্বর বলেছেন, *"আমি তোমাকে কখনোই ছাড়ব না, কখনোই পরিত্যাগ করব না"*। তাই আমরাও সাহসের সঙ্গে বলি, "সদাপ্রভু আমার সাহায্যকারী, তাই আমি ভীত হব না"।

ঈশ্বর বলেছেন, *"তাঁর ক্ষত সকল দ্বারা আমরা আরোগ্যলাভ করেছি"*। তাই আমরা সাহসের সঙ্গে বলি, "তিনি আমার অসুস্থতা ও যাতনা বহন করেছেন, ও তাঁর ক্ষত সকল দ্বারা আমি আরোগ্যলাভ করেছি"।

ঈশ্বর বলেছেন, "তুমি নদীর জলের ধারে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় হবে"। তাই আমরা সাহসের সঙ্গে বলি, "আমি যথাসময়ে ফল ধারণ করি, আমার পাতা ম্লান হবে না এবং আমি যা কিছু করব, তাঁতেই কৃতকার্য হব"।

এই তালিকার সঙ্গে আমরা আরও অনেক বিষয় যুক্ত করতে পারি।

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক সময়ে, ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন, তা সাহসের সঙ্গে বলা অভ্যাস করে তুলুন। আপনার বিশ্বাসকে সাহসের সঙ্গে

বলুন, কারণ আপনি জানেন যে ঈশ্বর বলেছেন এবং সেই কারণে আপনি তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারেন। তিনি আপনাকে নিরাশ করবেন না।

দুজন তখনই একসঙ্গে চলতে পারে যখন তারা একমত হয় (আমোষ 3:3)। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলতে পারি, একমাত্র তখনই, যখন আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হই। ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে একমত হওয়ার দ্বারা আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হই। ঈশ্বর বলেছেন, এবং সেই কারণে আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ও সাহসের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করি।

66
আপনার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করুন, তাহলে আপনার সমস্ত দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন

যাকোব 1:26

যে ব্যক্তি আপনাকে ধর্মশীল বলিয়া মনে করে, আর আপন জিহ্বাকে বল্‌গা দ্বারা বশে না রাখে, কিন্তু নিজ হৃদয়কে ভুলায় তাহার ধর্ম অলীক।

যাকোব 3:1-6

1 হে আমার ভ্রাতৃগণ, অনেকে উপদেশক হইও না; তোমরা জান, অন্য অপেক্ষা আমাদের ভারী বিচার হইবে।

2 কারণ আমরা সকলে অনেক প্রকারে উছোট খাই। যদি কেহ বাক্যে উছোট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বল্‌গা দ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ।

3 অশ্বেরা যেন আমাদের বাধ্য হয়, সেই জন্য আমরা যদি তাহাদের মুখে বল্‌গা দিই, তবে তাহাদের সমস্ত শরীরও ফিরাই।

4 আর দেখ, জাহাজগুলিও অতি প্রকাণ্ড, এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি সে সকলকে অতি ক্ষুদ্র হাইল দ্বারা কর্ণধারের মনের ইচ্ছা যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরান যায়।

5 তদ্রূপ জিহ্বাও ক্ষুদ্র অঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে। দেখ, কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ বন প্রজ্বলিত করে!

6 জিহ্বাও অগ্নি; আমাদের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্ম্মের জগৎ হইয়া রহিয়াছে; তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া উঠে।

একজন "সিদ্ধ ব্যক্তি", অর্থাৎ যিনি বড়ো হয়েছেন ও পরিণত হয়েছেন, আত্মিক ভাবে বলতে গেলে, সেই সকল মানুষেরাই কেবল তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। আমাদের মুখ দিয়ে আমরা কী বাক্য বলছি, যখন আমরা তার উপর নজর রাখতে পারি এবং আমাদের জিহ্বাকে দমন করতে পারি, তখন আমরা আমাদের সম্পূর্ণ দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারব, অথবা *"নিজেদেরকে সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব"*।

আমাদের জিহ্বাকে দমন করা অথবা আমরা যা কিছু মুখে বলি, তা নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব উপরে উল্লিখিত বাক্য থেকে প্রকাশ পায়। আমাদের মুখের বাক্য নিয়ন্ত্রণ করার একটি সর্বোত্তম অভ্যাস হল সব সময়ে সেই

বাক্য মুখ দিয়ে বলা যা ঈশ্বর-স্বীকৃত অর্থাৎ যে ঈশ্বরের বাক্যে লিপিবদ্ধ। অন্য ভাবে বলা যায় যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা কিছু প্রীতিজনক, সেই প্রকারের কথা বলা। যা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে, সেই প্রকারের কথা বলা। ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে যা কিছু সামঞ্জস্য বজায় রাখে, সেই প্রকারের কথা বলা। বিশ্বাস মুখে স্বীকার করা। আমরা যদি তা করতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা নিজেদেরকে সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

আমাদের জিহ্বাকে প্রশিক্ষিত করার সর্বোত্তম উপায় হল ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্য বলা। শাস্ত্রের মধ্যে অনেক আত্মিক অনুশাসন আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যেমন, আমরা জানি যে আমরা প্রশংসা ও আরাধনার নৈবেদ্য ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে থাকি। আমরা জানি যে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় ও বিভিন্ন প্রকারের প্রার্থনায় নিজেদের নিযুক্ত করতে হয়। আমরা জানি কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হয়, কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়ন করতে হয় ও ধ্যান করতে হয়। একইভাবে, আমাদের আত্মিক অনুশাসন হিসেবে আমরা সময় নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য বলার অভ্যাস করতে পারি। এই পুস্তকের শুরুতে আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে ঘোষণা করার কিছু উদাহরণ দিয়েছি, যা জীবনের শুরু থেকে শেষ সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। আপনার নিজের জীবনের উপর ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করার জন্য আপনি এই বিন্যাসটি অথবা অন্য কোনো উপমা ব্যবহার করতে পারেন। বিষয়টিকে কোনো অর্থহীন রীতিনীতি হিসেবে দেখবেন না, অথবা প্রত্যেকদিনের দায়িত্ব পালন হিসেবে করবেন না। সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করুন, কারণ আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করার যে গুরুত্ব সেই প্রত্যাদেশ আপনি লাভ করেছেন। আপনি যখন আপনার জিহ্বাকে এই ভাবে প্রশিক্ষিত করেন, তখন সাবধানে বাক্য ব্যবহার করা আপনার কাছে একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, এবং আপনি সুনিশ্চিত করতে পারবেন যে আপনি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলছেন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করা আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

67
আপনার মুখের বাক্য আপনার জীবনকে পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ করে ও আশীর্বাদ করে

যাকোব 3:3-6

[3] অশ্বেরা যেন আমাদের বাধ্য হয়, সেইজন্য আমরা যদি তাহাদের মুখে বল্‌গা দিই, তবে তাহাদের সমস্ত শরীরও ফিরাই।

[4] আর দেখ, যদিও জাহাজগুলি অতি প্রকাণ্ড, এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি সেই সকলকে অতি ক্ষুদ্র হাইল কর্ণধারের মনের ইচ্ছা যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরান যায়।

[5] তদ্রূপ জিহ্বাও ক্ষুদ্র অঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে। দেখ, কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ বন প্রজ্বলিত করে!

[6] জিহ্বাও অগ্নি; আমাদের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্মের জগৎ হইয়া রহিয়াছে; তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া উঠে।

যাকোব পবিত্র আত্মার পরিচালনার অধীনে এসে এই বাক্য লিখেছেন। আমাদের জগতের সঙ্গে পরিচিত চিত্র ও রূপক ব্যবহার করে আমাদের মুখের বাক্যর ক্ষমতা ও প্রভাবকে তিনি প্রকাশ করেছেন। যে উদাহরণগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন, তা বিবেচনা করুন: অশ্বের মুখে বল্‌গা, জাহাজের হাল, দাবানল। ঘোড়ার চালক ঘোড়ার মুখের বল্‌গার সাহায্যে সেই ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও পরিচালনা করতে পারেন। একইভাবে, বায়ু ও ঢেউয়ের মাঝে থাকলেও একটি বৃহৎ জাহাজকে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন ছোটো একটি হাল ব্যবহার করে যে দিকে খুশি দিক পরিবর্তন করতে পারেন। সামান্য একটু আগুন সমস্ত বনকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে। মূল বিষয় এটাই যে, আমাদের মুখের বাক্য ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে হতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মা চান যে আমরা যেন বুঝি যে আমাদের মুখের বাক্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও পরিচালনা করতে পারে।

ছয় পদে, যাকোব দুষ্ট জিহ্বা সম্পর্কে লিখেছেন। দুষ্ট জিহ্বা মন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় যা নরক থেকে আসে। দুষ্ট জিহ্বার প্রভাবকে বিবেচনা করুন, যার বিষয়ে এখানে লেখা রয়েছে। মন্দ জিহ্বা ব্যক্তির সমস্ত দেহকে

কলঙ্কিত করে (দেহ, মন, ও আত্মা)। এটা কোনো ব্যক্তির সমস্ত জীবনে "আগুন" লাগিয়ে দেয় অথবা প্রভাবিত করে। মন্দ কথা সমস্ত ব্যক্তিকে ও তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু আমাদের যদি উত্তম জিহ্বা থাকে, তাহলে কেমন দেখতে লাগবে? একটি জিহ্বা যা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়েছে (যিরমিয় 23:29 পদে ঈশ্বরের বাক্য হল অগ্নির মতো)। উত্তম জিহ্বা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলে। এই প্রকারের বাক্য আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করবে ও গেঁথে তুলবে এবং আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে আশীর্বাদ করবে ও গেঁথে তুলবে।

আমাদের মুখের বাক্য আমাদের নির্দেশ দেয়, আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে পরিচালনা করে। আমাদের বাক্য একজন ব্যক্তিকে ও তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে সম্পূর্ণ রূপে গেঁথে তুলতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য মুখে স্বীকার করুন। বিশ্বাসের বাক্য বলুন। আপনি যে বাক্য মুখ দিয়ে বলেন, তা যেন আপনার জীবনকে আশীর্বাদ করে ও গেঁথে তোলে।

68
অনবরত ও ধারাবাহিক ভাবে আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন

যাকোব 3:7-12

7 কারণ পশুর ও পক্ষীর, সরীসৃপের ও সমুদ্রচর জন্তুর সমস্ত স্বভাবকে মানবস্বভাব দ্বারা দমন করিতে পারা যায় ও দমন করা গিয়াছে;

8 কিন্তু জিহ্বাকে দমন করিতে কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই; উহা অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ।

9 উহার দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ দিই।

10 একই মুখ হইতে ধন্যবাদ ও শাপ বাহির হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, এই সকল এমন হওয়া অনুচিত।

11 উনুই কি একই ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল বাহির করে?

12 হে আমার ভ্রাতৃগণ, ডুমুরগাছে কি জলপাই ফল, অথবা দ্রাক্ষালতায় কি ডুমুর ফল ধরিতে পারে? লোনা জলও মিষ্ট জল দিতে পারে না।

পবিত্র আত্মার অধীনে এসে, যাকোব অনবরত উত্তম, পবিত্র, শুচিশুদ্ধ মুখের কথার গুরুত্ব নিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা যেন সর্বদা আমাদের মুখের বাক্যর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখি যেন আমরা মুখ দিয়ে জীবন ও আশীর্বাদ ঘোষণা করতে পারি। আমরা যেন দুই প্রকারের কথা না বলি। কখনও জীবন ও আশীর্বাদের কথা বলি, আর কখনও মৃত্যু ও অভিশাপের কথা বলে থাকি—এমন যেন না হয়। সব সময়ে, সব ক্ষেত্রে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, অনবরত জীবন ও আশীর্বাদ ঘোষণা করতে থাকুন।

একইভাবে, বিশ্বাসের কথা বলার পর আমরা যেন ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কথা না বলি। অনবরত বিশ্বাস মুখ দিয়ে স্বীকার করতে থাকুন, সব সময়ে, সব ক্ষেত্রে। যদি আমাদের মন ও হৃদয় ঈশ্বরের বাক্যে পরিপূর্ণ থাকে তবেই আমরা তা করতে সক্ষম হব। আমরা যদি অনবরত নিজেদেরকে বিশ্বাসের বাক্যর ভোজন দিয়ে থাকি, তাহলে অনবরত আমরা বিশ্বাসের বাক্যই বলতে পারব।

আপনার জিহ্বাকে দমন করুন। সর্বদা জীবন, আশীর্বাদ ও বিশ্বাস ঘোষণা করার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করুন। অনবরত আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

69
দিয়াবলকে প্রতিরোধ করুন

যাকোব 4:7
অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও, কিন্তু দিয়াবলের শয়তানের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।

আমাদেরকে ঈশ্বরের বাধ্যতার অধীনে এসে শয়তানকে প্রতিরোধ করতে হবে। "প্রতিরোধ" করার শব্দটির অর্থ হল কোনো কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। শয়তান আমাদেরকে যা দিয়ে থাকে সেগুলির বিরোধিতা করা। আমরা শাস্ত্রের নতুন নিয়মে লক্ষ্য করেছি, আমরা ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার দ্বারা শয়তানকে প্রতিরোধ করি। আমরা বলি, "লেখা আছে", ঈশ্বরের বাক্যকে খড়্গ রূপে ব্যবহার করি, এবং যীশু খ্রীষ্টতে যে কর্তৃত্ব লাভ করেছি, সেই কর্তৃত্ব অনুযায়ী আদেশ করি। ঈশ্বরের বাক্য যে গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে মুখে ঈশ্বরের বাক্যকে স্বীকার করাটাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইয়ের সাহায্য নিয়েই শয়তানকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

যখন শত্রু আমাদের মধ্যে ভুল ও মন্দ চিন্তাভাবনা, ধারণা, কল্পনা, যুক্তি ও তর্ক প্রবেশ করায়, তখন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সেই বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য যা কিছু বলে, সেগুলিকে সামনে নিয়ে আসা। একই সঙ্গে মন্দ চিন্তাভাবনার বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য কী বলছে সেটা ঘোষণা করাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা বলে থাকি, "লেখা আছে..."।

অভাসগত ভাবে এটি করতে দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকুন। শয়তানকে প্রতিরোধ করুন, আপনার বিশ্বাসে দৃঢ় থাকুন (1 পিতর 5:9)। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। যতবার শয়তান আপনার দিকে ফিরে আসে ততবার আপনার বিশ্বাসকে বলতে থাকুন। শয়তানকে জানান যে আপনি তাকে আপনার জীবনে সামান্য স্থানও দখল করতে দেবেন না।

70
আশীর্বাদের বাক্য উন্মোচন করুন

1 পিতর 3:8-12

8 অবশেষে বলি, তোমরা সকলে সমমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃপ্রেমিক, স্নেহবান ও নম্রমনা হও।

9 মন্দের পরিশোধে মন্দ করিও না, এবং নিন্দার পরিশোধে নিন্দা করিও না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা আশীর্বাদের অধিকারী হইবার নিমিত্তই তোমরা আহূত হইয়াছ।

10 কারণ, "যে ব্যক্তি জীবন ভালবাসিতে চায়, ও মঙ্গলের দিন দেখিতে চায়, সে মন্দ হইতে আপন জিহ্বাকে, ছলনাবাক্য হইতে আপন ওষ্ঠকে নিবৃত্ত করুক।

11 সে মন্দ হইতে ফিরুক ও সদাচরণ করুক, শান্তির চেষ্টা করুক, ও তাহার অনুধাবন করুক।

12 কেননা ধার্মিকগণের প্রতি প্রভুর চক্ষু আছে; তাহাদের বিনতির প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে; কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল।"

আশীর্বাদ ফিরিয়ে দেওয়ার একটি উপায় হল মুখ দিয়ে সব সময়ে আশীর্বাদের বাক্য বলা যখন আমাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয় অথবা আমাদের বিরুদ্ধে ভুল করা হয়, তখনও আশীর্বাদের বাক্য মুখ দিয়ে বলা গুরুত্বপূর্ণ। যীশু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, *"যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ করো"* (মথি 5:44)। তাই, আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের প্রতি আশীর্বাদের কথা ঘোষণা করি। তখনও করি যখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে ভুল করে থাকে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিয়েই জীবনে বাঁচতে হবে। আপনার জিহ্বাকে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিন এবং কোনো মন্দ কথা বলার অনুমতি দেবেন না। এই সবকিছু বিরত থাকুন। বরং, আশীর্বাদের বাক্য ঘোষণা করার ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত নিন। ঈশ্বরের সম্মুখে যান ও বলুন *"পিতা, যীশুর নামে আমি এই ব্যক্তির উপর আশীর্বাদ ঘোষণা করছি। যদিও বা তারা আমার ক্ষতি করেছে ও আঘাত করেছে, তবুও আমি তাদের জীবনের উপর যীশুর নামে আশীর্বাদ ঘোষণা করি। তার জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ও সব কিছুতেই যেন মঙ্গল হয়। তাদেরকে ফলপ্রসূ করো ও তাদের আশীর্বাদ করো"*।

যখন আপনি ব্যক্তিগত ভাবে ও গোপনে তাদের উপর আশীর্বাদ

ঘোষণা করেন, তারপর আর তাদের বিষয়ে কোনো ভাবে নিন্দা করবেন না বা অন্যদেরকে বলবেন না যে তারা আপনার সঙ্গে কত খারাপ আচরণ করেছে বা আপনাকে আঘাত করেছে। মন্দ বিষয় বলা থেকে আপনার জিহ্বাকে বিরত রাখুন। আশীর্বাদ ঘোষণা করার দ্বারা আপনি নিজেকে আশীর্বাদ লাভ করার পরিস্থিতিতে অবস্থান করেছেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টি আপনার উপর রয়েছে। তিনি সুনিশ্চিত করবেন যে আপনি যেন একটি উত্তম জীবনযাপন করেন ও ভাল দিন দেখতে পান। সর্বদা আশীর্বাদের বাক্য উন্মোচন করবেন। বিশ্বাসে আশীর্বাদের বাক্য মুখে স্বীকার করুন।

71
আপনার মুখের বাক্য বিজয়ের জন্য আপনার বিশ্বাসকে উন্মোচিত করে

1 যোহন 5:1,4

[1] যে কেহ বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত; এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে; সে তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে।

[4] কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে; এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস।

যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বর হতে জাত হয়েছি। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন ও স্বভাব রয়েছে। আমরা হলাম তাঁর পুত্র ও কন্যা। এবং যেহেতু আমরা ঈশ্বর হতে জাত, সেই কারণে আমরা জয় করেছি। জগৎ, মাংস ও শয়তানের উপর বিজয়লাভ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সেই সব কিছু দিয়ে আমরা পরিপূর্ণ হয়েছি। এবং শাস্ত্র স্পষ্ট করে বলে যে ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসকে কাজে লাগানোর দ্বারা আমরা বিজয়ী হয়েছি। আমাদেরকে বিশ্বাসে চলতে হবে, যদি আমরা বিজয়ী জীবনযাপন করতে চাই। আমরা নিজেদের শক্তিতে অথবা আমাদের বুদ্ধির শক্তিতে বিজয়ী হয়ে উঠি না। ঈশ্বর বলেছেন যে শুধুমাত্র বিশ্বাসের দাঁড়াই আমরা জগৎকে জয় করে থাকি।

সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে বিশ্বাসের যে চাবিকাঠি আমরা লক্ষ্য করতে পারি, যা এই পুস্তকেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল বিশ্বাস কথা বলে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের মুখের বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়ে থাকে। আমরা যেন অবশ্যই বিশ্বাসের বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি, এমন বাক্য যা ঈশ্বরের উপর, তাঁর বাক্যের উপর এবং যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছেন, সেই সব কিছুর উপর আমাদের বিশ্বাসকে ব্যক্ত করে। এটা করার দ্বারা, আমরা জগতের উপর, মাংসের উপর ও শয়তানের উপর জয়ী হতে পারি ও বিজয়ী জীবনযাপন করতে পারি।

আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। একজন বিজয়ী হয়ে জীবনযাপন করার এটাই হল চাবিকাঠি।

72
আমরা ঈশ্বর থেকে জাত, তাই আমরা ঈশ্বরের কথা বলি

1 যোহন 4:4-6

4 বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বর হইতে এবং উহাদিগকে জয় করিয়াছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান।

5 উহারা জগৎ হইতে, এই কারণ জগতের কথা কহে, এবং জগৎ উহাদের কথা শুনে।

6 আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি।

প্রেরিত যোহন দুই ধরণের মানুষের মধ্যে এখানে পার্থক্য করেছেন। যারা "জগৎ থেকে" আর যারা *"ঈশ্বর থেকে"*। তিনি বলেছেন যে যারা জগতের, তাদেরকে এই ভাবে আমরা চিনতে পারি, *"তারা জগতের কথা কহে"*। তারা জগতের ভাষা বলে, জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ও জগতের আত্মাকে প্রকাশ করে। তাই, জগৎ তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু, আমরা যারা "ঈশ্বর থেকে", আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা ঈশ্বরের কথা বলি এবং যারা ঈশ্বরকে চেনে, তারা যখন আমাদের কথা শোনে, তখন তারা বুঝতে পারে ও আমরা যা কিছু বলি, সেই কথার প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে।

আমরা *"ঈশ্বর থেকে"*, তাই আমরা ঈশ্বরের কথা বলি। আমরা একটি ভিন্ন ভাষায় কথা বলি। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের ভাষায় কথা বলে থাকি। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য অনুযায়ী কথা বলি।

মনে রাখবেন, আপনি *"ঈশ্বর থেকে"*। যারা জগতের তাদের দ্বারা যখন আপনি বেষ্টিত থাকেন, তখন আপনি তাদের মতো ও জগতের মতো কথা বলার জন্য মানসিক চাপ অনুভব করবেন। কিন্তু আপনাকে এই জগতের চাপের অধীনস্থ হবে না। আপনি ঈশ্বরের। আপনি একজন বিজয়ী। আপনি ভ্রান্তির আত্মাকে জয় করেছেন, এই জগতের আত্মাকে জয় করেছেন, খ্রীষ্টের বিরোধী আত্মাকে জয় করেছেন। যিনি আপনার

মধ্যে রয়েছেন, তিনি এই জগতের মধ্যে যে রয়েছে, তার থেকেও মহান। আপনাকে এই *"জগতের ভাষা"* র সঙ্গে একমত হতে হবে না। আপনি আপনার বাক্য বেছে নিন। আপনি *"ঈশ্বরের হয়ে"* কথা বলুন। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

73
মেষশাবকের রক্ত ও আমাদের সাক্ষ্যের বাক্য দিয়ে আমরা জয়লাভ করেছি

প্রকাশিত বাক্য 12:11
আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত, এবং আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে; আর তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই।

শয়তান হল আমাদের শত্রু। শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা পরাজিত হয়েছে ও শক্তিহীন হয়েছে। তাদের কাছে শুধুমাত্র রয়েছে একটি দুর্বল অবস্থান ও মনের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করার, দোষ দেওয়ার ও ভয় দেখানোর ক্ষমতা। এই কারণে শয়তানকে ভাইবোনদের দোষারোপকারী বলা হয়ে থাকে, কারণ সে অনবরত দোষ দিয়ে আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের মনের মধ্যে দোষ চাপাতে থাকে। সে আমাদেরকে মূল্যহীন, দোষী ও ঈশ্বরের প্রেমের অযোগ্য বলে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে।

প্রকাশিত বাক্য 12 অধ্যায়ে, যোহন একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি প্রদান করেছেন যে কীভাবে আমরা যারা বিশ্বাসী তারা এই শত্রু ও তার দোষভাবকে জয়লাভ করতে পারি। আমরা মেষশাবকের রক্ত ও আমাদের সাক্ষ্যের বাক্যের দ্বারা শয়তানের উপর জয়লাভ করি। যীশুর রক্ত আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছে, আমরা সেই সব কিছুর উপর বিশ্বাস করি এবং আমরা আমাদের সাক্ষ্যকে মুখে স্বীকার করি, অর্থাৎ, আমরা ঘোষণা করি যে যীশুর রক্ত আমাদের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কী কী করেছে। আমরা যেন অবশ্যই ঘোষণা করি, আমরা যেন অবশ্যই সাক্ষ্য বহন করি যে যীশুর রক্ত আমাদের জন্য কী কী করেছে। আমরা যেন অবশ্যই আমাদের মুখ দিয়ে স্বীকার করি যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছেন, এবং এটা ঘোষণা করি যে আমরা তাঁর সম্পূর্ণ কাজের উপর বিশ্বাস করি। মেষশাবকের রক্ত আমাদের জন্য যা কিছু করেছে, সেটাকে ঘোষণা করে আমরা আমাদের শত্রুকে চূর্ণ করি। ক্রুশের উপর খ্রীষ্ট আপনার জন্য যা কিছু করেছেন, তা ঘোষণা করুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় 2000 বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে এই জগতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, তার দ্বারা ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটিকে বৃদ্ধি করে ক্ষুধার্তদের খাইয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে এক অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালীন পৃথকীকরণ।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, ***"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন"*** **(রোমীয় 6:23)**। যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায় অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি পাক। আর সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রদান করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন—আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে—প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যা করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে।

"... যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত 10:43)।

***"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে"* (রোমীয় 10:9)।**

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা রয়েছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস তথা তিনি ক্রুশের উপর যা করেছেন, তা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা নির্দেশরেখা মাত্র। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গেছ, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত সেচন করেছ এবং আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য যা করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছ এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছ। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, না অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছ, তুমি আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, তুমি মৃতদের মধ্যে থেকে

উত্থিত হয়েছ, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে

পারি। আমেন।

অল পিপালস্ চার্চের সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

অল পিপালস্ চার্চ (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবণ ও জ্যোতির মতো হওয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হওয়া।

অল পিপালস্ চার্চ হল যীশুকে **প্রেম করা, ঈশ্বরের বাক্য কেন্দ্রিক, পবিত্র** আত্মায় পূর্ণ, পরিবার মণ্ডলী, একটি প্রস্তুতির কেন্দ্র, এক মিশন ভিত্তিক ও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী।

- একটি **পরিবার মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সহভাগীতায় একটি সম্প্রদায় হিসেবে বেড়ে উঠি, ঈশ্বরের দেহ হিসেবে পরস্পরের যত্ন নিয়ে থাকি ও প্রেম করি।
- একটি **প্রস্তুতি কেন্দ্র** হিসেবে, আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে শক্তিযুক্ত করি ও প্রস্তুত করি একটি বিজয়ী জীবনযাপন করার জন্য, খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী পরিপক্ক হওয়ার জন্য এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য।
- এক **মিশন ভিত্তিক** হিসেবে, এই শহরটিকে, আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য দেশে যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য ও পবিত্র আত্মার শক্তির অলৌকিক প্রদর্শন করার জন্য অর্থপূর্ণ পরিচর্যাতে নিজেদের নিযুক্ত করি।
- এক **বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা স্থানীয়ভাবে ও বিশ্বব্যাপীভাবে ঈশ্বরভক্ত নেতৃবৃন্দ ও আত্মায় পূর্ণ মণ্ডলীগুলিকে লালন-পালন করার দ্বারা সেবা করে থাকি, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

অল পিপালস্ চার্চে, ঈশ্বরের আত্মার অভিষেক ও প্রদর্শনে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও আপসহীন বাক্যকে উপস্থাপন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ অ্যাপলজেটিক্স, সমকালীন পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি কখনই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে, চিহ্নকাজ, আশ্চর্যকাজ, পবিত্র আত্মার বরদান সহকারে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির বিকল্প হতে পারে না (1 করিন্থীয় 2:4,5; ইব্রীয় 2:3,4)। আমাদের মূল বিষয় হলেন যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আবেগ হল মানুষ, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মত পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অল পিপালস্ চার্চ -এর অনেক মণ্ডলী রয়েছে। অল পিপালস্ চার্চ -এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change
Code of Honor
Divine Favor
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power
The Wonderful Benefits of Praying in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work—Its Original Design

নিয়মিত নতুন পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ, অডিও, এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য নিশুল্ক উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে মানুষকে জীবনের প্রতিকূলতাগুলিকে সম্মুখীন ও অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্য। ক্রিসালিস কাউন্সেলিং হল পেশাগত ভাবে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ খ্রীষ্টিয় পরামর্শদাতাদের একটি দল।

আমাদের এই পরিষেবা সকল বয়সের মানুষদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূলতার সাথে মোকাবিলা করে থাকে।

কৈশোর

ব্যক্তিগত মীমাংসা

সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সমস্যা

পড়াশোনায় বিফলতা

কর্মক্ষেত্রে সমস্যা

পরিবার/দম্পতি: প্রাক-বিবাহ, বিবাহ

পিতা-মাতা/সন্তান/ভাই-বোন/সমকক্ষ

আচরণগত ব্যাধি

পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার

মনস্তাত্ত্বিক/আবেগজনিত সমস্যা

মানসিক চাপ/মানসিক আঘাত

মদ/মাদক আসক্তি

আধ্যাত্মিক সমস্যা

লাইফ কোচিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং -এর পরিষেবা ফি সাশ্রয়ী ও সহজে উপলব্ধ।

আমাদের কোন একজন প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট -এর সময় স্থির করার জন্য:

ওয়েবসাইট: chrysalislife.org
ফোন: +91-80-25452617 অথবা টোল ফ্রি (শুধুমাত্র ভারতে) 1-800-300-00998
ই-মেইল: counselor@chrysalislife.org

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ-এর একটি পরিচর্যা।

অল পিপালস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপালস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী হিসেবে নিজ সীমার উর্ধ্বে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

আমরা আপনাকে এককালীন দান প্রদান অথবা মাসিকভাবে আর্থিক দান পাঠানোর দ্বারা আর্থিকভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আমাদের দেশব্যাপী এই কাজের জন্য সাহায্যার্থে আপনার পাঠানো যে কোন পরিমাণ অর্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

আপনারা আপনাদের দান চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা "All Peoples Church" এই নামে আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। নতুবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

একাউন্টের নাম: All Peoples Church

একাউন্ট নম্বর: 50200068829058

IFSC কোড: HDFC0004367

ব্যাংকের নাম: HDFC Bank, 7M/308 80Ft Rd, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bengaluru, 560043, Karnataka, India

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: *অল পিপালস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন:* **apcwo.org/give**

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনায় স্মরণে রাখবেন।

ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

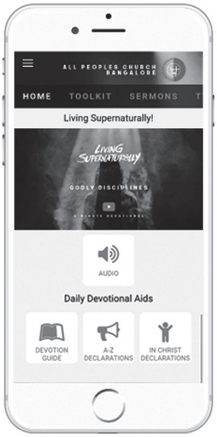

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ

apcbiblecollege.org

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই, যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে আমাদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত করার উপর, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত তিনটি কার্যক্রম আমরা প্রদান করি:

- এক বছরের সার্টিফিকেট ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (C.Th.)
- দুই বছরের ডিপ্লোমা ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (Dip.Th.)
- তিন বছরের ব্যাচেলর ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, সোমবার থেকে শুক্রবার, **সকাল 9 টা থেকে দুপুর 12 টা (UTC +5:30) পর্যন্ত**। শিক্ষা গ্রহণ করার তিনটি বিকল্প আমরা প্রদান করে থাকি।

- **চার্চ ক্যাম্পাসে:** ক্যাম্পাসের মধ্যে শারীরিক ভাবে মিলিত হয়ে ক্লাস করা।
- **অনলাইন:** অনলাইনে লাইভ লেকচারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- **ই-লার্নিং:** অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজের সুবিধামত গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করা। **apcbiblecollege.org/elearn**

অনলাইনে আবেদন করার জন্য, এবং কলেজ, পাঠ্যক্রম, অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা, খরচ সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার জন্য এবং আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইট দেখুন।

সম্পূর্ণ বাইবেল জুড়ে, ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকেদের তাঁর বাক্য বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া বাক্য যদি হৃদয়ে বিশ্বাস নিয়ে আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় তাহলে তাঁর সৃজনশীল, অলৌকিক-কাজ করার শক্তি আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে। আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া তাঁর বাক্য আমাদের শব্দ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র হয়ে উঠবে।

ঈশ্বরের বাক্য বলার মাধ্যমে আমরা আমাদের বর্তমান এবং আমাদের ভবিষ্যতের জগৎকে গড়ে তুলতে পারি। সব সময় এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে বিশ্বাস-পূর্ণ কথা বলতে আমাদের শিখতে হবে। বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলা মানে এই নয় যে আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড পাহাড় বা আসন্ন ঝড়ের প্রচণ্ডতার অস্তিত্ব নেই। বরং বিশ্বাস অস্বীকার করে যে আমাদের চলার পথের বিরুদ্ধে পাহাড়ের দাঁড়ানোর কোনো অধিকার আছে। বিশ্বাস বাতাস এবং ঝড়ের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের সর্বনাশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, আর তার পরিবর্তে, ঈশ্বর যে শান্তি ও প্রশান্তি প্রকাশ করেন তার পথ প্রশস্ত করে। বিশ্বাস অসুস্থতার বিরুদ্ধে কথা বলে আদেশ দেয় যেন রোগ-ব্যাধি আমাদের ছেড়ে চলে যায় এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা নিরাময় এবং সম্পূর্ণতার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

এই বইটি বাইবেলের সত্যে আপনার জীবন প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আপনাকে সর্বদা আপনার বিশ্বাসের কথা বলতে অনুপ্রাণিত করবে!

All Peoples Church & World Outreach
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org